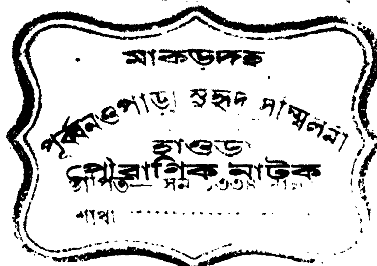
ত্রিপুরারি



পৌরাণিক নাটক

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ নন্দী প্রণীত।

[শশিভূষণ হাজরার দলে অভিনীত]

প্রকাশক—
শ্রীতারাচাঁদ দাস
৮২ নং আহিরীটোলা ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

১৩৩৬

প্রথম সংস্করণ।

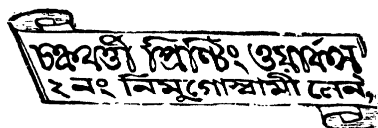
মূল্য ১॥০ দেড় টাকা।

শুভ সংবাদ ! শুভ সংবাদ !!

ভাগ্যচক্র ১৷৹ টাকা

ধ্রুবকুমার ১৷৹ টাকা

। ছাপা হইয়াছে ।



উৎসর্গ



বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক মহাসভার, ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, নসীপুরাধিপতি,
আনারেবল-রাজা, শ্রীল শ্রীযুক্ত ভুপেন্দ্রনারায়ণ সিংহ
[বি, এ,] বাহাদুরের, শ্রীকরকমলে, মদীয়
"ত্রিপুরারি" নাটক উৎসর্গীকৃত
হইল।

রাজন্!

পুরাণ প্রসঙ্গে শুনিয়াছি যে ;—

নীতি-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত-নীচবৃত্ত অস্পৃষ্য-ব্যাধের, অনিচ্ছা প্রদত্ত শোণিত লিপ্ত বিল্বপত্রও, স্বয়ং বিশ্বারাধ্য ব্যোমকেশ, অমূল্য ভক্তি-উপহার স্বরূপ, সাগ্রহে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদ্রূপ এই "ত্রিপুরারি"ও, জ্ঞানহীন এই দীন কবির, অক্ষম লেখনী প্রসূত হইলেও, ইহাতে সেই অনাদ্যন্ত আদিনাথ আশুতোষের, অমিয়মধুর লীলাকাহিনী প্রকটিত বিধায়, আশা করি, মদীয় অভীষ্ট মহজ্জন সকাশেও ইহা অবহেলিত কথনই হইবে না। অলমেতি।

সন ১৩৩৬।
হিন্দোল পূর্ণিমা।



দীনাধম—
"অজ্ঞান"

নাটকীয় চরিত্রবৃন্দ

পুরুষগণ।

শ্রীশঙ্কর ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র, পবন, বৈশ্বানর, কার্ত্তিক, জয়ন্ত, বুধ, নারদ, শুক্রাচার্য্য, নন্দী, বীরভদ্র, চিত্রসেন (গন্ধর্ব্ব), চতুর্ব্বেদ, তারকাক্ষ্য (দৈত্যরাজ), বিদ্যুন্মালী, কমলাক্ষ্য (ঐ ভ্রাতৃদ্বয়), বলাসুর (ঐ সেনাপতি), মন্ত্রী, অম্বুবল (দৈত্যরাজপুত্র), চিন্তামণি (ছদ্মবেশী), পুলস্ত (ঋষি), কঙ্কন (কিন্নর নর্ত্তক), খড়্গহস্ত (রাজমাতুল), সভাসদগণ, কুষ্মাগণ, রাক্ষসগণ, যক্ষগণ, প্রহরীগণ, দৈত্যসেনাগণ, দেবসেনাগণ, ইত্যাদি।

স্ত্রীগণ।

শ্রীদুর্গা, লক্ষ্মী, জাহ্নবী, সরস্বতী, ধনিষ্ঠা (দানব রাজ্ঞী), অনিমা (কমলাক্ষ্যের স্ত্রী), উর্ব্বশী, ঝঙ্কারময়ী (কঙ্কনের স্ত্রী), নর্ত্তকীগণ, পরিচারিকাগণ, যোগিনীগণ, পুরোবাসিনীগণ ইত্যাদি।

ত্রিপুরারি

প্রথম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

"সহ্যাদ্রি মধ্যস্থ বনভাগ মহর্ষি পুলস্ত আশ্রম"

সশিষ্য মহর্ষি ও জয়ন্তের প্রবেশ।

পুলস্ত। নারায়ণ! নারায়ণ! উঃ! এতদূর স্বেচ্ছাচার আরম্ভ হ'য়েছে?

জয়ন্ত। মাত্র এই নয় মহর্ষি! শুধু আমাদের উপর অত্যাচারই যথেষ্ট নয় ভেবে, দাম্ভিক দানবগণ, ব্রাহ্মণগণের উপর, বৈদিক ধর্ম্ম-কর্ম্মের উপরও, হস্তক্ষেপ ক'রেছে, যাগ যজ্ঞাদি বিলোপের চেষ্টায় আছে।

পুলস্ত। হুঁ! এ উত্তম, তা হ'লে পতনও এদের অবসম্ভাবি, এবং অতি শীঘ্রই জানবে। হ্যাঁ, তারপর? তারপর?

জয়ন্ত। বল্‌ছিলাম, আমরা মাত্র আমাদের প্রতি অত্যাচারে ক্ষুব্ধ নই, কেন না, এটা আমাদের অভ্যাসগত সহ্যশক্তি। দানব কৃত লাঞ্ছনা, অনাদিকাল হ'তেই, অমরগণের নিত্য প্রাপ্য, বিধাতার

দান। জানেন মহর্ষি! এই সে দিনও দুর্ম্মদ তারকাসুরের নিকট, দেবতাগণে, কি লাঞ্ছনাই না ভোগ কর্‌তে হ'য়েছে, শুনেছি এরাও তারই পুত্র। কিন্তু জানি না, কিরূপ সাধনায় এবং কার বলে এ বলীয়ান? আর নিধনেরই বা এদের উপায় কি?

পুলস্ত। ওঃ! কঠোর তপস্যা, জানো দেবেন্দ্র নন্দন! তারকাসুরের এই তিন পুত্র, তারকাক্ষ্য, কমলাক্ষ্য ও বিদ্যুন্মালী, ঘোরতর তপঃ প্রভাবে, পিতামহ ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত।

জয়ন্ত। কি সেই বর মহর্ষি?

পুলস্ত। প্রথমতঃ তিন সহোদরই এরা তিনটি অভেদ্য দুর্গ সম পুরী প্রাপ্ত হয়, ঐ পুরঃত্রয়ের একটি সুবর্ণ, একটি রজত, এবং অন্যটি লৌহ নির্ম্মিত; স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মার স্বহস্তে প্রস্তুত, ঐ শিল্পাদর্শ অদ্ভুত স্থাপত্য, বিশেষ সুদৃঢ়, দেবতাদিগেরও অভেদ্য। যদি অভিজিৎ মুহূর্ত্তে চন্দ্রমার পুষ্যা নক্ষত্রে অবস্থান কালে, স্বয়ং দেবাদিদেব মহাদেব, অসম্ভাব্য রথারোহণে, অলৌকিক একটিমাত্র শরক্ষেপে, এককালে ঐ পুরী তিনটি ধ্বংস করেন, তবেই এদের ধ্বংস হবে। এই জন্যই, ঐ ত্রিপুরের অধিকারী ব'লেই, এরা "ত্রিপুরাসুর" নামে বিদিত এবং সংহারের এদের, ঐ একমাত্র উপায় নির্দ্ধারিত।

জয়ন্ত। ওঃ! তা হ'লে ত এদের ধ্বংস অসম্ভব। কেন না, এ যে প্রকারান্তরে অমরত্ব লাভ।

পুলস্ত। হাঃ-হাঃ-হাঃ! তাই হয়, বুঝ্‌লে বৎস! বর গ্রহণ কালে সকলেই অম্নি প্রকারান্তরে অমরত্বই নিতে চায় বটে, একটা অসম্ভব কিছুই, মৃত্যুর হেতু, নির্দ্দেশ ক'রে দিয়ে থাকে, কিন্তু কাল প্রভাবে, ধ্বংসের সময় উপস্থিত হ'লে, সেই অসম্ভবই আবার, অতি সহজে সুসম্ভব হ'য়ে ওঠে। নতুবা মনে করো, হিরণাক্ষ্য, হিরণ্যকশিপু, বৃত্র,

তারকাদির কথা, কেই বা বর প্রভাবে ন্যূন ছিল? যাক্, সে যাঁর কার্য্য, তিনি ঠিক উপায় উদ্ভাবন ক'রে রেখেছেন; তবে উপস্থিতে আমি বড়ই মর্ম্মাহত হ'লাম, দেব দেবীগণের বর্ত্তমান এ সব দুর্গতির কথা শুনে।

জয়ন্ত। হাঁ মহর্ষি! মর্ম্মন্তুদ যন্ত্রণা, অব্যক্ত, অবর্ণনীয় অবস্থা; উঃ! কি লাঞ্ছনা, কিন্তু উপায় নাই, সর্ব্বাধিক যন্ত্রণার বিষয় বিধাতার বঞ্চনায় মৃত্যু নাই, উৎপীড়িত, পদানত ঘৃণ্য জীবন ভার মুক্ত হ'য়ে, মরণের কোলেও একটু জুড়াবার উপায় নাই। নইলে কি থাক্‌তো চিন্তার কারণ? কিইবা এমন পরিতাপ শঙ্কা? যতদূর সাধ্য চেষ্টা কর্‌তাম, প্রাণপণে স্বর্গরক্ষায় নিযুক্ত থাক্‌তাম, অসমর্থ হ'লে, বীরের ন্যায়, সম্মুখ যুদ্ধে জীবন দিয়ে, গর্ব্ব ভরে চ'লে যেতাম, কিন্তু এত তা নয়, এ যে অনন্তকালব্যাপী অব্যক্ত যন্ত্রণা, অকাতরে সইতে হবে এ অশেষ লাঞ্ছনা। যাই হোক্, বর্ত্তমান বিষয়ে আমি নিশ্চিন্ত। মাতা মহেন্দ্রাণীর সকল ভারই, এখন আপনার উপরই রইল।

পুলস্ত। কোনও চিন্তা নাই কুমার! যতই উদ্ধত হোক্ না দানব, তথাপী ঋষির আশ্রমে, পুলস্তের আশ্রম-আশ্রিতার ছায়া স্পর্শেও সাহসী হবে না, সে জন্য কোনও চিন্তা নাই।

জয়ন্ত। আজ্ঞে হ্যাঁ, পিতাও অনেক চিন্তার পর, মহর্ষির এই আশ্রমই এঁদের নিরাপদ স্থান বিবেচনা ক'রে পুরাঙ্গনা সহ মাতা মহেন্দ্রাণীকে এখানে প্রেরণ ক'রেছেন। আমিও তাঁদের আশ্রম পর্য্যন্ত নিরাপদে পৌছে দিতে পেরেছি এই যথেষ্ট, এখন অভয়াশীর্ব্বাদ সহ মহর্ষির নিকট বিদায়ের অনুমতি চাইচি?

পুলস্ত। হাঁ, দায়ীত্বে তুমি নির্ম্মুক্ত নিশ্চয়ই, যথেচ্ছা গমনেরও অবশ্য বাধা নাই, তবে আমার ইচ্ছা, মাতা মহেন্দ্রাণী প্রভৃতির সহিত,

এ আশ্রমে, তুমিও কিছুকাল নিশ্চিন্তে অবস্থান কর না কেন কুমার? আমরাও সপুত্র মাতা মহেন্দ্রাণীর আতিথ্য সমাপনে সুখী হই। দেবগণ প্রায় সকলেই ত ছদ্মবেশে যত তত্র অবস্থিত? তুমি না হয় এই আশ্রমেই রইলে, এতে হানী কি কুমার?

জয়ন্ত। আপনার অপার দয়ায় অসংখ্য ধন্যবাদ। কিন্তু সে সৌভাগ্য আমার নাই মহর্ষি! এঁদের নিরাপদে আশ্রমে পৌছান এবং মহর্ষির সাক্ষাৎ লাভাদি, সকল সংবাদই, অবিলম্বে পিতাকে, আমার নিজ মুখে জ্ঞাপন করা চাই। এটি তাঁর বিশেষ অনুমতি। সুতরাং গমনেচ্ছু আমি।

পুলস্ত। উত্তম, পিতৃভক্ত সুবোধ পুত্র তুমি, তোমার এ সদিচ্ছায় বাধা দিতে চাই না, যেতে পারো, তবে ক্ষণকাল বিলম্ব করো, শ্রীশ্রীনারায়ণের শুভদ নির্ম্মাল্য সহ, আমার অভয়াশীর্ব্বাদ অভিজ্ঞাপক পুষ্প মাল্যাদি গ্রহণ করো। (নেপথ্য লক্ষ্যে) কৈ কুমারগণ!

নির্ম্মাল্য ও পুষ্পমাল্যাদি লইয়া আশ্রম কুমারগণের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

অতি ভকতি ভরে ধরো ধরো হে শিরে
মঙ্গল নিলয় নির্ম্মাল্য।
বিভু নারায়ণ সুপূজিত দুর্ল্লভ মহামৃত,
দেব আরাধ্য পবিত্র এ সুমাঙ্গল্য॥
মহা তাপস আশীষ ভরা
ধরো এই মালা পর গলে, (মাল্যদান)
প্রসাদী স্রক চন্দন পরো পরো প্রশস্ত ঐ ভালে, (পরাইলেন)
এখন হরি হরি হরি বোলে,
গাহ প্রেমে বাহু তুলে,
সফল হইবে তবে আমাদের ঐ মাল্য॥

জয়ন্ত। (নির্ম্মাল্যাদি সভক্তি শিরে ধরিয়া) এই অতুল সামগ্রী লাভ, আশাতীত সৌভাগ্য জ্ঞান কর্‌ছি, এবং এ সকল ভক্তিভরে শিরে ধারণ ক'রে ; এখন পরমানন্দে যাত্রা করি।

গমনুদ্যত, অদূরে সসৈন্য দানব সেনাপতি বলাসুরের প্রবেশ।

বলাসুর। হাঃ-হাঃ-হাঃ! আর কোথা যাবে ? এইবার ধরা পড়েছে দেবেন্দ্র নন্দন। তোমরাও সমস্ত দেবগণ, যেমন ছদ্মবেশে, আত্ম গোপনের চেষ্টায় আছ ; আমারও তেমনি অসংখ্য দানব সেনানী, তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে আদিষ্ট হ'য়েছি। আমার সৌভাগ্য, আজ অতি সহজেই তোমার সন্ধান পেলাম। এখন চলো, বিনা বাক্যব্যয়ে, বন্দী ভাবে, দানব রাজের নিকট চলো ! অবশ্য মাতা মহেন্দ্রাণী সম্বন্ধে, আমার বল্‌বার কিছু নাই। কেন না দানব রাজের বিশেষ আদেশ, দেবীগণের সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ না হয়। আমরা, তাঁর এই আশ্রমে অবস্থিতির সংবাদ দিয়েই দায়ীত্বে মুক্ত হ'তে পার্‌বো। কিন্তু তোমাকে বন্দী ভাবে ল'য়ে যাওয়া, চাই-ই-চাই।

জয়ন্ত। স্তব্ধ থাক্ দাম্ভিক ! আমরা কাল প্রভাবে, অধুনা দানব শক্তির নিকট, শির অবনমিত কর্‌তে বাধ্য হ'য়েছি সত্য, কিন্তু তা ব'লে, তোমার মত এক ব্যক্তি বিশেষের, আস্ফালন গ্রাহ্য করি না। কার সাধ্য আমায় বন্দী কর্‌বে ? আজ অনিবার্য্য বজ্রশক্তি হৃদয়ে ল'য়ে, মুহূর্ত্তে তোদের ছার্‌খার ক'রে, বিদ্যুৎগতিতে বাহির হ'য়ে যাবো। এই ক'টা দানব, দেবেন্দ্র নন্দনকে বাঁধতে পারে না।

বলাসুর। বৃথা আস্ফালনে, আবশ্যক নাই জয়ন্ত ! সম্মুখেই সে পরীক্ষার প্রশস্ত ক্ষেত্র প্রসারিত, অগৌনে তাঁরই মিমাংসা হ'য়ে যাক্। আমি ত আশা করি, তোমার মত বাক্যবীরকে বন্দী কর্‌তে একা আমিই যথেষ্ট। তার উপর এ সকল সৈন্যগণ অতিরিক্ত। সুতরাং

এ ক্ষেত্রে উদ্ধত ভাবে, তোমার অস্ত্র ধারণ করা অপেক্ষা, বিনম্রভাবে বশ্যতা স্বীকারই বুদ্ধিমানের কার্য্য ছিল। যাই হোক্, সৈন্যগণ! বন্দী করো!

১মঃ সৈনিক। যথাদেশ সেনাপতি!

[তাহাদের জয়ন্তকে বন্ধন চেষ্টা]

পুলস্ত। সাবধান! স্তব্ধ হও পাপিষ্ঠগণ! কি স্পর্দ্ধা, আরেরে নির্ভীক দৈত্যাধম! তুই কোথায় কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে, গর্ব্বীত আদেশ পরিচালনে সাহসী, তা জানিস্?

বলাসুর। কেন জান্‌ব না মহাপুরুষ! আমরা সহ্যাদ্রি শিখরে, অগ্নীসম তেজস্বী মহর্ষি পুলস্তের আশ্রমে, স্বয়ং তাঁর সন্মুখে দাঁড়িয়ে আছি। কিন্তু আপনিও মনে রাখবেন, এসেছি আমরা, প্রভুর আদেশে, বিদ্রোহী দেবগণের সন্ধান পেয়ে, মাত্র সেই সুরবীরকে বন্দী কর্‌বার জন্য, তা বই আশ্রমবাসী অন্য একটি প্রাণীকেও উত্যক্ত কর্‌ছি না, আশ্রমের শান্তি নষ্ট কর্‌তেও চাই না, কিন্তু এই বিদ্রোহীকে পরিত্যাগ ক'রে যেতে পারি না। সুতরাং ক্ষমা কর্‌বেন মহর্ষি! এটি আমাদের প্রভুর বিশেষ আদেশ।

পুলস্ত। নিরস্ত থাকো! নির্ব্বাক হও অনভিজ্ঞ! তুমি আমায়, তোমার প্রভুর—প্রভুর আদেশের ভয় দেখিও না, কোন্ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাদপি প্রভুশক্তি তোমার অর্ব্বাচিন! জানো? স্বয়ং জগতের প্রভু যিনি, তিনিও এই ব্রাহ্মণের রোষরক্তিম চক্ষু দেখ্‌লে, কম্পিত আতঙ্কে, প্রমাদ শঙ্কা ক'রে থাকেন; এই ব্রাহ্মণের পদচিহ্ন চঞ্চল আগ্রহে বক্ষে ধারণ করে, আজও সযত্নে সে রেখা সুপষ্ট অঙ্কিত রেখেছেন। মনে কল্পনাও ক'রো না দুঃসাহসিক! সেই ব্রাহ্মণের পবিত্র আশ্রমের মর্য্যাদা নষ্ট ক'রে, তার আশ্রিতকে, বল পূর্ব্বক ল'য়ে যাবে, আর

তুমি তাকে বন্দী কর্‌বে কি? স্বয়ং তুমিই বন্দী যোগ্য ভীষণ অপরাধী! কেন তুমি আমার বিনানুমতিতে, এ আশ্রম সীমায় প্রবেশ ক'রেছ? কোন অধিকারে আমার আশ্রমের অতিথিকে, আমারই সম্মুখে বন্দী কর্‌তে সাহসী হ'য়েছ? হাঃ-হাঃ! আবার নির্লজ্জের মত বলা হ'চ্ছে, "আমরা আশ্রমের শান্তি নষ্ট কর্‌তে চাই না"; যদি নিজের মঙ্গল বাসনা থাকে, এখনও ত্রুটী স্বীকার ক'রে, এই দণ্ডে আশ্রম সীমা ত্যাগ ক'রে, সুদূরে অপসারিত হও! নতুবা তোমার বিপদ হবে।

বলাসুর। মার্জ্জনা করুন মহর্ষি! ব'লেছি ত আমরা কর্ত্তব্যের দাস, তথা প্রভুর আজ্ঞার অনুচরমাত্র। কারও মনস্তাপ বা অভিশাপের ভয়ে, আমরা রাজাজ্ঞা পালনে পশ্চাদ্‌পদ হব না, ইতঃপূর্ব্বে গুপ্তচর মুখে সংবাদ পেয়ে, সপুত্র মহেন্দ্রাণী পথি মধ্যেই ধৃত কর্‌বার ইচ্ছা ছিল, মাত্র পথ ভ্রমে একটু বিলম্ব ঘটায়, তাঁরা আশ্রমে এসে উপস্থিত হ'তে পেরেছেন, অগত্যা আমরাও তাঁদের অনুসরণে, সসৈন্যে আশ্রমে আস্‌তেও বাধ্য হ'য়েছি। মাত্র আমরা এই ক'টী নয়, অন্যূন সহস্রাধিক সুশিক্ষীত রাজসৈন্য, আপনার আশ্রম সীমান্তে প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থান কর্‌ছে।

পুলস্ত। ওঃ, তবেই আর কি, তাই শুনে আমি একবার চম্‌কে উঠ্‌বো, না? ভয়ে একবারে এত টুকুটি হ'য়ে যাবো কেমন? ভেবেছ বুঝি নির্ব্বোধ! তোমাদের খান কয়েক ঝক্‌ঝকে অস্ত্র শস্ত্র দেখে, আজন্ম তপঃনিরত ব্রহ্ম তেজোদ্দীপ্ত পুলস্ত, শঙ্কিত চকিত ভাবে, মাথা নিচু ক'রে, এ অপমান সহ্য কর্‌বে? মনে ভেবেছ বুঝি জ্ঞানান্ধ মহামূর্খ! শুধু অভিশাপ ব্যতীত নিরীহ এই ব্রাহ্মণগণের অন্য কোনও সম্বল নাই? অতি অসহায়

নিরীহ এই জাতিটার আত্মরক্ষার মত অন্ততঃ এতটুকুও স্বকীয় সামর্থ নাই ? কিন্তু না, ইচ্ছা কর্‌লে তারা সব পারে, এখনও বল্‌ছি সাবধান ! শীঘ্র সম্মুখ হ'তে অপসারিত হও।

বলাসুর। ইচ্ছা হ'লে আপনি আমাদের রোষানলে দগ্ধ করুন ! কিন্তু তবুও আমরা, কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট হ'তে পার্‌বো না। এ বিষয় আর কালবিলম্বও কর্‌তে পারি না, ক্রুটী মার্জ্জনা হয় ! সৈন্যগণ ! অবিলম্বে জয়ন্তকে, বন্দী ক'রে, বল পূর্ব্বকই ল'য়ে চলো !

পুলস্ত। [সরোষে] কি, বল পূর্ব্বক ল'য়ে যাবে ?
ওঃ ব্রহ্মণ্য দেব ! শুনছো শুনেছো—
এ গর্ব্বীত বচন দাম্ভিক দৈত্যের ?
দেখেছো দেখেছো এই ভীষণ অত্যাচার ?
দেখ্‌ছো তুমি সবিতৃমণ্ডল মধ্যবর্ত্তী
হিরণ্ময় দ্যুতি জোতি বিগ্রহ !
দানবের সুভীষণ অত্যাচার এই ?
সবলে কাড়িয়া লবে আশ্রিতে আমার ?
না না—অসহ্য, অসহ্য, অতীব অসহ্য,
বিন্দুমাত্র নাহি ধৈর্য্য আর মম আজ।
ওঠো ওঠো সুপ্ত ব্রহ্মতেজ ! প্রলয় আকারে
উপযুক্ত প্রতিফল দাও এ দাম্ভিকে।
হই যদি প্রকৃত ব্রাহ্মণ আমি নিজে,
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দে আত্মহারা—
অকপট আজন্ম সাধক,
তবে যাও, এ মম ছিন্ন জটা হ'তে,
[ক্রোধে জটা উৎপাটন করিয়া]

ভীমরূপী কৃত্যা বহু লইয়া স্বজন,
অচিরায় বিদূরীত করুক সুদূরে
অত্যাচারী স্পর্দ্ধিত এ দানব সকলে।

সহসা নানারূপ ভীষণাকৃতি কৃত্যাগণের সসস্ত্র ভাবে
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

কৃত্যাগণের—　　গীত

মার মার মার মার কাট কাট কাট কাট
ধর ধর ধর ধর সব ধররে ধর।
হাঁউ মাউ খাঁউ দত্যি বেটাদের গন্ধ পাঁউ,
দম বন্ধ ক'রে মার ব্যাটাদের
মুণ্ড কেটে গলায় পর ॥
দুমা-দুমা-দুম লাগাও কিল,
চটাস চাপড়ে আঁচড়ে কামড়ে,
লেগে যাক্ দত্যি ব্যাটাদের দাঁতে পিল,
লাথির চ'টে পিলে ফেটে
চ'লে যাক্ ব্যাটারা যমের ঘর ॥

বলাসুর। কোন চিন্তা নাই এতে শোনো বীরগণ!
ধরো অস্ত্র প্রাণ পণে করহ সমর।
অমিত প্রতাপে সুদুর্জ্জয় শর চাপে
মহাবলে অপদৈবী মায়াজাল যত
সুদূরেতে বিদূরিত করো অচিরায়।

[উভয় দলের ঘোরতর যুদ্ধ ও প্রস্থান।

পুলস্ত। কিছুমাত্র শঙ্কা নাই দেবেন্দ্র কুমার!

নিশ্চিতে লভিবে বিশ্রাম আশ্রমে মম,
এসে সাথে অচিরায় কোন চিন্তা নাই।

[জয়ন্তকে লইয়া পুলস্তের প্রস্থান।

উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে বলাস্থরের প্রবেশ।

বলাস্থর। ছারখার—ছারখার হ'লো বুঝি হায়!
ওঃ! কি ভীষণ ব্রহ্মতেজ অত্যুগ্র অমোঘ।
কি প্রচণ্ড ব্রাহ্মণের দুর্ব্বার প্রভাব,
মুহূর্ত্তে স্বজিত যাহে হেন অভিনব
অনিবার্য্য উগ্রবীর্য্য অপদেবী দল।
ভীতিপ্রদ কি ভীষণ মূরতি সবার,
অশ্বমুখ গজমুখ কেহ বানরের প্রায়,
নরসিংহাকৃতি কেহ সমরে দুর্ব্বার,
মুহুর্মুহু হুহুঙ্কারে কাঁপায় গগন,
কেহ বা উল্লাসে অট্ট অট্ট হাসে,
নখাঘাতে ছিঁড়ে মুণ্ড দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ,
খণ্ড খণ্ড করি রোষে সর্ব্বাঙ্গ সবার
উদ্দণ্ড তাণ্ডবে মত্ত বিভীষিকা দল,
অসহ্য অতীব আর সহ্য নাহি হয়।
ঐ ঐ গেল গেল হায়—হায়—সব গেল
ছিন্ন ভিন্ন বিপর্য্যস্ত বাহিনী আমার,
বুঝিয়াছি এ সমরে কারও নাহি ত্রাণ।
বুঝিলাম অতি তুচ্ছ ভুজবল হায়!
অতীব নগণ্য এই দানব শকতি

ব্রহ্মতেজ সর্ব্বধ্বংসী সবার প্রধান।
অতএব কেন আর শক্তি অপচয়?
অবিলম্বে এ সংবাদ দিতে রাজধানী,
যেতে হবে, রণে আর প্রয়োজন নাই।
বীর মোরা বীর রণে দিতে পারি প্রাণ,
ভূত যুদ্ধে সিদ্ধ নহি তাহে পরাজয়ে—
তাহে পরাজয়ে কিছুমাত্র নাহি অপমান।

[দানবগণের রণে ভঙ্গ দিয়া প্রস্থান।

কৃত্যাগণের তাহাদের অনুসরণ।

(যুযুৎসু কৃত্যাগণের পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন)

১মঃ কৃত্যা। কৈ—কৈ কোথা পাপ দৈত্য আর কেহ নাই।
কিন্তু, এখনও ত কিছুমাত্র রণ আশা
মিটে নাই এ সমরে আমা সবাকার।
কি করিব?
কোথা যাবো কার সনে করিব সমর?
কৈ—কৈ ঋষি, কোথা জন্মদাতা,
কেন বা সৃজিলে বৃথা আমা সবাকারে?
বলো শীঘ্র বলো, রণসাধ কেমনে মিটাব?
কার বক্ষ বিদারিয়া রক্ত পানে পূরাব বাসনা?
উপাড়িয়া হৃদপিণ্ড আনিব কাহার?
দাও দেখাইয়া প্রতিদ্বন্দ্বী কোথা বা মোদের?
তা না হ'লে ছারখার করিব সংসার,
রসাতলে সুনিশ্চয় পাঠাব ধরায়।

প্রমত্তভাবে ইতঃস্তত পরিক্রমণ গর্জ্জন হুঙ্কারাদি
অদূরে কমণ্ডলু হস্তে পুলস্তের ও জয়ন্তের
প্রবেশ।

পুলস্ত। (কমণ্ডলু বারি করতলে ধরিয়া)
শান্তি ! শান্তি ! শান্তি !
হও শান্ত কৃত্যারূপী মহাবলী চয় !
অচিরে মিটিবে এ রণ আশা তোমা সবাকার।
এবে কিছুকাল স্থিরভাবে লভগে বিশ্রাম,
সুবিস্তীর্ণ উত্তর মেরুর মাঝে, থাকিয়ে প্রচ্ছন্ন।
আশু চলিলাম আমি, ত্রিপুর দহন তরে
উদবুদ্ধ করিবারে দেব শুভঙ্করে।
অবিলম্বে তাঁহারি নেতৃত্বে, ধ্বংসীবারে
ত্রিপুরস্থ দানব সকলে, ভীতিপ্রদ ধ্বংসকারী
সুভীষণ বাধিবে সংগ্রাম ;
সেই কালে তোমরাও সে সমরে হ'য়ে প্রাদুর্ভূত,
প্রাণভরি খেলিও সংহার খেলা,
দেবকার্য্য সহ হবে তাহে জগতের কল্যাণ সাধন,
সার্থক হইবে জন্ম কেন পরিতাপ ?

১মঃ কৃত্যা। (প্রণামান্তে) যথাদেশ জন্মদাতা ! এস ভাই সব !

[কৃত্যাগণের অভিবাদনান্তে প্রস্থান ৷

পুলস্ত। এস মম সাথে তুমি দেবেন্দ্র নন্দন !
থাকুন নিশ্চিন্তে এ আশ্রমে দেবীমাতাগণ,

সর্ব্বক্ষণ তপঃশক্তি মম সর্ব্বরূপে
তাঁহাদের করিবে রক্ষণ।
আশু যাবো আমি কৈলাস শেখরে
ত্রিপুর দাহন হেতু জাগাইতে দেব মহেশ্বরে,
ইচ্ছা হ'লে এস সাথে তুমিও কুমার!

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

কৈলাস ধাম।

দ্বারপথে ত্রিশূল স্কন্ধে নন্দীকেশের পরিক্রমণ

নন্দী। মহাযোগে বসিবেন যোগী মহেশ্বর।
অতএব সাবধান হে বিশ্ব প্রকৃতি!
অতি স্থির, ধীর, সন্তর্পণে বহে যাও
বিনম্র সুগতি। স্তব্ধ থাকো
স্থাবর জঙ্গম জড়, জীব আদি,
জাহ্নবী হৃদয়াঙ্গম, জগদাদিজ,
অজ, জানি যোগ মগ্ন আজি।
সুসংযত হও হে অনীল!
মৃদু-মন্দ গন্ধ-সহ হ'য়ে প্রবাহিত
সাবধানে পরশিও শ্রীঅঙ্গ তাঁহার;
সুনির্ম্মল নীলাকাশ মেঘমুক্ত হ'য়ে,
প্রশান্ত সুশান্তিময় থাকো একভাবে,
ভবারাধ্য-ভব-ধব, ভবানী-ভাবন
যতক্ষণ রহিবেন নিমগন যোগে।

অদূর হইতে ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে
শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। না-না, হ'লোনা সাধনা,
না নন্দী চিত্ত স্থির হ'লোনা আমার।
যোগাসনে বসিব কেমনে?

অস্থির চঞ্চল প্রাণ, প্রতিক্ষণে ধায় যেন,
কোথাকার করুণ আহ্বানে।
যেন এক ভক্তিভরা-সম্মিলিত করুণ ক্রন্দন,
অনুক্ষণ পশে মম শ্রবণ বিবরে।
ধ্যান আশে মুদিত নয়ন,
ভেসে উঠে নয়ন সম্মুখে, চিত্রবৎ
বহুতর ম্লান মুখ ছবি, কে ইহারা ?
ওঃ! বুঝিয়াছি দেবতা সকল।
ঐ ঐ যেন বিষন্ন মলিন মুখে
দেবীমাতাগণ, ফেলি অশ্রু দর্‌দর্ ধারে,
সকাতরে ডাকিছেন মোরে,
কেন হেন ভাবান্তর ?
পুনঃ কি ঘটিল সংসারে আবার ?

অদূর হইতে বলিতে বলিতে দেবী গৌরীর প্রবেশ।

গৌরী। তবু ভাল, মনে প'ড়েছে ঠাকুর! এতক্ষণে, জগৎ সংসারের কথা স্মরণ হ'য়েছে কি ? আজ সংসারের খুবই সৌভাগ্য দেখতে পাচ্ছি, বিপন্ন দেবদেবীর, করুণ আহ্বানে, আজ ভোলানাথেরও ভুল ভেঙ্গেছে দেখ্‌ছি।

শঙ্কর। কৈ আর ভুল ভাঙ্গ্‌লো গৌরি! যে ভুল ভাঙ্গ্‌বে ব'লে, সব ছেড়ে স্বয়ং চৈতন্যরূপিণীর আশ্রয় সার কর্‌লাম, তাতে ভুল্ ত ভাঙ্গলোই না, অধিকন্তু আবার "পাগল" ব'লে অখ্যাতি রট্‌লো। "ভোলানাথ" ত তবু ছিল ভাল। এ যে "উন্মত্ত" খ্যাতিই রয়ে গেল।

গৌরী। সেটা বোধ হয়, প্রেম, ভাব আর জ্ঞানের দিক্ দিয়ে কেমন জাহ্নবী হৃদয়ঙ্গম!

নন্দী। এ কথার অর্থ কি? "প্রেম, ভাব, জ্ঞানের দিক দিয়ে" কি মা?

গৌরী। বুঝ্‌তে পার্‌ছো বাবা! পিতা তোমার বল্‌ছেন, উনি উন্মত্ত, তা হ'লেই সেটা, প্রেমোন্মত্ত, ভাবোন্মত্ত, আর জ্ঞানোন্মত্তই বুঝ্‌তে হবে নাকি? নইলে সকল সময় শুধু বাজে পাগ্‌লামী হ'লে কি আর, এত বড় জগৎ ব্রহ্মাণ্ডের কর্ত্তাগীরি চল্‌তে পার্‌তো? অতদূরের কথাতেই বা আবশ্যক কি? প্রত্যক্ষ এইটাই বুঝে দেখনা কেন; বলি ভক্তের বেলায়ত কৈ কখনও একরত্তিও ভুল ভ্রান্তি থাকে না, তখন যে পরমানন্দময়, আত্মস্থ সদানন্দ স্বরূপ, অভ্রান্ত-বরদ-বিগ্রহ। তখন ত কৈ পাগ্‌লামীর কিছুমাত্র ছিটে ফোঁটাও দেখা যায় না।

বলিতে বলিতে জাহ্নবীর প্রবেশ।

জাহ্নবী। [অদূর হইতে] সত্য, যা ব'লেছ দিদি! তবে হ্যাঁ, সত্যকথা বল্‌তে হ'লে, সে দিকেও মাঝে মাঝে, একটু আধটু ঘোরের আভাস পাওয়া যায় বৈকি, কেন না, বরদান কালে, কোনও ভক্ত যদি ব'লে বসে যে, "ঠাকুর! তোমার নিজের ঐ মুণ্ডটি কেটে, আমার হাতে দিতে হবে" তা'তে উনি কি বল্‌বেন জানো দিদি! তথাস্তু।

শঙ্কর। হুঁ! আজকার আয়োজন তা হ'লে বিশেষ গুরুতর ব'লেই মনে হ'চ্ছে। সবাই যুক্তি ক'রে এসেছেন দেখ্‌ছি, আমায় অনুযোগ দিতে। নইলে বর দান ত ছোট কথা, যাঁরা শুধু দু' ফোঁটা চ'খের জলের সঙ্গে, একবার মাত্র "মা!" সম্বোধনে, মুক্তি পর্য্যন্ত দিয়ে ফেলেন, তাঁরাই এলেন আমার বরদানের অনুযোগ দিতে।

গৌরী। না-না, অনুযোগ দিতে কেন শুভঙ্কর! তবে হ্যাঁ, যুক্তি



গৌরী। তবু ভাল, মনে প'ড়েছে ঠাকুর!

ত্রিপুরা'র (১ম অঙ্ক ২য় গর্ভাঙ্ক—১৫ পৃষ্ঠা

ক'রে আসা অবশ্য মিথ্যা নয়। কিন্তু সে শুধু প্রভুকে আবেদন জানাতে; জগতের অমঙ্গলের, এই অত্যাচারের প্রতিকার প্রার্থনা কল্লে।

শঙ্কর। কিসের অমঙ্গল গৌরি? কি অত্যাচার? আর কেই বা সে অত্যাচারী?

জাহ্নবী। ভক্ত গো! ভক্ত; আপনারই পরম ভক্ত। সেই যে তারকাসুরের তিন ছেলে, বর প্রভাবে যারা এখন ত্রিপুরের অধিকারী।

শঙ্কর। ওঃ! বুঝেছি, কিন্তু আমি কি তা'দের বর দিয়েছিলাম গৌরী?

গৌরী। না, বর অবশ্য বিধিদত্তই বটে। কিন্তু তা'দের বধের উপায় যে, একমাত্র আপনারই হাতে।

শঙ্কর। অন্যায় অনুরোধ ক'রোনা অর্পণে! নিজে ভক্তপ্রাণা, হ'য়ে, ভক্তাধীন শঙ্করকে, ভক্তের প্রাণ সংহারের অনুরোধ ক'রো না পার্ব্বতি! ভক্ত যে আমার প্রাণ। আমায় আত্মঘাতী হ'তে বল শঙ্করি?

গৌরী। না—না, শঙ্করী সে কথা বল্‌বে কেন শুভঙ্কর! তবে অনেকেই সেই আবেদন জানাতে এখানে এসেছেন। চতুর্ব্বেদ ও যজ্ঞগণ সঙ্গে দেবগণ উপস্থিত, অনেক ঋষি তপস্বীও তাঁদের সঙ্গে এসেছেন। তবেই ভক্ত ত আপনার সবে, ঐ তিনটী-ই নয়, এদিগেও ত অবশ্য সান্ত্বনা দিতে হবে? তাই বলছি শুধু।

শঙ্কর। তাইত, সত্যই মহাসমস্যার বিষয়। যাই হোক্, তারক পুত্রেরা কি, শ্রৌতত্য স্মার্ত্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ ক'রে, বেদ বিদ্বেষী হ'য়ে উঠেছে?

গৌরী। ঠিক ততদূর না হ'লেও, তার "সূচনা" হ'য়েছে শুনেছি,

বৈদিক ক্রিয়া লুপ্তের ও যাগ যজ্ঞাদি ধ্বংসের চেষ্টা করছে। যাক্, আমাকে আর, এ বিষয়ে অধিক কিছু বল্‌তে হবে না, [নেপথ্য নির্দ্দেশে] ঐ আগত ওঁদের মুখেই সব শুন্‌তে পাবেন।

পুলস্ত প্রমুখ ঋষিগণ সঙ্গে, চতুর্ব্বেদ ও যজ্ঞগণের শঙ্করের স্তোত্র গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

যজ্ঞগণ। দেব-দেব দীন জনে চাও কৃপায়।
মোরা নির্য্যিত দুর্জ্জয় দৈত্য দ্বারায়॥

১মঃ বেদ। নমঃ নগেন্দ্রহারায় বিষাশনায় ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়,
নিত্যায় শুদ্ধায় জিতান্তকায় তস্মৈ "ন"কারায় নমঃ শিবায়॥

যজ্ঞগণ। দেব দেব দীন জনে চাও কৃপায়,—(ইত্যাদি)
মন্দাকিনী পুষ্কর বীজমালা-বিভূষিতায় প্রমথেশ্বরায়,
ত্রিলোকনাথায় দিগম্বরায় তস্মৈ "ম"-কারায় নমঃ শিবায়॥

যজ্ঞগণ। দেব দেব দীন জনে চাও কৃপায়,—[ইত্যাদি]

৩য় বেদ। শিবায় গৌরীবদনাব্জ বাল-সূর্য্যায় দক্ষধ্বর নাশকায়,
শ্রীনীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায় তস্মৈ "শি"-কারায় নমঃ শিবায়॥

৪র্থ বেদ। বশিষ্ঠ কুম্ভোদ্ভব গৌতমায্য মুণীন্দ্রবর্য্যার্চ্চিত শেখরায়,
চন্দ্রার্ক বৈশ্বানর লোচনায় তস্মৈ "বা"-কারায় নমঃ শিবায়॥

১মঃ বেদ যজ্ঞস্বরূপায় জটাধরায় পিনাকহস্তায় সনাতনায়,
দিব্যায় দেবায় তমোহরায় তস্মৈ "য"-কারায় নমঃ শিবায়॥
দেব দেব দীনজনে চাও কৃপায়, মোরা নির্য্যিত দুর্জ্জয় দৈত্য দ্বারায়॥

শঙ্কর। বড় সুখের কথা পুলস্ত্যাদি ঋষি সকল, আজ চতুর্ব্বেদ ও যজ্ঞগণ সঙ্গে, আমায় দেখা দিতে এসেছেন।

ব্রহ্মা, বাসব, জয়ন্তাদি সহিত, বলিতে বলিতে
বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। না—না, দেখা দিতে নয় শুভঙ্কর! বলুন দেখা পেতে। দাস কি প্রভুকে দেখা দিতে পারে? আমরা সকলেই সেই প্রভুর দেখা পেতেই এসেছি।

শঙ্কর। [উঠিয়া] হরি হরি! আজ সুপ্রভাত আমার। স্বয়ং নারায়ণ, বিরিঞ্চি, বাসবাদি সহ, দীনের কুঠিরে উপস্থিত। কেন? কি উদ্দেশ্যে?

বিষ্ণু। দায়ে ঠেকে, দায়ে না প'ড়লে কি কেউ গুরুর দ্বারে এসে মাথা খুড়তে চায়? দায়ে প'ড়েছি, গুরুর চরণ সার ক'রেছি।

শঙ্কর। অথবা শিষ্যেরই দায় দেখে, দয়াময় জগদ্‌গুরু নারায়ণ তাকেই দয়া ক'রে দেখা দিতে এসেছেন, এই বা "নয়" কেমন ক'রে বলি?

কমলা সহ বলিতে বলিতে বাণীর প্রবেশ।

বাণী। দোহাই বাবা! তোমাদের ওসব আদরের বিবাদ, ঐ কথা কাটাকাটি এখন রেখে দাও! কোটী কল্পেও ত ওর মীমাংসা হবে না, তোমরা কে যে গুরু, আর কেই বা শিষ্য, তা বোধ হয় তোমরাও ঠিক বল্‌তে পারো না, [ব্রহ্মা নির্দ্দেশে] আবার উনিও বোধ হয় এখনি বল্‌বেন, "আমি শিষ্য, গুরু ওঁরা"। ও সব ছেড়ে দিয়ে, আসল কার্য্যের উপায় স্থির হোক্।

শঙ্কর। এই যে তোরাও এসেছিস মা!

কমলা। কি করি আর? মা, বাবা ত মেয়েদের দেখা দেবেন না,

মেয়েদের এসে, মা বাপের দেখা পেতে হবে। তা ছাড়া, নিজেদের বিশেষ কোনও দুর্গতি না ঘট্‌লেও অংশরূপা দেবীগণের দুর্গতির কথা শুনে, বুকে বড় ব্যথা বেজেছে বাবা!

শঙ্কর। ওঃ! তোরাও ঐ কথাই বল্‌বি? করুণাময়ী মা হ'য়ে, তবুও বল্‌বি তোরা, সেই ভক্ত নিধনের কথা? বল্‌বি পিতাকে, পাষাণী মেয়েরা! আত্মহত্যার কথা?

বাণী। সে কি! না না। না দিদি! [কমলাকে] এর উপর আর কথা আছে কি? না বাবা! তা হ'লে আর আমরা তোমায়, কোন কথাই বল্‌তে চাই না। যাক্‌, আমরা আপনাদের দেখ্‌তে এসেছি, তাতে ত কোনও দোষ নাই?

শঙ্কর। ঐ ত, অভিমানের সুর, ঐতেই ত সব ভুলিয়ে দিস্‌ মা! ঐ ছল ছল চোখে চেয়ে, পাষাণকেও যে তোরা গলিয়ে ফেলিস্‌। [বিষ্ণু প্রভৃতির প্রতি] হ্যাঁ-হ্যাঁ, তোমরাই বা, এমন সুযোগে নিশ্চিন্ত কেন? একবারে সকলে মিলে একসঙ্গে, মহামায়া বিস্তারে, শঙ্করের বুঝবার শক্তি পর্য্যন্ত ভুলিয়ে দাও। তা নইলে বুঝি পার্‌ব না, ভক্তধীন নাম ধ'রে, ভক্তের এমন সর্ব্বনাশ কখনই কর্‌তে পার্‌ব না। আরাধ্য দেবতা হ'য়ে তাদের প্রাণ গ্রহণে, কিছুতেও সক্ষম হবনা। কিন্তু [দেবগণের প্রতি নিরীক্ষণে ভাবান্তরে] এ দিকেও এদের দিকে চাইলেও, ওঃ! না না, হয় না, এ বড় বিষম চক্রান্ত, এ চক্রান্ত হ'তে ভক্তরে! বুঝি আর তোদের রাখ্‌তে পারি না।

গৌরী। আমি ত এ পরিতাপের কোনও কারণ দেখি না, তারা যখন অপরাধী কেন সাজা পাবে না?

শঙ্কর। সহস্র অপরাধী হ'লেও, তারা প্রকৃত ভক্তিমান, একমাত্র আমাকেই আরাধ্য জ্ঞানে, যথাবিধি পূজা অর্চ্চনা ক'রে থাকে। আরও

তাদের ধ্রুব বিশ্বাস, যে, আমি জীবমাত্রেরই জীবন স্বরূপ পরমাত্মা. সুতরাং আমি কারও শত্রু হ'তে পারি না, সেই বিশ্বাসের বশেই ত তারা বর গ্রহণকালে মৃত্যুর হেতু নির্দ্দেশ ক'রেছিল যে, দেব দেব শঙ্কর, যদি শত্রুভাবে, অসম্ভাব্য রথে অলৌকিক অস্ত্র ধ'রে অভিজিৎ মুহূর্ত্তে পুষা নক্ষত্রে চন্দ্রের স্থিতিকালে, এক বাণে ত্রিপুর ধ্বংস করেন, তবেই—তবেই তাদের সংহার হবে ; কেমন এই নয় বিরিঞ্চি ?

ব্রহ্মা। আপনার অজ্ঞাত আর কি আছে জ্ঞানময় ! সবইত জানেন, এদিকেও সকলই বুঝতে পার্ছেন, এতে যা বিহিত ব্যবস্থা মনে করেন, আমাদিগে সেইরূপই উপদেশ দিন।

বিষ্ণু। এ বিষয়ে, কেন যে শুভঙ্কর এরূপ দ্বিধা বোধ কর্ছেন, কেনই বা তাদের হত্যাকে আত্মহত্যা বলে মনে কর্ছেন, তাত আমি কিছুই বুঝতে পার্ছি না। শিষ্টের পালনার্থ দুষ্টের দমন ত অবশ্য কর্ত্তব্য জানি। যদি এদের কয়েকটির নিধনে, অসংখ্য ব্যক্তি বিশেষের শান্তি রক্ষা হয়, ব্যষ্টীর সংহারে সমষ্টী রক্ষা পায়, তা হ'লে স্বয়ং জগদ্‌প্রভুর কি কর্ত্তব্য সে ক্ষেত্রে ?

শঙ্কর। বল্‌তে পারো নারায়ণ! বল্‌তে অবশ্য পারো বটে, কিন্তু তবুও ভক্ত ভক্ত। বড় আশার, বড় ভালবাসার। না না, হবে না, অন্ততঃ তাদের বিশেষ কোনও ক্রটী, তা শুধু জগৎ সম্বন্ধে নয়, সাক্ষাৎ আমার সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ক্রটী ব্যতিরেকে, আমা হ'তে এ কার্য্য কখনই হবে না।

অদূর হইতে, বলিতে বলিতে দেবর্ষি নারদের প্রবেশ।

নারদ। হরি হরি! ঠিক সময়ে উপস্থিত হ'য়েছি তা হ'লে। বহুভাগ্যে আজ অতি শুভক্ষণে এখানে এসে, এই অপূর্ব্ব সম্মেলন সন্দর্শনের

১৮৬৮

অধিকারী হ'লাম। যাই হোক্, আগে প্রণাম ক'রে ধন্য হওয়া যাক্। কিন্তু এ ক্ষেত্রে একে একে কতক্ষণে প্রণাম সম্পূর্ণ করবো? ইচ্ছা হ'চ্ছে, এই পবিত্র স্থানে, মুক্তির এই মহামিলন ক্ষেত্রে, প্রাণ ভ'রে একবার গড়াগড়ি দিয়ে উঠি। [মধ্যস্থলে দণ্ডবৎ প্রণাম]

শঙ্কর। এস! এস নারদ! আচ্ছা, তুমিও বলো দেখি বৎস! একক্ষেত্রে আমার কি কর্ত্তব্য?

নারদ। সে কথা বুঝি আবার আমাকেই ব'লে দিতে হবে? বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের কারণ-কর্ত্তা দিগে, এই নারদকেই বুঝি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দিতে হবে? ওঃ বুঝেছি, এক্ষেত্রে দাসকে বোধ হয়, কিছু বাড়াবার উদ্দেশ্য, অতএব বলি, এ বিষয়ে এমন কোনও উপায় উদ্ভাবিত হয় নাকি? যাতে তারা বাধ্য হ'য়ে, অনাদিনাথের নিকট অপরাধী হ'য়ে ওঠে? এমন কৌশলই অবলম্বন করা হোক্, ঘোর মায়াজালে, বিষম পরীক্ষা সঙ্কটে ফেলে, ভ্রাতৃদ্বয় সহ দৈত্যরাজকে, সত্যচ্যুত ধর্ম্মভ্রষ্ট করবার সুযোগ অন্বেষণ করুন।

বিষ্ণু। উত্তম যুক্তি। তাইত বলি, এসকল বিষয়ে নারদের বহুদর্শীতা অত্যন্ত অধিক। কোনও চিন্তা নাই, অচিরায় তাদের পরীক্ষা সঙ্কটে ফেলে, সেইরূপ অপরাধেই বাধ্য করছি। আপনি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকুন, ভবনাথ! এ বিষয়ে আর অন্য কোনওরূপ অসম্মতির কারণ নাই ত?

শঙ্কর। না, তারা সত্যচ্যুত, ধর্ম্মভ্রষ্ট হ'লে আর অসম্মতির কারণ কি? তবে সকলেই আপনারা জানেন অবশ্য? ভিকারী আমি, বাহনের মধ্যে সেই বুড়ো সাঁড়টী, মহাসমরের উপযোগী রথের অভাব, সারথীও নাই। আর অস্ত্র ত মাত্র ত্রিশূলটী।

ব্রহ্মা। সে জন্য চিন্তার কোনও কারণ নাই। আমি বিশ্বকর্ম্মার

দ্বারা, দেব যক্ষ পর্ব্বত পৃথিবী আদির আংশিক সমাবেশে, এক অসম্ভাব্য রথের স্থষ্টি কর্‌বো, আর সারথী আপনার স্বয়ং আমি।

বিষ্ণু। তা হ'লে আমিও ভীষণ শররূপে, দেব দেব শুভঙ্করের ক'রে শোভা পেতে ইচ্ছা করি।

১মঃ বেদ। এতে চতুর্ব্বেদ আমরা, সেই রথের অশ্ব হবার আশা করি।

ব্রহ্মা। শুধু এই সকলই যথেষ্ট নয়, আগত মহাসমরে, স্বয়ং ধরিত্রি দেবাদিদেবের রথ, চন্দ্র সূর্য্য রথচক্র, বিন্ধ্য ও গন্ধমাদনাদি পর্ব্বত সকল রথের পৃষ্ঠাবয়ব, নাগরাজ অনন্ত অপর রথাঙ্গ, গায়ত্রি ও সাবিত্রি অশ্বরজ্জু, স্বয়ং বাসুকী ধনুমর্ব্বি হ'য়ে, দেবকার্য্য সাধন কর্‌বেন।

বিষ্ণু। তবে আর চিন্তা কি দেবগণ! এতদিনে, দেবতার সকল দুর্গতির অবশেষ; যখন স্বয়ং অনাদিনাথ, স্বীকৃত হ'য়েছেন, তখন তাদের ধ্বংস, হ'য়েই গ্যাছে, মনে করো না। বর্ত্তমানে আমি, যে কার্য্যের ভার নিয়েছি, তাতে নারদ! তোমার সাহায্য বিশেষ আবশ্যক। তুমি, সর্ব্বদা দানব সভায় উপস্থিত থেকে, তাদের বিভিন্ন পথে চালাবার, কৌশল অবলম্বন কর্‌বে, গন্ধর্ব্বরাজ চিত্রসেন গায়করূপে, এবং কিন্নর দম্পতি, কঙ্কন, ঝঙ্কার, দানব রাজান্তপুরে থেকে, আমাদের কার্য্যের, সাহায্য কর্‌বে, চলো দেবগণ! আজ বড় অনন্দের দিন, সুতরাং সবাই মিলে, গাইতে গাইতে যাই চলো।

[সকলের পূর্ব্বের গীত, দেব দেব দীন জনে চাহ কৃপায়
গানটি গাহিতে গাহিতে প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ত্রিপুররাজধানী, কাঞ্চনমহল—প্রমোদ উদ্যান পথ।

অগ্রে বলিতে বলিতে ঝঙ্কারময়ী, তদ্‌পশ্চাতে
কঙ্কনের প্রবেশ।

ঝঙ্কার। ওগো! হ্যাঁ—হ্যাঁ—হ্যাঁ! রেখে দাওনা ও সব বুজরগী, বলি এখনও কি, (উভয় নির্দ্দেশে) এই পরস্পরের, কেউ কাউকে চিন্তে বাকী আছে নাকি? পেয়েছ হাঁকা-গোঁয়ার দত্যি মুনিব, খুবই বাহাদুরী খাটিয়ে নিচ্ছ। নাচ গানের এরা, কিই বা জানে? কিন্তু দেশে? সেই কিন্নর লোকে? সেখানে কার বেশী সুখ্যাতি?

কঙ্কন। আজ্ঞে আপনার, এই শ্রীল শ্রীযুতা ঝঙ্কারময়ীর, কিন্তু সেকাল আর আছে কি মাণিক! তোমার সেই, "তেরকেলে" আদিত্যের আমলের নাচ্‌না, আজকালকার সভ্য সমাজে চলে কি? সেই, সেই—দেখাব নাকি? [ব্যাঙ্গ সুরে], এক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, আর হাত মুখের এমনি (দেখাইয়া) নানা-ন ভঙ্গী। ও সব চলে কি? আজকালকার নাচ্‌ আর সেই, "ধিতিং ধিতিং ধেই ধেই" নয়। এখন দস্তুর মত কলা সম্মত, নিত্য নূতন পরিবর্ত্তন, তা জানো কি?

ঝঙ্কার। এই আর কি, আমি একবারে খাস রসাতল থেকে, সবে উঠে এসে, এইমাত্র এখানে এসে দাঁড়িয়েছি কিনা, বলি চির-দিনই ত এক সঙ্গে, একই কাযে সমানই কাটাচ্ছি, তুমিও দায়ে প'ড়ে, নিজে কিন্নর হ'য়ে, দত্যির দাসত্ব কর্‌ছো, ওরই মধ্যে, অবিশ্যি

একটু জোর কপাল যে, যা তা নিচ কাযে লাগায়নি, নিজের জানা শোনা, রুচী সম্মত, নাচ্ গানেরই সর্দ্দারী দিয়েছে, নেচে গেয়ে, ভালই কাটাচ্ছ। আর আমিও ত সঙ্গ ছাড়িনি, কাছে থেকে নিত্য সব দেখ্‌ছি শুন্‌ছি, এক সঙ্গেই নেচে গেয়ে, হুকুম তামিল কর্‌ছি, সেই আমি হলাম, "তেরকেলে" আদিত্যের আমলের? বলি নাচ্ গানে, তুমি একবারে, আমার ধারণাতীত রকমের এক দিগ্‌গজ পুরুষ নাকি? হুঁ? বলি পা ফেলেই দেখাও না দেখি, কোন কস্‌রৎটাতেই আমি পেছিয়ে পড়ি।

কঙ্কন। ওঃ! সে কথায় কায কি? জানি জানি, তুমি মহা এক আজগবি, আসমানী নাচুনী, অসাধারণ রকম ওস্তাদণী, একবার গান ধর্‌লেই, অমনি একদিক্ দিয়ে দড়ী হাতে অমুক ভায়া, আর একদিক্ দিয়ে, লগুড় স্কন্ধে, কাঁকুড়ের খেতওয়ালা, কর্ত্তার যুগপৎ সরোষে আবির্ভাব, তখন আর কি? বুঝতেই পার্‌ছো, উত্তম, মধ্যম, অধম, যায় 'অধমাধম" পর্য্যন্ত, কিছুই আর ফাঁক যাবে না, বুঝচ কি না?

ঝঙ্কার। হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি বৈকী, কিন্তু জুড়ীদারটী তাতে বাদ যাবেন কি?

কঙ্কন। হুঁ! দায়ে ঠেক্‌লেই জুড়ীদার, তখন জানান কেবল, নানা-ন আব্দার, আর অন্য সময়, [মানাভিমানাদির আঙ্গিক অভিনয়] এই এমনি, সেই তেমনি, মহা পায়া ভারি।

ঝঙ্কার। ওঃ! বুঝেছি, নেহাৎ ঝগ্‌ড়া কর্‌বার ইচ্ছে, পেটের মধ্যে কুঁহুলে নাড়ী, মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠ্‌ছে না? তা সেদিকেও, বড় সুবিধে নেই, তা জানো ত? বলি মানো ত? আমি ঝঙ্কার?

কঙ্কন। আর তুমিও মানো ত? আমিও কঙ্কন? বলি আগে কঙ্কন,

তার পরে ত ঝঙ্কার? কঙ্কন না হ'লে, আর কিসের ঝঙ্কার? এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের? (প্রদর্শন)

ঝঙ্কার। (অভিমান স্বরে) অ্যাঁ! এত হেনেস্থা? ওমা! আমার মরণ হয় না? স্বামী হ'য়ে বুড়ো আঙ্গুল দেখানো? না, আর আমি এখানে থাক্‌বো না, কারও সঙ্গে কথাটীও কইব না, যে দিকে দু' চক্ষু যায়, তাই চ'লে যাবো।

কঙ্কন। আর আমারও এই দু' হাত, যাকে সাম্নে পাবে, ঠিক্ এমনি ধারা ধ'রে রাখ্‌বে। (ধারণ) তাও কিন্তু ঠিক ব'লে দিচ্ছি।

ঝঙ্কার। (হাত ছাড়াইবার দৃষ্টত চেষ্টা) না, যাও! ভাল লাগেনা বল্‌ছি।

কঙ্কন। এইত মাণিক! একটা কথার ঘা, সইতে পারো না, তামাসার চ্ছলে, স্বামী-স্ত্রীএ অমন দু' এক কথা হয় নাকি? তাতেই অম্নি চোখ জোড়া ছল্‌ছলিয়ে, মুখময়, "অমাবশ্যা" মাখিয়ে, হুঁ! সাবাস্ বটে, ঐটি তোমাদের মেয়ে জাতটারই, দস্তুর মত সাধা বিদ্যে, ঐ অভিমানে, মুখভার আদি।

ঝঙ্কার। কেন হবে না? উনি তুচ্ছ কথা নিয়ে, যা তা বল্‌বেন, আপনার জন হ'য়ে বুড়ো আঙ্গুল দেখাবেন, বলি কেন গা! কি এত অপরাধ ক'রেছি শুনি?

কঙ্কন। (মাথা নাড়িয়া) উঁ হুঁ হুঁ, তা নয়, অপরাধ টপরাধ, কারও কিছু নেই। অন্য একটা মৎলব আছে, শুন্‌বে তবে? তোমায় একটু তাতিএ নিচ্ছি।

ঝঙ্কার। অবাক্! সে আবার কি?

কঙ্কন। বুঝতে পার্‌ছো না? আজ নাচ গান, একটু দস্তুর মত খাটাখাটুনী দরকার, জানোত? আজ এখানকার ছোট রাজার

"বিজয়োৎসব" তাঁর প্রথম স্বর্গজয়ের স্মরণীয় দিন, প্রতি বছরই, এই দিনটি ধ'রে, এ উৎসব হ'য়ে আস্‌ছে, আজ সেই দিন, তা তোমরা ত, আবার শরীর না তাত্‌লে, তেমন তর খাটো না, তাই একটু তাতিয়ে নিচ্ছি।

ঝঙ্কার। দেখ একবার! কথা শুনে হাসিও আসে, আবার ইচ্ছে করে কাঁদিও। আচ্ছা থাক্, আর তোমাকে তাতিয়ে নিতে হবে না। অত ক'রে জানানরও দরকার নেই, আমরা সে উৎসবের জন্য তৈরিই আছি। আচ্ছা, আজকার আসরে আমার নির্ব্বাচিত সেই গানটিই, প্রথমে, নর্ত্তকীদিগে গাওয়ানো হবে ত?

কঙ্কন। নিশ্চয়, তা'তে কি আর কথা আছে? ঐ বুঝি তারা সেই গানখানিই গাইতে গাইতে আস্‌ছে। চলো তবে আমরাও তৈরী হ'য়ে আসি।

ঝঙ্কার। না, তা হচ্ছে না, আগে তোমায়, একা, ঐ গানের পাণ্টা জবাব গাইতে হবে। গানটাও তোমার জানা আছে অবিশ্যি, কেমন?

কঙ্কন। অবিশ্যি অবিশ্যি, নিশ্চয়ই, তা আর জানা থাক্‌বে না, কুচ্ পরোয়া নেই, আমি দস্তুর মত রাজী। গুণ নেই নাকি? এস না, আজ রীতি রকম ভাবে দেখিয়ে দিচ্ছি।

উভয়ের প্রস্থান, অন্য পথে নর্ত্তকীগণের
গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

গীত

কুঁড়ি উঠ্‌লো কেন শিহরি।
কার পরশে কিসের আশে, পাঁপ্‌ড়ী খুলে মুচ্‌কি হেসে,
চায় আড় চোখে ঐ দূর আকাশে লজ্জা সরম পাসরি॥

দম্‌কা এসে পাগ্‌লা হাওয়া
আদর সোহাগ বিলাইতে চায়,
ছুলিয়ে মাথা ফুলরাণী মানা করে তায়,
উপযাচক ভোম্‌রা বঁধুর, গুন্ গুনিয়ে মরা শুধু,
গরবিনী একটিবারও ফিরে নাহি চায়,
লক্ষ যে তার লক্ষান্তরে তাই চেয়ে ঐ শশধরে,
তার কিরণ মাখি হর্ষ ভরে শুধু স্পর্শ সুখে হাবুডুবু,
মেতে মাতায় গন্ধ বিতরি ॥

[গাহিতে গাহিতে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

অন্যপথে সপ্রতিভ সহাসমুখে কঙ্কনের প্রবেশ ।

কঙ্কন । [গুরুগম্ভীর গবেষণা ব্যঞ্জক, মুখ ভঙ্গীমায়, শিরঃ সঞ্চালনে] ব্যাস্! আর কি? ঠিক হ'য়ে গ্যাছে । এর পাল্‌টা গাইব, তাতে আবার কথা কি? বলি ও গানের ভাবটি ত হ'চ্ছে, এই যে, চাঁদকে দেখে ফুলের কুঁড়ি ফুটে উঠে, তারই পানে চেয়ে আছে, মলয় হাওয়া কালো ভোম্‌রা. কাকেও আর আমল দিচ্ছে না, কিন্তু না, আমি বল্‌ছি দিতেই হবে আমল. ফুলকে বাধ্য হ'য়ে । নিশ্চয়ই, আমি একবারে হেঁকে বলে যাচ্ছি যে ;—

গীত

মধু কিন্তু ভোমরা বঁধুর একচেটে ।
চাঁদই উঠুক মলয়ই ছুটুক, মধু পাবেনা কেউ এক ছিটে ।
যার পরশেই পাপড়ী খসুক. আড় চোখে ফুল যাকেই দেখুক না,
ও দেখাই শুধু, শশধরে ছুঁতেও পার্‌বে না ;
পাবে শেষে ঐ পায়েপড়া, উপযাচক কাল ভোমরা
দেখে মর্‌বে সবাই বুক ফেটে ॥ [ভোম্‌রার মধু পান]

করুন। [গীতান্তে সাভিবাদনে একটু হাসিয়া] হুঁ-হুঁ ! কেমন কিনা ? সব বলুন দয়া ক'রে, অবশ্য মন রাখা, ঢাকা চাপার, কোনও আবশ্যক নেই। আফ্‌সাফ্‌ দিল্‌ থেকে যা বার হ'য়ে আসে, তাই ব'লে ফেলুন না। আচ্ছা, এখনকার মত এই পর্য্যন্ত, আবার শীঘ্রই ফের দেখা হ'চ্ছে। এখন ওদিকে দেখুন সব ! আরও কত রকমারি উপস্থিত হ'চ্ছে। হেঁ হেঁ বুঝেছেন কি না ?

[প্রস্থান।

"অনিমা"র হাত ধরিয়া বলিতে বলিতে

কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমল। এ উৎসব নহেক আমার ;
তোমারই উৎসব সতি !
বিজয়ও তোমারই।
আনন্দ প্রতিমা মম চির উৎসবরূপিণী,
কমনীয়া সাকারা কল্যানি !
ধ্যানে ধরি এই তব পবিত্র মূরতি,
ল'য়ে বুকে দীপ্তি জ্যোতির্ম্মতি
শুভেচ্ছার বর্ম্ম আঁটি অভেদ্য তোমার,
জিনিয়াছি দেবতা গন্ধর্ব্ব আদি,
স্বর্গ মর্ত্ত্যে ল'ভেছি বিজয়।
অতএব সে বিজয় প্রাপ্য তব,
উৎসব এ তোমার।

নমিতা। পার্থিব এ উৎসবের কাঙ্গালিনী নহে দাসী তব।
স্বামী যার তোমা হেন সর্ব্ব গুণাধার,

মঙ্গল আনন্দ মূর্ত্ত অনিন্দ্য সুন্দর
অভিষ্ট বিগ্রহ হেন বিরাজেন অনুক্ষণ হৃদিমাঝে যার,
বাহিরের আড়ম্বরে কিবা কায তার ?
আমি ত বাসনা করি অন্য সব পরিহরি,
এক ধ্যান, একই জ্ঞানে হইয়া তন্মনা
অনুক্ষণ একাসনে ব'সে থাকি,
আত্মহারা সেবিকার প্রায় ;
যতক্ষণ সে সৌভাগ্য না হয় উদয়,
হে আরাধ্য দেবতা আমার !
কেন বা সময় বৃথা যায়, হউক সদ্ব্যয় ;
ব'সো প্রভু আসনোপরি এই,
পার্থিব এ উপাচারে প্রেমপূজা
সেবিকার লহ প্রেমময় !

হাত ধরিয়া, কমলাক্ষ্যে আসনে বসাইয়া দিয়া, নিজে পদ নিম্নে গললগ্নিবাসে, করোযোড়ে উপবেশন।

নর্ত্তকীগণের গাহিতে গাহিতে প্রবেশ।

নর্ত্তকীগণের— গীত

মরি মন্দ্য মধুর মলয় মেদুর
বহু দূরের বারতা এনেছে।
জোছনার মৃদু স্নিগ্ধ পরশে,
অতীতে জাগায়ে তুলেছে ॥
আজ মনে হয় বঁধু তোমায় আমায়,
চির বাঁধাবাঁধি শুধু আজকার নয়,

তাই হৃদয় আসনে তোমায় বসায়ে
পূজিব যতনে প্রেম ফুল দিয়ে,
তৃষিত আকুল রহিব চাহিয়ে,
প্রাণ তোমাকেই বেছে নিয়েছে ॥

[গীতান্তে নর্ত্তকীগণের প্রস্থান ।

অনুবলের হাত ধরিয়া রাজ্ঞী ধনিষ্ঠার প্রবেশ ।

ধনিষ্ঠা । [অদূর হইতে] কমল ! এই নাও ভাই ! অনিমা ! এই ধ'রো বোন ! তোমাদের এই সোহাগের আদুরে ছেলেটি, নিজেদের কাছে রেখে দাও ! ওর, এত নিত্য নূতন, আদরের খোট্, আমি, কুলাতে পারব না ভাই !

অনিমা । সে কি ! অমন কথা বলোনা দিদি ! ত্রিপুরাধিপতি-গণের একমাত্র কুলপ্রদীপ, প্রাণাধিক অনুবলের, কোনও সাধই, অপূর্ণ থাকৃতে পারে না, আর কিই বা এমন, চাঁদ খাওয়া, নক্ষত্র গায়ে পরার, খোট্ই বা ও ধরে ? তা বেশ, তুমি বিরক্ত হও, এখন হ'তে অনু আমাদের কাছেই থাকৃবে ।

কমল । [সহাস মুখে] তা বই কি, মনে বুঝেছ বৌদিদি ! উনি মার চাইতে বেশী ভালবাসে, [ইঙ্গিতে] ঐযে, কি একটা কথা, তোমরা বলোনা ? সেই তাই হ'তে চান্ ; কেমন কিনা ?

ধনিষ্ঠা । [অনুযোগ স্বরে] কমল ! ছিঃ ভাই ! ও কথা কি বল্তে আছে ? তুমি ভারি কটুভাষী হ'য়েছ দেখ্ছি, তোমার শাসন আবশ্যক, বড় দুঃখ কমল ! তুমি আমার এই সোণার প্রতিমাটিকে, আজও ঠিক চিন্তে পারলে না, ওর পক্ষে, ও কথা একবিন্দুও অত্যুক্তি নয়, সত্য সত্যই অনিমা, আমার চেয়েও অনুকে বেশী ভালবাসে ।

ওর সম্বন্ধে সে প্রবাদ বাক্য, নিতান্তই মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'য়েছে। দেখতে পাওনা কি ভাই! ঐ অতটুকু তরুণীর বুকের মাঝে, কতবড় এক সুপরিণতা মহিমাময়ী মাতৃমূর্ত্তি বাস করে? তাকে কারও উপেক্ষা কর্‌বার উপায় নাই কমল! সুতরাং অনুর প্রতি এ ভালবাসা ওর অতি স্বাভাবিক। তার মাতৃত্বের ও সম্পূর্ণ অধিকারিণী।

অনুবল। কেমন শুন্‌লে ত ছোট মা! এখন হ'তে আমার যা কিছু দরকার সে সব তোমার কাছেই চাইব। মা ত স্পষ্টই বল্‌লেন, আমি অদূরে, তার উপর তুমিই যদি এ সব না শোনো, তা' হ'লে কিন্তু ভাল হবে না।

নমিতা। [নতমুখে] অনুবল! বাবা! আমায় আর কিছু বলিসনে, আমার কোনও ক্ষমতা নেই, শুনচ্ছিস্ নে, আমি কে? তোকে ভালবাসার আমার অধিকার কি? কে আমি? তোর গর্ভধারিণী নইত, আমি ডাইনি।

কমল। [অনুনয় জ্ঞাপক ইঙ্গিতে] অনিমা! যাক্ ও কথা, অনু কি চায় বৌদিদি! এমনই কি দুষ্পূরণীয় আকাঙ্ক্ষা তার? যাতে স্বয়ং সম্রাজ্ঞীও এমন উত্যক্তা হ'য়ে উঠেছেন?

অনুবল। সে বেশী কিছু নয় কাকা! আমার কাঙালী ভোজনটার, একটা ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া, একটা বেশ বড় রকম কাঙালী ভোজন লাগাব, মনে ক'রেছি কিনা, সঙ্গীদের সব ব'লেও দিয়েছি, কাল থেকে, এক সপ্তাহ, আমার সেই কাঙালী ভোজন চল্‌বে, যেখান থেকে যত দুঃখী অনাথ আসুক, সবাই মনের মত খাওয়া দাওয়া ত পাবেই, যাবার সময়ও সবাই ভাল রকম বিদায় পাবে।

কমল। এই কথা? আর সত্যই তুমি এরই জন্য কি, অনুকে, অনুযোগ দিচ্ছিলে বৌদিদি! পুত্রের এ হেন গৌরবময় সদ্ব্যয় ইচ্ছা,

এ যে, মায়ের পক্ষে পরমানন্দের কথা, ও বুঝেছি, আমাদের খুব আন্তরিক ভালবাসো কিনা, তাই নিজের এই সুদুর্ল্লভ আনন্দের অংশ দিতে এসেছ, হাঁ, ঠিক তাই।

নমিতা। দিদি বোধ হয় অনুর মুখে সেই দরিদ্রসেবার গানখানি শুনেন নি, অনু! গাও না বাবা! তোমার সেই প্রাণ ঢেলে, দরিদ্র সেবার গানখানি।

অনুবল। শুনবে কাকা! তোমাদের সেই সেন মহাশয় শিখিয়ে দিয়েছেন।

কমল। চিত্রসেন শিখিয়েছেন, কৈ গাও দেখি, কেমন শিখতে পেরেছ শুনি।

অনুবলের— গীত

আমি প্রাণ ঢেলে দিয়ে পারি যেন ওগো!
দুঃখী ও পীড়িতে সেবিতে।
তাদের কিছুও অভাব মিটায়ে যেন গো,
পরিতৃপ্তি অতুল লভিতে॥
সঞ্চিত তাদের বুকেরই বেদনা
কিঞ্চিত হৃদে এ লইতে,
বঞ্চিত যেন নাহি হই কভু
তাদের অঞ্চলে আঁখি মুছাতে,
তবে ত তৃপ্তি অতুল জীবনে,
ধন্য হব এ মহীতে।

কমল। অতি সুন্দর গান, মহান্ উচ্চ পবিত্রভাব। সঙ্গীত বিদ্যায় চিত্রসেন অদ্বিতীয়, তার শিক্ষা দানও সার্থক হ'য়েছে। যাক্, বাবা অনু! তোমার ঐ কাঙালী ভোজনের ভার আমার উপরই রইল। আজ

হ'তে সপ্তাহকাল, দুঃখী দরিদ্রের জন্য, রাজভাণ্ডার মুক্ত থাকবে, যত দরিদ্র, ভিক্ষুক আসুক সবাই তোমার আশানুরূপ, আহার, বিদায়ী সবই পাবে। সর্ব্ব প্রযত্নে আগত দুঃখীর দুঃখ দূর করা হবে।

অদূর হইতে বলিতে বলিতে হীনবেশ

চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। তা হ'লে, সব প্রথমেই আমি এক জন্মদুঃখী, তোমাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত।

সকলে। [সাশ্চর্য্যে] কে? কে এই বালক?

চিন্তামণি। বড় গরিব, মা বাপ হারা অনাথ ছেলে। শুনেছি এ রাজ্যের যিনি মহারাণী তিনি বড় দয়াময়ী, [অগ্রসর ও সকলকে নিরীক্ষণ রাজ্ঞীর প্রতি] দেখে শুনে, মনে হ'চ্ছে, মা! তুমিই রাজ্যের মহারাণী, আমার কেউ নেই মা, তাই তোমার কাছে এসেছি।

ধনিষ্ঠা। কে বাবা তুমি? আমরি মরি! কি সুন্দর ভালবাসা মাথানো মুখখানি, কিন্তু কৈ দারিদ্রের কোন চিহ্নই ত তোমাতে দেখতে পাচ্ছি না, দুঃখীর ছেলের এমন সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর রূপশ্রী হ'তে পারে না, না বাবা! তাত' হয় না, ছোটঘরে তোমার মত ছেলে ত হ'তে পারে না।

চিন্তামণি। হ্যাঁ মা! তা মিথ্যা বলোনি অবিশ্যি, তা ছোটঘরের ছেলেও ত নই আমি, বামুনের ছেলে, তবে বড় গরিব।

ধনিষ্ঠা। তা হ'লে, তোমার মা বাপ আছেন?

চিন্তামণি। আঃ কপাল! তা হ'লে আর দুঃখ কি? আর যাচ্‌তেই বা আস্‌বো কেন এমন পরের দুয়ারে। মা বাপ, এখন ত নেই-ই তা ছাড়া কোনও দিনই যে ছিলেন, তাত মনে হয় না, আমি ত

জ্ঞান হ'য়ে অবধি, লোকের দোরে দোরে, ঘুরে বেড়াচ্ছি। কিন্তু কেউই মনের মত ভালবেসে, বেশী দিন কাছে রাখে না। তারপর একজন পাকাচুলে, ঢেঁকী চড়া ঋষি, এখানকার কথা ব'লে দিলেন, এখানকার মহারাণীর দয়ায়, কারও নাকি কোনও অভাব থাকে না, তাই শুনে একটা ভালরকম আশ্রয় পাবো বলে এখানে এসে শুনলাম, মহারাণী মা এইখানেই আছেন, এতক্ষণে ঠিক তাঁর কাছে উপস্থিত হ'য়েছি। আমায় বিমুখ ক'রে ফিরিও না মা! আর চাইও না আমি বেশী কিছুই। নিশ্চিন্তে দুটি খাব দাব, আর তোমার ছেলের সঙ্গে খেলা করবো। আর তোমাকে, শুধু তোমাকে কেন, তোমাদের সবাইকে মা ব'লে ডাকবো, আর নিত্য নিত্য গান শোনাব।

অম্বুবল। তুমি গান গাইতে পারো? বেশ, তা হ'লে খাসা হবে, কৈ, গাও দেখি একখানি।

চিন্তামণি। আচ্ছা তা গাইছি, তবে এমন গান গাইতে হবে, যার সঙ্গে, আমার নিজের অবস্থা অনেকটা খাটে।

চিন্তামণির—　　　　গীত

আমি বেড়াই ঘুরে দ্বারে দ্বারে।
যে যার ব্যস্ত আপনার নিয়ে, আমায় আর কে দেখে ফিরে॥
পাব বলে ভালবাসা, কত আশার আশে আসা,
মেলেনাক ভালবাসা, বাস করিব কি ক'রে;
মুখে সবাই বলে এস এস, বুকে নাই সে কিন্তু ভাবের লেশও
ভুলে একটু ডেকে ফেলে, পরেই ঠেলে দেয় গো দূরে॥

ধনিষ্ঠা। অতি সুন্দর স্বর্গীয় সুকণ্ঠ। তোমার মত ছেলের, সর্ব্বত্রই আদর হওয়া উচিত। কিন্তু কেন যেন, তবুও কেমন সন্দেহ

হ'চ্ছে। তোমার মত, সুলক্ষণ সম্পন্ন ছেলের, কেন এমন দুঃখ, তা বুঝতে পারছি না। আর চিন্তে ত অবশ্য পারবই না।

গাহিতে গাহিতে চিত্রসেনের প্রবেশ।

গীত

এ মানুষ চিন্তে পারা বড় দায়।
শুধু দেখা শোনার চেনা নয় গো,
বলছি আসল চেনা কিসে যায়॥
অজানিত গূঢ় তত্ত্ব, এই জীবই ব্রহ্ম চিন্তাতীত,
চিন্ময়ী প্রকৃতি ধ'রে, হও চিদানন্দে সমাহিত,
ধরতে হ'লেই হবে ম'রতে, আগে চিনিয়ে পরে হবে চিন্তে—
তবেই মানুষ পারবে চিন্তে, কিনতে মূল্যে পারের উপায়॥

কমল। একটু দাঁড়ান গন্ধর্ব্বরাজ! বালক! আমার কাছে এস! [চিন্তামণি নিকটে আসিলে] আমার দিকে ভাল ক'রে চাও দেখি! [আমূল বিশেষ নিরীক্ষণে] না না, তা ত' হ'তে পারে না। এই অসাধারণ রূপলাবণ্য, ঐ অশেষ চাতুর্য্য জ্ঞাপক চটুল চাহনি, উদ্দেশ্যবিহীন হ'তে পারে না, আমার বোধ হয়, তুমি কোন ছদ্মবেশী! কেমন গন্ধর্ব্বরাজ! আপনার কি অনুমান?

চিন্তামণি। থাক্ থাক্! আর কাউকেই কিছু বলতে হবে না, বুঝতে পেরেছি। সব জায়গায়ই, সেই এক কথা, আমায় নাকি দুঃখীর ছেলের মত দেখায় না, ওগো! রোগই ত আমার ঐ, নইলে আর, আশ্রয় কোথাও পাব' না কেন? তা ওটাও আমার এই কপালের দোষ যখন গরিবের ঘরে জন্মেছি, নিজের পেট চালাবার মতও ক্ষমতা নেই। তখন খুবই কালো কুৎসিত, হওয়াই আমার পক্ষে ভাল ছিল। তা কি করবো, তাতে ত আমার নিজের কোনও হাত

ছিল না, এতে তোমাদের ইচ্ছে হয়, আশ্রয় দাও, না হয় যেমন এসেছি, তেমনি ফিরছি। আর হবে না? [চিত্রসেন উদ্দেশ্যে] উনি আবার চিন্তে পারা-টারা, যে সব হেঁয়ালী গাইলেন, তা বেশ, আমার এক দোর বন্ধ, হাজার দোর খোলা, ভিক্ষা মেঙ্গে খাবো, তার আর অত ভয় কি? আচ্ছা, তা হ'লে আমি যেতে পারিত, মা!

ধনিষ্ঠা। না কমল! কেন তুচ্ছ কথায় সন্দেহ করছো, ভাই! ছেলে মানুষ, তার আর এমন কি উদ্দেশ্যই বা হ'তে পারে?

কমল। ছেলে মানুষ, তারই বা এমন প্রমাণ কি? ছদ্মবেশীও হ'তে পারে, মহারাণি!

ধনিষ্ঠা। তা হ'লেও আশ্রয়প্রার্থি, আশ্রিত পালন যে পরমধর্ম্ম, তাই বা কিরূপে ত্যাগ করি? আরও দৃষ্টতঃ যা দেখছি, তাতে ছেলের মা হ'য়ে, এই মা হারা ছেলের কাতর আবেদন, কেমন ক'রেই বা অগ্রাহ্য করতে পারি? না বালক! তোমায় বিমুখ হ'য়ে ফিরতে হবে না, তুমি নিশ্চিন্তে এখানে থাকো। তোমার কোনও অভাব অবশ্য থাকবে না, তবে উপস্থিতে সবাই কিছু সন্দিগ্ধ, তাই সঙ্গে সঙ্গে, তোমায় অন্তঃপুরে স্থান দিতে পারছি না। এখন কিছুদিন তুমি, ঐ গন্ধর্ব্বরাজের সহিত একত্রে, সমান আদরেই সুখে কাল কালকাটাও, ক্রমে সকলের সন্দেহ একটু মন্দীভূত হ'লে, মহারাজের অনুমতি পেলে, অন্য ব্যবস্থা সম্ভব হবে।

কমল। হাঁ, এ ঠিক মহারাণীর উপযুক্ত ব্যবস্থাই হ'য়েছে বটে। আমি আসি বৌদিদি!

[প্রস্থান।

ধনিষ্ঠা। আমরাও যাই চলো অনিমা! এস অনু! গন্ধর্ব্বরাজ! উপস্থিত আপনিই বালকের অভিভাবক রইলে।

[অনিমা ও অনুবলের সহিত রাজ্ঞী

ধনিষ্ঠার প্রস্থান।

চিন্তামণি। [চিত্রসেনকে] তা হ'লে আপনিই ত আমার, দেখা শোনার অভিভাবক হ'লেন ? তা ভালই হ'লো, আমার গান টান শেখার খুব সুবিধা হবে।

চিত্রসেন। থাক্, আর কায কি ও কথায় ? বলি, শিখ্‌বার ? না শিখাবার ? আর অভিভাবক যে কে কার, তা ত' দেখামাত্রেই বুঝে নিয়েছি ; বলি, চিত্রসেনও ওদের মত ভুলবে নাকি ? যাক্, জিজ্ঞাসা করি, এ ভাবের উদ্দেশ্য কি ?

চিন্তামণি। ক্রমেই সে সব জান্‌তে পার্‌বে। এখন সাজটী কেমন হ'য়েছে বল দেখি ?

চিত্রসেন। চমৎকার, কিন্তু যার চক্ষু আছে, সেই দেখ্‌বে, যদিও ভিখারীর বেশ, তবুও রাজরাজেশ্বরের চিহ্নগুলি সর্ব্বাঙ্গেই ফুটে উঠেছে। বর্ণ কালো বটে, তবুও তাতে আলো হ'য়েছে, বিশেষ ঐ অলৌকিক শ্রীমুখ মাধুরী, ভুবনমোহন বাঁকা চাহনি, ভক্তের চোখেও অচেনা থাকে কি ? এখানেতে আর কেউই নেই, এ সময় একবার মুক্তকণ্ঠে গেয়ে উঠতে পারি নাকি যে ;—(বলিয়াই গান)

গীত

অভিনয় দেখাতে ভাল নবভাবে সেজেছ'।
কিন্তু কালবরণ, চিরবাঁকা নয়ন লুকাতে কৈ পেরেছ'।

মরি সেইত সেইত তেমনি সুঠাম,
বরণ উজ্জ্বল নব দুর্ব্বাদল শ্যাম,
ললিত ললাম নয়নাভিরাম,
গতি মন্থর অতি সুন্দর সুঠাম,

"মরি"—

অধরং মধুরং বদনং মধুরং নয়নং মধুরং হসিতং মধুরম্
হৃদয়ং মধুরং গমনং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্
বচনং মধুরং চরিতং মধুরং বসনং মধুরং বলিতং মধুরম্,
চলিতং মধুরং ভ্রমিতং মধুরং মধুরাধিপতেরখিলং মধুরম্।

"তুমি" যেমন ছিলে ঠিক্ তেম্নি আছ'
শুধু লোক ভুলানো বেশ পাল্টিয়েছো,
ঢেকে কৌস্তুভাদি কেয়রাঙ্গদ,
দীনবালক বেশটি ধ'রেছ'।

[গীতান্তে চিন্তামণিকে কোলে করিয়া,
চিত্রসেনের প্রস্থান।

———

দ্বিতীয় অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক

ত্রিপুর রাজসভা

সভাষদ্‌গণ সঙ্গে, খড়্গাহস্তের প্রবেশ।

খড়্গাহস্ত। (অদূর হইতে) সাবধান—সাবধান! খুব হুসিয়ার সভাষদ ভাই সব! কৈ? কৈ হে? পাঙ্খা চামরধারি! তাম্বুল করঙ্কবাহী, পান্থাপাল, কোষ্ঠিপাল, চৌরোদ্ধারনিক, বৃহদ্বলিক, বন্দীগণ, স্তাবকগণ, তূরীবাদক, ভেরীকোঁকক্, ডঙ্কা পেটক আদি হ'তে ইত্যাদিগণের দলবল? সব তড়ি-ঘড়ী হাজির হও! জানো, এ হ'চ্ছে ত্রিলোক-জয়ী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ, অখণ্ড প্রকাণ্ড অধিকার, ত্রিপুর অধিপতিগণের—অর্থাৎ আমার ভাগ্নেরাজাদের সভা, আহা! বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্।

১মঃ সভাষদ্। (ইঙ্গিতে অপরকে নিম্নস্বরে) ঐ, বুঝ্‌তে পাচ্ছো? পাকে-প্রকারে, ঐ "আমার ভাগ্নে" এইটি জানানই আসল কথা।

২য়ঃ সভা। চুপ্, আরে শোনোই না রগড়, আচ্ছা হস্তমশাই। এঁরা কি আপনার আপন ভাগ্নে?

খড়্গা। নিশ্চয়ই, আপন বোলে আপন? একবারে সাক্ষাৎ মায়ের পেটের বোনের খাস কোঁকের ছেলে। ওদের বাপ যখন, সেই দেবতা ব্যাটাদের চক্রান্তে মারা প'ড়লো, তখন—ওহো! (সরোদনে) মনে হ'লে এখনও কান্না আসে; এরা তিন ভাই তখন, এই (দেখাইয়া) এত টুকু টুকু, এত টুকু টুকু।

২য়ঃ সভা। বটে? তারপর, তারপর?

খড়্গা। তারপর এই আমারই ঘাড়ে, অতি কষ্টে, খাইয়ে দাইয়ে বাঁচিয়ে রাখা, তারপর ঐ তপস্যা টপস্যা, তা এই আমারই যুক্তিতে, আবার এই যে, আজকাল দেবতা বেটাদের উপর কড়াক্কড়ী, তাও জানবে, হেঁ হেঁ, মদীয় টিপুনি। তা মান্যও করে তেম্নি।

১মঃ সভা। তা অবশ্য অবশ্য, এত হ'তেই হবে, মামা যখন।

খড়্গা। হেঁ হেঁ, শুধু মামা নয়, মামা অস্ত প্রাণ এদের।

১মঃ সভা। ঐ তুর্য্যধ্বনি, দানবরাজ আগত প্রায়।

খড়্গা। আহা বেঁচে থাক্। ভাগ্যে ভাগ্যে, আমার ভাগ্যে।

২য়ঃ সভা। যে আজ্ঞে, সেত জানি আমরা। এখন চুপ করুন।

খড়্গা। তোমরাই জানো বটে, (প্রহরী নির্দ্দেশে) কিন্তু ওরা না জান্‌তে পারে, তারপর ওরা ওরা? উই ওরা, সেই ওরা, ওরা, ওরা? কাজেই ব'লে দেওয়া উচিত নয় কি?

১মঃ সভা। আর বল্‌তে হবে না, ঐ যে, সবাই এসে পড়্‌লেন।

মন্ত্রী সুশারণ, সেনাপতি বলাসুর, তারকাক্ষ্য ও বিদ্যুন্মালীর প্রবেশ, সকলের যথাযোগ্য আসন গ্রহণ বন্দীগণের শিবগীতি।

গীত

ব্যোম ব্যোম হর শিব শঙ্কর
গঙ্গাধর গিরিজাধব।
গীর্ব্বান জ্ঞান গতিদ গিরীশ
নির্ব্বান দাতা মৃঢ় অজ-ভব॥
ভস্মভূষিত রজতঅঙ্গ, ভূত ভূজঙ্গ প্রমথসঙ্গ,
দুরিতারী দেব দহনানঙ্গ, রঙ্গনাথ নিত্য-বিভব॥

তারকাক্ষ্য। (আসন ত্যাগে) অনাদি অনন্তরূপী, বিশ্বপতি ভূত-ভাবন ভগবান শুভঙ্কর, আমায় রাজসিংহাসনের গৌরববর্দ্ধন উপযোগী শক্তি দান করুন! আমি, সেই অক্ষর পরব্রহ্মের আদেশ জ্ঞানে, যেন এই বিশাল রাজকার্য্যে সর্ব্বান্তঃকরণে অবহিত থাকি। অপক্ষপাত সূক্ষ্ম ন্যায় বিচার, নিস্বার্থ প্রজাপালক রাজার প্রকৃত সদ্ব্যবহার, তিনি আমার অঙ্গভূষণ ক'রে দিন। (উদ্দ্যেশ্যে প্রণামান্তে পুনঃ উপবেশন)

সকলে। জয় শুভঙ্কর। (উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে যে যার আসনাদি গ্রহণ)

তারকাক্ষ্য। ভাই বিদ্যুন্মালি! ঋষি পুলস্তের আশ্রম হ'তে, সেনাপতি বলাসুরের অপমানিত হ'য়ে প্রত্যাবর্ত্তনের কথা শুনেছ অবশ্য?

বিদ্যুন্মালী। আজ্ঞা হঁ্যা, অতি আশ্চর্য্য কথা, আমি ত এ প্রথমে বিশ্বাস করতেই পারি নাই। অমিত প্রতাপশালী মহাবীর বলাসুর, অপ্রতিহত সামর্থ যার, স্বয়ং প্রভঞ্জনকেও উপেক্ষা ক'রে অগ্রসর হ'য়ে থাকে, সেই বীরাগ্রগণ্য ত্রিপুর সেনাপতি, একটা ভেল্কি দেখে, খুব বেশী না হয় ভৌতিক কাণ্ডই বলা যেতে পারে, তাতেই অভিভূত হ'য়ে প'ড়ে, এ ভাবে,—অ্যাঁ! এ সত্য সেনাপতি?

বলাসুর। হাঁ, সম্পূর্ণ সত্য। সত্যই আমি লাঞ্ছিত, বিতাড়িত, সম্পূর্ণরূপে অপমানিত হ'য়েই ফিরে আস্‌তে বাধ্য হ'য়েছি। এখনও পর্য্যন্ত সে কাহিনী স্মরণ হ'লে, বিস্মিত স্তম্ভিত হ'য়ে পড়ি। অনুক্ষণ শুধু চিন্তা কর্‌ছি, কি সেই অলৌকিক দুর্ব্বার শক্তি, সেই বিশীর্ণ কঙ্কালাবশিষ্ট, তাপসের মধ্যে, কি অনৈস্বর্গীক, প্রলয়ঙ্করী ভৈরবী শক্তির তীব্র বিকাশ। সে ভেল্কি নয়—বীরবর! প্রকৃতই যেন বিশ্বধ্বংসী মহাশক্তির পূর্ণ আবির্ভাব। যাই হোক্, আমি আপনাদের মহান্ বীর গর্ব্ব খর্ব্ব ক'রেছি সন্দেহ কি? সুতরাং যথোপযুক্ত সাজা দিন, দানবেন্দ্র!

তারক। না না, এত অনুতপ্ত হ'তে হবে না বীর সেনাপতি!

আর তুমিও এতে বিন্দুমাত্র সম্ভ্রমহানী গণনা ক'রোনা বিদ্যুন্মালী! এ সেই (উর্দ্ধ নির্দ্দেশে) তাঁরই শক্তি। জানোনাকি স্বাবতই ব্রাহ্মণ প্রিয় প্রভু পঞ্চানন, অনুক্ষণ ব্রহ্মণ্যদেবরূপে, ব্রাহ্মগণের হৃদয়ে অধিষ্ঠিত, তবে যে দুর্ব্বার ব্রহ্মতেজে, সেনাপতি! তুমি এ ভাবে পর্য্যুদস্ত, সে স্বয়ং দেবাদিদেব শুভঙ্করের মহাশক্তির অনুপ্রেরণামাত্র। ব্রাহ্মণগণই সে শক্তির স্বতঃ সিদ্ধ পূর্ণাধিকারী।

বিদ্যুন্মালী। ওঃ! তাই ব'লে তাঁরা যথেচ্ছ ব্যবহার করবেন নাকি? যারা আমাদের চিরশত্রু, চিরদিন তাদেরই সহায়তায়, পুনঃ পুনঃ আমাদের উত্যক্ত ক'রে তুলবেন, তবুও আমরা কোনও কথা কইতে পাব না? না, ক্ষমা করবেন আর্য্য! অন্ততঃ আমি এ কথনই সহ্য করতে পারব না। চির পোষিত দুদ্দমনীয়া সে প্রতিহিংসার প্রতিকূলে কোনও অন্তরায় মান্‌বোনা, যে সব ধূর্ত্ত কপটাচারী দেববৃন্দের কূট কৌশলে, উদার দানব সম্প্রদায় চিরদিন মর্ম্মান্তিক উৎপীড়িত, ন্যায়তঃ প্রাপ্যাধিকার বঞ্চিত, অশেষ প্রকারে লাঞ্ছিত,—ওঃ! মনে হ'লে যেন শিরায় শিরায় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে যায়। যেন রুদ্ধ এক আগ্নেয় উদ্দীপনা, তীব্র বেগে ফুটে উঠে সব ছারখার করতে চায়, মুহূর্ত্তে হাহাকার উঠিয়ে, সংহার উল্লাসে ধেয়ে যেতে চায়। অনুমতি দিন আর্য্য! আমি স্বয়ং এই দেব শুভানুধ্যায়ী, তাপসের তপঃশক্তি পরীক্ষা করতে চাই। সেই আশ্রম হ'তেই দেবেন্দ্রনন্দনকে সবলে বন্দী ক'রে এনে, এই বিশ্বসংসারকে দেখাতে চাই, ত্রিপুরাধীপতির প্রদীপ্ত প্রতিহিংসা হ'তে দেবগণে রক্ষা করবার ক্ষমতা কারও নাই।

মন্ত্রী। এ নীতি উন্মত্ত উক্তি, তা আর সন্দেহ কি? বিদ্রোহীর আশ্রয় দাতাও অবশ্যই বিদ্রোহী পদবাচ্য। তাকে এ ভাবে প্রশ্রয় দিলে, রাজকীয় শাসন শক্তির প্রতি সাধারণের অনাস্থা ঔদাস্য হওয়াই সম্ভাবনা।

বলিতে বলিতে কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমল। তা হয়না অমাত্য শ্রেষ্ঠ! [ভ্রাতৃদ্বয়কে অভিবাদনান্তে] সিদ্ধ সাধক মহর্ষি পুলস্তের আদর্শ, সাধারণ জনগণে, কখনই প্রযুর্য্য হ'তে পারে না। আর আপনাকেও এ বিষয়ে জানাই মধ্যমাগ্রজ! আমাদের সে প্রতিহিংসার পাত্র কি ঐ জয়ন্ত বই আর কেউ নাই? আরও প্রকৃত প্রস্তাবে দেব নির্য্যাতনেরই বা, কি অবশিষ্ট আছে? স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত, স্বাধিকার বঞ্চিত, শেষে তাঁরা বনবাসী হয়েও, বনান্তরে বিতাড়িত, আরও তাদের উপর, কি কঠোর ব্যবহারের ইচ্ছা করেন?

বিদ্যুন্মালী। আমি ইচ্ছা করি? ওঃ! কমল! আমি কি ইচ্ছা করি জানো? ইচ্ছা করি, এমন একটা শক্তি পেতাম, যাতে, ঐ অমর শব্দটায়, অভিধান থেকে মুছে ফেলে দিয়ে, সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড হ'তে, দেবতার চিহ্ন পর্য্যন্ত লোপ ক'রে দিতে পারতাম, এমন একটা শক্তি পেতাম, যে, একটু কটমটীয়ে চাইলেই অগ্নি, দেবতা সকলের সমুদায় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ, দপ্ ক'রে জ্বলে উঠে, নিমেষে ছাই হ'য়ে যেতো। তা' হ'লে বোধ হয়, কতকটা ইচ্ছা পূরণ সম্ভব হ'তো। কেন, তুমিই কি জানো না ভাই! শুন নাই কি? দেব দৈত্যের ধারাবাহিক অতীত ইতিহাস? তারা এখন শুধু স্বর্গ হ'তে বিতাড়িত, কিন্তু নির্দ্দোষ দিতি সুতগণ, এই তোমার আমারই পূর্ব্বপুরুষগণ, ঐ দেবগণের অত্যাচারেই চিরান্ধকারময় রসাতল গর্ভে, কভু বা তুহিন সমাচ্ছন্ন মেরুপ্রদেশে, মৃতকল্প ভাবে, কি দারুণ যন্ত্রণা সহ্য করতে বাধ্য হ'য়েছে, তার তুলনায়, এরাই ত পরম সুখে কাল কাটাচ্ছে।

কমল। স্বীকার করি, কিন্তু সে প্রতিশোধের পাত্র, দেবগণ

মাত্র। নিরীহ ব্রাহ্মণের প্রতি পবিত্রচেতা তাপসের উপর, এ আক্রোশের কারণ কি?

বিদ্যুন্মালী। কারণ অতি সুস্পষ্ট, আক্রোশ নিতান্তই স্বাভাবিক। যেহেতু তিনি, সেই দেবতা বিশেষেরই প্রশ্রয়দাতা, আরও এক কথা, যুগান্তব্যাপী দেব দানবের চিরন্তন বিরোধীতায়, ব্রাহ্মণগণ, পক্ষপাত দোষে নিতান্ত দুষ্ট, আবহমানকাল, তাঁরা কেবল দেবতাগণেরই, শুভাকাঙ্খাতেই নিযুক্ত আছেন। এক গুরুদেব শুক্রাচার্য্য ব্যতীত, ব্রাহ্মণ ও ঋষিগণ মধ্যে, একটিও দানবের হিতচিকীর্ষু দেখাতে পারো কি? সুতরাং আর কতকাল সহ্য করি? তাই এবার আমি স্বয়ং সেই পুলস্ত আশ্রম অভিযানে প্রস্তুত হচ্ছি।

তারক। তারই বা, আবশ্যক কি বিদ্যুন্মালি? একটিমাত্র দেবকুমারকে বন্দী করায়, এরূপ আয়োজন, এতটা সময় ব্যয় না ক'রে, সমগ্র দেবদলের প্রতিকূলে, এ শক্তি প্রয়োগই ন্যায় সঙ্গত মনে করি। এরূপ ক্ষুদ্র আয়োজন নয়, প্রতিহিংসা প্রতিবিধিৎসায়, চলো সকলেই আবার, সেই প্রথম স্বর্গজয়ের অনুকরণে, প্রলয়ঙ্করী প্রমত্ত প্রভাবে, বিরাট অভিযানে বহির্গত হওয়া যাক্। ব্যক্তিগত পীড়নে কতটুকু তৃপ্তি? সমগ্র দেব সমাজের প্রতি আক্রমণ করা হ'ক্। ব্যষ্টী ছেড়ে সমষ্টীর উপর লক্ষ্য করো।

কমল। এ উত্তম প্রস্তাব, আমি সর্ব্বান্তকরণে, এর অনুমোদন করি। কিন্তু দেবগণের সন্ধান পাওয়ার উপায় কি? তারা সকলেই ত, ছদ্মবেশে, আত্মগোপন ক'রে আছে, সুতরাং নানাস্থানে ছড়িয়ে পড়ারই সম্ভাবনা, এরূপ অবস্থায়, আমরা কোন্ একটি স্থান, অগ্রে আক্রমণ করি?

তারক। অগ্রে অনুসন্ধান করো, তন্মধ্যে অধিক সংখ্যক দেবতা,

কোথায় একত্রে অবস্থান করছেন ? অগ্রে সেই স্থানই আক্রমণ করতে হবে।

জনৈক প্রহরীর প্রবেশ।

প্রহরী। [অভিবাদনান্তে] দৈত্যনাথ ! দেবর্ষি নারদ সভাদ্বারে দণ্ডায়মান।

তারক। উত্তম ! তাঁকে, সসম্ভ্রমে ল'য়ে এস !

প্রহরী। যথাদেশ।

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

তারক। হু ! দেবর্ষি নিশ্চয় কোন অভিসন্ধি ল'য়েই, শুভাগমন, হোক, আমরাও অবশ্য সতর্ক আছি, কি বলেন মন্ত্রীবর !

মন্ত্রী। সত্য, কিন্তু দৈত্যেশ্বর ! ঐ মহাপুরুষটির উপর আমার নিজেরই অত্যাধিক শঙ্কা, সতর্কতা, সকলেই যথাসাধ্য অবলম্বন করেন বৈকী, কিন্তু বহুদিন হ'তে, আমি অনেক ক্ষেত্রেই দেখে এসেছি, ঐ ঢেঁকীবাহন মহাপুরুষটির কাছে, কারও কোনও সতর্কতা, কিছুমাত্রও সার্থক হ'য়ে উঠেনি। বিশেষতঃ ওঁর, এরূপ অপ্রত্যাশিত শুভাগমন, আমি খুবই অমঙ্গলজনক অনুমান করি।

তারক। মঙ্গলামঙ্গল, [ঊর্দ্ধ নির্দ্দেশে] তাঁরই ইচ্ছা। কিন্তু শত হ'লেও অভ্যাগত অতিথি, তাঁর সাদর সম্ভাষণে বিন্দুমাত্র ত্রুটী না হয়, তাঁর প্রতি বিনয়নম্র মধুর সম্ভাষণে, অবহিত হও ভ্রাতৃদ্বয় !

অদূর হইতে বলিতে বলিতে দেবর্ষি নারদ
উপস্থিত হইলেন।

নারদ। ভক্তপ্রাণ শুভঙ্কর শ্রীশ্রীশঙ্করের শোভাময় উত্তোলিত বরদানব্যগ্রহস্ত ; ত্রিপুরাধিপতিত্রয়ের কল্যাণ করুন।

তারক। [আসন ত্যাগে] আসুন—আসুন দেব! আজ সুপ্রভাত আমাদের। ঐ আসন গ্রহণ করুন! (দেবর্ষি আসন গ্রহণ করিলে) এস ভাই! আমরাও বিধিনন্দনের শ্রীচরণে যথাবিধি প্রণত হই।

(সকলের প্রণাম)

নারদ। (সাশ্চর্য্যে চকিতে আসন ত্যাগে) আঁ্যা! এ কি দেখালে দৈত্যেন্দ্র! তুমি এতদূর মহৎ? এমন বিনয়, তোমাদের সকলেরই? ওঃ আমি বিশেষ আশ্চর্য্য হ'য়েছি, কেননা আমার শোনা ছিল যে, অতি দুর্দ্দান্ত ত্রিপুরাধিপতিত্রয় ঘোর দাম্ভীক, কিন্তু একি? আঁ্যা! আমায় স্তম্ভিত হ'তে হ'য়েছে, বাঃ, আমরি মরি! এ বিনয় দেবতাদিগের মধ্যেও অধিক দেখি নাই, বোধ হয়। সুন্দর, সুন্দর! বাঃ! আমি বড়ই তৃপ্ত হ'লাম। আশীর্ব্বাদ করি, বীরাবতার পূর্ব্বপুরুষগণের পদাঙ্কানুসরণে, জগন্মান্য হ'য়ে ওঠো!

খড়্গহস্ত। হাঁ্যা, হাঁ্যা! বলুন, বলুন, তাই বলুন ঠাকুর! আহা! বড় ভাল ছেলে বাবাজীরা আমার! আশীর্ব্বাদ করুন ঠাকুর! বেঁচে থাক্, বেঁচে থাক্! আমার শুধু দেখেই সুখ, ভাগ্নে আর ছেলে, ওত একই কথা, কেমন কিনা?

নারদ। ওঃ! আপনি বুঝি রাজ মাতুল?

খড়্গহস্ত। হেঁ-হেঁ-হেঁ! (অন্যান্যে) দেখো! জ্ঞানীলোকের অনুমানটা বুঝে নাও একবার! আজ্ঞে, তা আপনি, ঠিক্ ঠাওরাবেন—বৈকী, কিন্তু আমি সে কথা পাপ মুখে বল্‌তে পারি কি? আবার ভয়ও করে (সরোদনে) ভাঙ্গা কপাল যে, বলি, ভরসা ত কেবল, এই তিন রত্তি?

বিদ্যুন্মালী। আঃ! কি বল্‌ছেন আপনি?

খড়্গহস্ত। (সচকিতে) আঁ্যা! ওঃ! এ বল্‌তে নেই বুঝি? আচ্ছা

আচ্ছা বাবা! সম্বো দিও, বুড়ো মানুষ ত? হ্যাঁ হ্যাঁ ঠাকুর! বলুন, আপনিই বলুন।

নারদ। হ্যাঁ, তা বল্‌তে হ'লো বৈকী, যদিও অবশ্য, ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সৌজন্য দেখে মুগ্ধ হ'য়েছি। সুতরাং এমন সদাশয়গণের হিত চেষ্টাই অবশ্য কর্ত্তব্য। হ'লেনই বা তাঁরা দেবতা, তাই ব'লে, শুধু তাঁদেরই মাত্র, কল্যাণ কামনা আমায় কর্‌তে হবে, এমনই বা কথা কি? বলি দেবতা ও দানব, এক পিতার সন্তান ত? সুতরাং এরাই বা আমার পর কিসে? শোন বৎসগণ! আমি তোমাদের একটু সতর্ক হ'তে বল্‌ছি। জানি না, কি উদ্দেশ্যে, বহু দেবতা, বৈভ্রাজ কাননে মিলিত হ'য়ে, কি একটা গোপন পরামর্শে, নিযুক্ত আছে, অনুমান করি, তোমাদের সম্বন্ধেই হবে।

বিদ্যুন্মালী। [সাগ্রহে] কি বৈভ্রাজ কাননে, বহু দেবতা একত্রে মিলিত? ব্যাস্! এইত সন্ধান পাওয়া গেছে, আর্য্য! তা হ'লে অবিলম্বে, বৈভ্রাজ কানন উদ্দেশ্যেই অভিযান করা হোক্।

নারদ। অ্যাঁ! সে কি? ওঃ তা হ'লে নিশ্চয় বিষম ভুল ক'রে ফেলেছি। এ'দিগে সতর্ক কর্‌বার জন্য, তাদের সন্ধানটা প্রকাশ করা বেশ ভাল হয় নাই দেখ্‌ছি! তাই ত, এখন উপায়? কিন্তু দেখুন! এতদিন কি আর, তারা সেখানে আছে? না না, তা কথনই হ'তে পারে না।

তারক। এখন আর, বৃথা এ গোপন চেষ্টা দেবর্ষি! আমরা যে জন্য নিতান্ত উৎসুক ছিলাম, সর্ব্বশক্তিমানের অপূর্ব্ব কৌশলে, স্বতঃই সে সংবাদ, আপনার মুখ হ'তে, অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও বাহির হ'য়ে প'ড়েছে। সেনাপতি! অবিলম্বে বাহিনী সজ্জিত হোক্। বিশ্ববাসীর ভীতিপ্রদ, বিরাট দৈত্যবাহিনী, ঐ বৈভ্রাজ কাননাভিমুখে চালিত কর।

বিদ্যুন্মালী। ওঃ! কি আনন্দ, কমল! কমল! এস, সর্ব্বাগ্রে আমরা দু'ভাই, প্রস্তুত হ'য়ে বাহির হই। কি আনন্দ!

[বিদ্যুন্মালী ও কমলাক্ষ্যের প্রস্থান।

নারদ। তা' হ'লে, আমি এখন আসি, দৈত্যরাজ! ভুল যা হ'য়ে গেছে, এখন আর তার উপায় কি? [স্বগতঃ] যাক্ অতি সহজেই কার্য্য সিদ্ধি, বাঁকা ঠাকুরটি ত অনেক আগেই এসে, অন্তঃপুরে চেপে বসেছেন সংবাদ পেয়েছি, এ সময়, এদের তিন ভাইকে এরূপ একটা উত্তেজনায়, নাচিয়ে তুলে, রাজধানী ছাড়া ক'রে, দূরে আবদ্ধ রাখ্‌তে পার্‌লে, কার্য্যের অনেকটা সুবিধা সুযোগ পাবেন, আর এমনইত ঠাকুর আমাদের কাঁচপোকা, দয়া ক'রে একবার ধর্‌লেই ব্যাস্। যাই আমিও কষ্ট ক'রে একটু ঘুরে,সংবাদটা শুক্রাচার্য্যকে জানিয়ে আসি, সেই তুমুল কাণ্ডের সুচনাটা ক'রে রাখ্‌তে হবে। [প্রকাশ্যে] হ্যাঁ, তবে একটা কথা দৈত্যনাথ! আমার বুদ্ধির দোষে, যা হবার তাত হ'লো, কিন্তু তাদের কাছে, আমার একথাটা প্রকাশ না হয়, কেননা বড়ই বিশ্বাস করে তারা।

তারক। না না, সে জন্য কোন চিন্তা নাই মহাত্মন! আপনার আজকার এই সভাগমনই অপ্রকাশ থাকৃবে।

নারদ। জয় হোক্, দৈত্যেন্দ্রের বিজয় লক্ষ্মী অচলা থাকুন।

[প্রস্থান।

তারক। মন্ত্রীবর! রাজধানী রক্ষার ভার আপনার রইল। সভা ভঙ্গ হোক্। সেনাপতি! তুমি দুই অক্ষৌহিনী দানব সেনা ল'য়ে, বৈভ্রাজ

কানন সন্নিধ্যে শিবির স্থাপন করবে। আমরা তিন ভাই অগোণে তথায় মিলিত হবো।

[তারকাক্ষ্যের প্রস্থান।

মন্ত্রী ও সেনাপতি। যথাদেশ দৈত্যনাথ!

[উভয়ের প্রস্থান।

খড়্গহস্ত। তাই ত হে! আমাদের এদিকে কারও যে একটা উল্লেখই নেই দেখ্‌ছি। এদিকে সবাই ত, মায় চুনো পুঁটী অবধি, যে যার কেরদানী ঝেড়ে গেলো, ঐ গানেওয়ালাগুলো পর্য্যন্ত দস্তুর মত হাত পা নেড়ে চেড়ে, রীতিরকম ভাবে বীররস দেখিয়ে গেলো, আর শুধু আমরাই বুঝি, "মিইয়ে" যাবো? না না, কথনই না, কুত্রাপী নহে। এবার এবার—বীররসে কাঁপাইব অবলার প্রাণ, গর্ব্ব ভরে যাবো বুক চিতাইয়ে, মহাদর্পে, এই এম্নি, ওম্নি, তেম্নি, সেম্নি।

[নানারূপ বীরভঙ্গী ভরে প্রস্থান।

১মঃ সভা। এই রে! কর্ত্তা খেপলো নাকি?

২য়ঃ সভা। আরে "নাকি" নয় নিশ্চয়! এ হে হে! নিশ্চয় কাটা পড়্‌বে তা হ'লে, আরে ফেরাও ফেরাও! শীগ্‌গীর ফেরাও। আরে দাঁড়ান, দাঁড়ান মশাই!

১মঃ সভা। ফিরুন, ফিরুন মশাই! ও হস্ত মশাই! ও হস্ত মশাই! ও হস্ত মশাই!

[তাহার অনুসরণ করিয়া ডাকিতে
ডাকিতে উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

রজতমহল—রাজান্তপুরস্থ অঙ্গন।

চিন্তামণির হাত ধরিয়া গাহিতে গাহিতে রাজকুমার অনুবলের প্রবেশ।

গীত

সখা কেন শুনাইলে মধুমাখা নাম।
এ যে মরমের মাঝে, উঠিল হে বেজে,
কেড়ে নিলে প্রাণ হরিনাম অভিরাম॥
এ নাম শুনেছিনু যেন স্বপনের ঘোরে
স্মরণ অতীত কোন যুগান্তরে
আবার ভুলেছিনু যেন কেন কি বিকারে,
সে ভ্রম ভেঙ্গে দিলে আজ তুমি গুণধাম॥

(চিন্তামণির প্রত্যুত্তর গীতি)

গীত

মনে থাকে যার তার কি হারায়,
যে কোনও প্রকারে সময়েতে পায়
শুধু গভীর বিশ্বাসে মনে রাখা চাই
তাহে অবশ্য মিলিবে প্রিয় প্রাণারাম॥

(অনুবলের পুনঃ)

গীত

বলো বলো সখা নামই হেন যাঁর,
কত সুন্দর কি মূরতি তার,
জানো যদি বলো হওনা হে বাম॥

অদূরে বৃদ্ধ মন্ত্রী প্রবেশিয়া, পূর্ব্ব হইতেই গীতাদি শুনিতেছিলেন, গীতান্তে নিকটস্থ হইলেন।

মন্ত্রী। (চিন্তামণি লক্ষ্যে স্বগতঃ) সর্ব্বনাশ ! কে এই বালক ? ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী দানবরাজের অন্তঃপুরে, স্বয়ং রাজকুমারের নিকট, এরূপ অবৈধ গীত নিরত—কে এই দুঃসাহসিক ? (প্রকাশ্যে) বালক ! কে তুমি ? কার আদেশেই বা, এখানে এসে, এমনধারা নিষিদ্ধ গীতাদিতে, রাজকুমারকে আকৃষ্ট করছো ? আমার বিশ্বাস, নিশ্চয়ই কোনও ছদ্মবেশী তুমি ! কুমারের সুকোমল মনঃবৃত্তি কৌশলে ভিন্ন দিকে চালিত করবার চেষ্টায় আছ। হাঁ, ঠিক তাই। সুতরাং অগৌণে এর বিহিত বিধান, আমার অবশ্য কর্ত্তব্য। (উদ্দেশ্যে) এই ! কে আছ এখানে পাহারায় ?

প্রহরীদ্বয়ের প্রবেশ।

প্রহরীদ্বয়। (অভিবাদনে) কি আদেশ ?

মন্ত্রী। (চিন্তামণিকে দেখাইয়া) এই বালকটিকে বন্দী করো।

প্রহরী। যথাদেশ !

(চিন্তামণিকে বাঁধিতে অগ্রসর, কুমার অনুবলের বাধাদান)

অনুবল। (অগ্রসর হইয়া) খবর্দ্দার ! আর এক পাও অগ্রসর হ'স্‌নে ! দেখ্‌ছিস তোরা ? কে তোদের সম্মুখে ?

(প্রহরীগণের বিমূঢ়ভাবে মন্ত্রীর প্রতি প্রশ্নসূচক দৃষ্টি)

মন্ত্রী। কি আশ্চর্য্য ! বৃদ্ধরাজামাত্যের আদেশের উপর, আমাদের সুশীল রাজকুমারের এরূপ রূঢ় প্রতিবাদ, আমি স্বপ্নেও কল্পনা করি নাই। জানেন ? প্রকারান্তরে, এ আমায় অপমান করা।

অনুবল। আর আমিও জান্‌তাম না, স্বয়ং মন্ত্রীমহাশয়, শুধু বালক ব'লে আমায় এতটা অপদস্ত কর্‌তে পারেন। দেখছেন, বালক আমার সঙ্গী? আমিই তাকে গাইতে আদেশ ক'রেছি, তাকে আমার সম্মুখে, এভাবে বন্দী করা, তাও, প্রকারান্তরে আমাকেও অপমান করা, এও আপনি জানেন অবশ্য?

মন্ত্রী। এ গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপার, বালক আপনি, কিরূপে বুঝতে পার্‌বেন? ত্রিপুরাধিপতিগণ, আমার উপর রাজধানী রক্ষার ভার অর্পণ ক'রে গেছেন। সুতরাং আমি এর, সর্ব্বতভাবে সুসংরক্ষণে, ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ অবশ্য বাধ্য। সে বিষয়ে, আপনার মুখাপেক্ষী হ'য়ে থাকতে পারি কি? ঘোর বিষ্ণুদ্বেষী তারকাক্ষ্যের অন্তঃপুরে, তাঁরই পুত্রকে এভাবে গীতচ্ছলে আকৃষ্ট করা, আমি অমার্জ্জনীয় অপরাধ ব'লে গণ্য করি। সুতরাং ঠিক কর্ত্তব্যই পালন কর্‌ছি। এ ক্ষেত্রে কারও কোন বাধা মানতে প্রস্তুত নই। হ্যাঁ, তোমারা বন্দী করো, প্রহরিদ্বয়!

অনুবল। কখনই পার্‌বে না, এ প্রহরীগণ! আমিও এই পথ আগুলে, দাঁড়ালাম, দেখি কার সাধ্য, আমায় না বেঁধে, তার গায়ে হাত দেয়। (অগ্রসর)

অদূর হইতে বলিতে বলিতে রাজ্ঞী ধনিষ্ঠা
উপস্থিত হইলেন।

ধনিষ্ঠা। প্রহরি! বড়ই উভয় সঙ্কটে প'ড়েছ তোমরা দুজন, কেমন বাপ্? আচ্ছা আমি এর মীমাংসা ক'রে দিচ্ছি। যাও, তোমরা উভয়েই নিশ্চিন্তভাবে যথাস্থানেই নিযুক্ত থাকোগে, যাও!

১মঃ প্রহরী। যথাদেশ মহারাজ্ঞি!

[অভিবাদনান্তে উভয়ের প্রস্থান।

মন্ত্রী। এই যে, স্বয়ং সম্রাজ্ঞী উপস্থিত! (অভিবাদন) তা হ'লে আপনিই এর বিহিত বিধান করুন, মা! বলুন এখন আমারই বা কর্ত্তব্য কি?

ধনিষ্ঠা। মহাকর্ত্তব্যনিষ্ঠ, অকপট প্রভুপরায়ণ অমাত্যশ্রেষ্ঠকে, আমি কি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের উপদেশ দিতে পারি, বাবা! তবে এসেছি আমি, পুত্রের হ'য়ে, আপনার কাছে ক্ষমা চাইতে। বালক সে, অবশ্য আমাদের শিক্ষার ত্রুটীতেই বল্‌তে হবে, বিশেষ অবিণীতের ব্যবহারই দেখিয়ে ফেলেছে, কিন্তু তাও বলি এরূপক্ষেত্রে বীরপুত্রের, রাজরাজেশ্বরের বংশধরের, ধৈর্য্য রাখাও নিতান্ত অসম্ভব, সুতরাং তাকেও কোনরূপ তিরস্কার করতে পারছি না, মাত্র আমিই ত্রুটী স্বীকার করছি, এজন্য প্রকৃত প্রস্তাবে আমিই দায়ী, কেননা, আমিই এই বালককে আশ্রয় দিয়েছি।

মন্ত্রী। তা হ'লে, অগত্যা আমাকেই আদেশ প্রত্যাহার করতে হ'লো দেখছি। তবে সত্য কথা বল্‌তে কি, মা! আমি আপনাদেরই হিতেচ্ছায়, সমগ্র দানবরাজ্যের মঙ্গল কামনায়, এখনও বল্‌ছি, নাই হ'লো বালককে বন্দী রাখা, তাকে অন্ততঃ রাজপুরী হ'তে বিদায় করা হোক্।

ধনিষ্ঠা। বলি নাই ? আমি যে তাকে আশ্রয় দিয়েছি, বাবা!

মন্ত্রী। তাতে কোনও প্রত্যবায় ঘটবে না, মা! আপনি এ সকল বুঝ্‌তে না পেরে, সরল মনে আশ্রয় দিয়েছিলেন, কিন্তু বর্ত্তমানে সে যদি ছদ্মবেশী প্রমাণিত হয়, তবে তাকে, সে আশ্রয় হ'তে, বঞ্চিত করায়, কিছুমাত্র ধর্ম্মহানী হ'তে পারে না মা!

ধনিষ্ঠা। সেটা একটা নৈতিক সান্ত্বনা মাত্র, নইলে, একবার

আশ্রয় দান ক'রে, তা যে ভাবেই কেন হোক্ না, তা প্রত্যাখ্যান ধর্ম্ম বিগর্হিত কার্য্য। আরও তার প্রতি এ সকল আরোপ, মাত্র সন্দেহ বশতঃ বইত নয়? সে যে প্রকৃতই ছদ্মবেশী, তারও কোনও অকাট্য প্রমাণ পান নাই বোধ হয়? এমনও ত হ'তে পারে, ছেলেমানুষ কোথায় কার কাছে শেখা গান, মনে এসেছে, গেয়ে ফেলেছে, মিষ্টসুর দু'জনেরই বেশ ভাল লেগেছে। কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে গাওয়া, নাও হ'তে পারে ত বাবা!

মন্ত্রী। হ'তে অবশ্য সবই পারে মা! জগদীশ্বর করুন, হোক্ও তাই, কিন্তু মা! বিবেক আমার, সেটা মেনে নিতে চাইছে না, যাই হোক্, বর্ত্তমানে মহারাজ্ঞীর আদেশই শিরোধার্য্য, আমি নিরস্ত হ'য়েই চল্লাম; তবুও যাবার সময় বলে যাই মা! এখনও বিশেষ সাবধান হবেন, অন্ততঃ "তার" সঙ্গ হ'তে, পুত্রকে যতদূর সম্ভব দূরে রাখ্‌বেন, বৃদ্ধের দূরদৃষ্টিকে অবজ্ঞা করবেন না, আচ্ছা, আমি আসি মা! এখন।

[প্রস্থান।

ধনিষ্ঠা। আপনার আদেশ পালনে, অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবো বই কি; কিন্তু সত্যই কি তাই? চিন্তামণি! না না, দেখ দেখি কি সহজ সরল চাহনি, মরি মরি! কি প্রশান্ত শান্তিময়ী মুখচ্ছবি, এমন বালককেও কি সন্দেহ হয়? চিন্তামণি! এস! কাছে এস! (আসিলে) ও সব গান কেন গাইছিলে বাবা?

চিন্তামণি। ওঃ! এইবার বুঝেছি, ও গান বুঝি, এখানে গাইতে নেই? তাই বুঝি উনি অমন রেগে উঠেছিলেন? তবু ভাল, আমি বলি বুঝি কি দোষই না ক'রে ফেলেছি। তা সেটা আমায়, পরিষ্কার

বল্‌লেই হ'তো, ও গানে আমার দরকার? ও ছাড়া, অন্য কতশত গান আমার জানা আছে। আচ্ছা মা! এই তোমার গা ছুঁয়ে বল্‌ছি (তদ্বৎ) ও গানখানা, আর এখানে কখনই গাইব না। কেমন তা হ'লেই হ'লো ত মা?

ধনিষ্ঠা। আর তোমারও ও গান শুনতে নেই বুঝ্‌লে, অনু! এখন চলো, সন্ধ্যারতির সময় উপস্থিত, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে যাই চলো।

(অনুকে কোলে লইলেন)

চিন্তামণি। আমিও আরতি দেখ্‌তে, বড় ভালবাসী, মা! আমিও তোমাদের সঙ্গে যাবো, তবে আমার ত আর মা নেই, পায়ে হেঁটেই যেতে হবে।

ধনিষ্ঠা। [চকিতে] অ্যাঁ! তাইত, কি কর্‌ছি? আহা! মাতৃহীন বালক, বড় দুঃখী, এসব দেখ্‌লেই মা'র কথা মনে ওঠে বৈকী; না না; অনু! তুমিই একটু হেঁটে চলো, বাবা! আমি আগে মাতৃহীনকে সান্ত্বনা দিই, [চিন্তামণি] না বাবা! তোমাকে হেঁটে যেতে হবে কেন? এখানেও ত মা আছে, এস! মায়ের কোলে উঠেই চলো!

(সাগ্রহে কোলে লইয়া চলিলেন)

চিন্তামণি। [যাইতে যাইতে] দুও, দুও সখা! হেরে গেলে, মা, আমাকেই কোলে নিলেন।

তাহাদের প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গেই অন্য দিক হইতে, তীব্র ঈর্ষা ব্যঞ্জক দৃষ্টিতে, তদ্রুপ মুখ ভঙ্গীতে, বলিতে বলিতে ঝঙ্কারময়ির দ্রুত প্রবেশ।

ঝঙ্কার। উঁ! মাগো, মাগো, মাগো! সোহাগ যে আর ধরে না দেখছি! এরই মধ্যে, এত মাথামাথি? কারণ কি? অবিশ্যিই কিছু

আছে বৈকী। কিন্তু বুঝ্‌তে ত পাচ্ছি না কিছুই। আর আমাদের মানুষটিও তেম্নি, হুঁ, আর এখন টীকিটিও দেখ্‌বার যো আছে কি?

সসব্যস্তে বিদ্রুপাত্মক ত্বরা প্রদর্শনে, বলিতে
বলিতে কঙ্কনের প্রবেশ।

কঙ্কন। আজ্ঞে এই যে, এই যে অধম; শুধু "টীকি" কেন, একবারে ষোল আনা, সর্ব্ব অঙ্গে, সম্পূর্ণ অধম, সমীপে উপস্থিত, আদেশ হোক্ কি আজ্ঞে? [করযোড়ে সম্মুখে দণ্ডায়মান]

ঝঙ্কার। ছিঃ ছিঃ! অকল্যাণ করো কেন অমন? [প্রণতা হইয়া] ঐ বড় দোষ, আমি কি সে ভাবের কথা কিছু ব'লেছি? দাও, পায়ের ধুলোটা দাও দেখি। (পদ ধূলী গ্রহণ, মস্তকে ধারণ)

কঙ্কন। [জনান্তিকে] হুঁ হুঁ! ভক্তি করে নাকি? নাও ভক্তির বহরটি। আচ্ছা, আচ্ছা, বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো! ক্ষীণ মধ্যা, তবেই পীনোন্নতা ভবঃ! কেননা নাচের কাযে চাইত অবিশ্যি? (মাজা দুলান দেখাইয়া) এই সব। সুখে থাকো! আর তিনদিন আমার সঙ্গে, এমনি ধারা, নাচ্‌তে গাইতে থাকো। যাক্ তারপর? স্মরণ হ'চ্ছিল কেন?

ঝঙ্কার। বলি, ঐ যে ছেলেটি, হালে এখনে এসে জুটেছে, ওটি কে? কিছু জানো কি?

কঙ্কন। জানি বৈকী, ওটি হ'চ্ছেন, সেই, সেইটি।

ঝঙ্কার। ঐ নাও, কি বুঝ্‌বো ওতে? ওর মানে?

কঙ্কন। মানে খুবই সহজ, সেইটি, অর্থাৎ তিনিই সেই আমাদের বাঁকা ঠাকুরটি! তাও ঠাওরাতে পারো নি?

ঝঙ্কার। ওমা! তাই নাকি? বটে? তাইত বলি, তা আমিও

মনে মনে, ঠিক্ তাই ভেবেছি। ফুটে বল্‌তে পারিনি। আচ্ছা, এখানে এ ভাবে আবার কেন? তাই বলো দেখি?

কঙ্কন। সেটা, এখন ঠিক বলা, না গেলেও, বেশ ভাল রকম একটা ফন্দী যে এতে আছেই, তা খুব বুক ঠুকেই বল্‌তে পারি। আর মোটের উপর, আমাদের পক্ষে, এটা খুব খুসীর কারণ এ কথাও বেশ বুঝতে পাচ্ছি।

ঝঙ্কার। তাতে আর কথা আছে কি? ওঁর যখন মনে পড়েছে নিজে অবধি উপস্থিত, তখন নিশ্চয় এ দত্যিদের দিন ঘুনিয়েছে।

কঙ্কন। সেই সঙ্গে, আমাদেরও এখান থেকে খালাস পাবার উপায় হ'চ্ছে। এরকম দাস্যবৃত্তি আর ভাল লাগে না, দেবতাদের কাছে ত এমন ধারা বাঁধাবাঁধি কোন কিছু ছিল না, সে ছিল খুসীখোসালের আদান প্রদান। ওঃ! আবার তেমনি মুক্ত প্রাণ ঠিক তেম্নি স্বাধীন জীবন। কি আনন্দ! চলো হরদম স্ফুর্তি করা যাক্-গে।

[উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

বৈভ্রাজ-কানন।

ছদ্মবেশী ইন্দ্র, পবন, বুধ ও বৈশ্বানরের প্রবেশ।

পবন। আর কিছুদিন, সামান্য আরও কিছুকাল,
সময়ের প্রতীক্ষায় থাক দেবগণ!
এইরূপ হীনবেশে দীনতা সহিয়ে,
অচিরায় সমাগত সমুজ্জ্বল সুদিন আবার,
অশেষ দুর্গতিগ্রস্ত অমর সবার।
হ'য়েছেন অঙ্গীকৃত অনাদ্যন্ত দেব কৃত্তিবাস,
সমগ্র ত্রিপুর সহ ধ্বংসীবারে দানব সকলে।
আগত সে শুভদিন আমা সবাকার।

ইন্দ্র। হাঁ, কথঞ্চিত সাময়িক সান্ত্বনা মাত্র,
কিন্তু ভাবো সদাগতি! স্থির চিত্তে,
কতদিন স্থায়ী হবে সেই শুভদিন?
যাবে ত্রিপুরাধিপতিগণ,
আবার আসিবে পুনঃ বিভিন্ন দানব কোনও
সমভাবে চলিবে সংগ্রাম।
গেছে শম্ভু নিশুম্ভও নাই,
হিরণাক্ষ্য হিরণ্যকশিপু গত,
হত সেই দুর্দ্দান্ত অন্ধক,
অন্তকের অঙ্ক গত দৈত্য জলন্ধর,

বিগত তারক, বৃত্র আদি সংখ্যাতীত দানব নিকর ;
কিন্তু তাহে কিবা এসে যায় ?
অব্যাহত চিরদিন দেবাসুরে দ্বন্দ্ব এই
হানাহানি পরস্পরে, যুগ পরম্পরায় ।
যতদিন রবে স্বর্গ,
লোভনীয় বৈজয়ন্তী সিংহাসন,
রবে সুধা, নন্দনাদি ভোগের নিদান,
ঠিক ততদিন সমভাবে চলিবে সংগ্রাম,
সহিতে হইবে হেন সাময়িক উৎপীড়ন,
মাঝে মাঝে ঘৃণ্য নির্য্যাতন,
তাই বলি কায নাই এ সকলে আর,
ভোগ শুধু কর্ম্মভোগ, তাহে আর কিবা প্রয়োজন ?
তার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর এ অবস্থা মানী,
দায়ীত্বে নির্ম্মুক্ত সর্ব্ব বন্ধন বিহীন,
ভ্রমিতেছি যথা তথা আনন্দে মগন
ইচ্ছা মনে এইরূপ সদানন্দে যাপিব জীবন ।

বুধ । আমিও সন্তুষ্ট অতি আমাদের এই
বর্ত্তমান দীন অবস্থায়,
এইরূপে ক্রমে ক্রমে আচরিয়া
তাপসের সুপবিত্র কর্ত্তব্য সকল,
বড় আশা সর্ব্বশেষে যোগানন্দে রহিব তন্ময় ।

বৈশ্বানর । এ উক্তি একমাত্র তোমাতেই সাজে,
হ'তে পারে এ নির্ব্বেদ শ্লাঘ্য তব,
শান্তি প্রিয় শশাঙ্ক নন্দন !

কিন্তু তাই ব'লে সাজে কি একথা,
দেবাধীশ বীরশ্রেষ্ঠ বাসবের মুখে ?
দায়ে ঠেকে এ হেন সাধুতা
শোভা পায় কভু বেদাচ্চিত বৃত্রজয়ী
সুরমান্য পূজ্য দেবরাজে ?
হায় ! নাহি কি স্মরণ দেবাধীশ !
কোথা আজ দেবীগণ ?
মনে কি পড়েনা ওহে নিকর !
কি অবস্থা বর্ত্তমানে সুর-মহিলা সবার ?
ওঃ ! কি ভীষণ পরিতাপ,
মনে হ'লে ক্ষিপ্ত মন হ'যে উঠি অধৈর্য্য চকিতে,
পুর নারী যাহাদের পরাশ্রয়ে, পরবশে,
যাপিতেছ সৈরিন্ধ্রী সমান দিন মরিয়া মরমে,
এ বৈরাগ্য শুনিলে তাদের,
ভীরু বই কি বলিবে সর্ব্ব-সাধারণে ?

পবন। সুনিশ্চয়, আমি বলি, আরও এইরূপ
প্রচ্ছন্ন থাকার ফলে, সংক্রামিত
হইতেছে ক্রমে ঘৃণিত ভীরুতা হেন,
আমা সবাকারে।
অতীব গর্হিত এই আত্মসংগোপন।
অতএব আর নয়, এই দণ্ডে চলো দেবগণ !
দূর দিয়ে ছদ্মবেশ, স্বরূপেতে
স্বপ্রকাশ ভাবে, সগর্ব্বে আয়ুধ ধ'রে,
ধেয়ে যাই প্রকাশ্য সংগ্রামে,

ক্ষিপ্ত রোষে, প্রদীপ্ত উল্লাসে,
মুহুর্ম্মুহু আছাড়িয়া পড়িব আক্রোশে,
সংগ্রাম সিন্ধুর উত্তাল তরঙ্গ সঙ্কুল সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে।
অবিশ্রান্ত যুঝিব কেবল,
যতক্ষণ সমগ্র ত্রিপুর সহ, ধ্বংস, লুপ্ত,
নিশ্চিহ্ন না হ'য়ে যায়,
প্রবুদ্ধ এই দনুজ সকল।

বৈশ্বানর। চমৎকার, এই ত উচিত বাক্য দেবত্বব্যঞ্জক,
শোভান উদ্যম ইহা সার্থকতাময়।
অতএব অনুচিত কালব্যাজ আর,
দিন আজ্ঞা দেবাধীশ! এই দণ্ডে,
লুপ্ত প্রায় সুর শৌর্য্যে জাগায়ে আবার,
দুর্ব্বার প্রলয় কাণ্ড করি সংঘটন।
দাঁড়াই দেবতা—
দেবতা বলি বক্ষ প্রসারিয়া।

ইন্দ্র। এ কারণে ব্যস্ততার নাহি প্রয়োজন,
কিছুমাত্র আস্ফালন নাহি আবশ্যক,
অচিরায় আপনিই আগত সেদিন,
এ বীরত্ব প্রকাশের উপযুক্ত অবসর আসন্ন সম্মুখে,
সুপ্রসস্ত ক্ষেত্র এর হ'তেছে প্রস্তুত,
প্রমথেশ ঈশানের প্রবল নেতৃত্বে।
বুঝা যাবে বলাবল সে মহা সংগ্রামে
আশু চলো সবে নদী তটে সন্ধ্যা সমাপিয়া
হইব প্রস্তুত সবে সমরের তরে।

গমনুদ্যোত জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। পিতা! পিতা! ভয়ঙ্কর দুঃসংবাদ,
সম্মুখেতে আসন্ন বিপদ দেবতা সবার।
কি জানি কি ভাবে হেথাকার লভিয়া সন্ধান,
দৈত্যপতি তারকাক্ষ্য বিরাটবাহিনী সহ,
অবরোধ করিয়াছে বৈভ্রাজ কানন।

ইন্দ্র। (সচকিতে) অ্যাঁ! অবরোধ? বৈভ্রাজকানন?
হাঃ হাঃ হাঃ! বাতুল দানব, ভাবিয়াছে বুঝি?
রথাদি বাহনহীন নিরস্ত্র আমরা
এ হেন সুযোগে সহজেই স্ববশে আনিবে
যত অমর নিকরে?
কিন্তু ভেঙ্গে দাও ভুল তাহাদের
দীপ্ত তেজে উঠে জলে সংহার উল্লাসে;
এই হ'তে ধ্বংসলীলা সূচনা দেখাও মদান্ধ দানবে।

সসৈন্য দানব সেনাপতি বলাসুরের প্রবেশ।

বলাসুর। অবোরোধ করো! সৈন্যগণ! অবিলম্বে ছদ্মবেশী এই দেবগণের চতুর্দ্দিক অবোরোধ করো! আর আত্মগোপনের বৃথা চেষ্টা সুরনাথ! আমরা সকল সংবাদই অবগত হ'য়েছি। এখন সহজে বন্দী হ'তে প্রস্তুত কি না, তাই জান্‌তে চাই?

ইন্দ্র। হাঃ হাঃ হাঃ! চমৎকার, চমৎকার অবসর পেয়েছ, কেমন দৈত্য সেনাপতি! কিন্তু তা হ'লে সৌভাগ্য অর্জ্জিত সাময়িক সুসময় পেয়েই, আজ দেবতাদিগের উপর রক্ত চক্ষে চাইতে সাহসী হ'চ্ছো? আজ আমাদের স্বর্গ নাই, রণসম্ভার হস্তচ্যুত, এমন কি, একখানি

অস্ত্র পর্য্যন্ত নাই! এ অবস্থায়, দানবের এ ব্যবহারই স্বভাবিক বটে। নইলে জানো? নিজে তুমি কে? এবং কথা কইছই বা কার সম্মুখে দাঁড়িয়ে?

বলাসুর। জানি বৈকী, ভূতপূর্ব্ব স্বর্গাধীপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কথা কইছি। এবং তাঁর কাছে নগণ্য আমি, তাও বিলক্ষণ জানি, কিন্তু এক্ষেত্রে আমি রাজাজ্ঞায়, কর্ত্তব্য পালন করতে এসেছি।

ইন্দ্র। ভাল, আমাদের অপরাধ কি?

বলাসুর। তা জানি না, জানি, মাত্র এ প্রভুর আদেশ।

ইন্দ্র। বাঃ! আদর্শ প্রভু ভক্ত তোমরা তা হ'লে? তাই প্রভুর আদেশ বৈধাবৈধ বিস্মৃত হ'য়ে, এই জগৎ সৃষ্টিটাই উল্‌টে দেবার আশা রাখো। আর বাঁধতে যে তোমারা বিশেষ পটু, তাও আমরা বিলক্ষণ জানি। জানি ঐ প্রভুর আদেশের দোহাই দিয়ে, তোমরা, এসব প্রভুপরায়ণের দল, সম্পূর্ণ নিরপরাধ নির্দ্দোষীকেও, অযথা বাঁধবার জন্যই শুধু, একটা প্রকাণ্ড নবনীতি গড়ে নিতেও কিছুমাত্র লজ্জা বোধ করো না। সুতরাং আমাদিগে, এ অবস্থাতেও বাঁধতে চাইবে, সেটা আর বেশী কথা কি? কিন্তু বেঁধে কি করবে দানব! আমাদের সবশে আন্‌তে পারবে? চোখ রাঙ্গিয়ে, এই আদিত্য সকলে, কোনও বাধ্যতামূলক নিয়মের বশবর্ত্তী রাখ্‌বে? তোমাদের সকপোল কল্পিত স্বৈরাচারের সহযোগী ক'রে নেবে? আমাদের এই চিরদিনের স্বর্গধামে, তোমাদেরই স্বেচ্ছানীতি প্রচলন, শাসন সংস্কারাদি সকল, বিষয়েই প্রাধান্য বলবৎ রাখ্‌বে? একটা ক্ষণিক প্রতিভায়, সমগ্র দেবশক্তিটায় চিরতরে নিস্প্রভ হ'য়ে যাবে মনে করো? না, কথনই না, আমাদের বন্দী করতে পারে, বটে, কিন্তু দেবতার বিবেক তাতে বাঁধা পড়বে কি? শুধু বন্ধন ত তুচ্ছ কথা, যে কোন কঠোর

নির্য্যাতনের ভয়ে একটি দেবকুমারকে পর্য্যন্ত স্ববশে চালাতে পারবে না, সঙ্কল্প হ'তে এক পাও টলাতে পারবে না।

পবন। কথনই নয়। বাঁধবে বাঁধুক? না, কিন্তু বাধ্য আমরা কথনই হবো না। সাময়িক উৎপীড়নে দেবত্ব বিসর্জ্জন দিয়ে, পাপ দানবের স্বেচ্ছাচার মাথা পেতে নিতে কথনই পারব না, সময় পেয়েছে অবশ্য ওরা, সুতরাং বাঁধবে, তা বাঁধুক না, আমরা সেই বন্দীবাসে বসে বসেই, এ অবাধ্যতা জগৎকে জানাব। সেথানে সমান ভাবেই সর্ব্বক্ষণ, এ স্বেচ্ছাচারের তীব্র প্রতিবাদ করবো। তাদের ইচ্ছার ক্রীড়া পুত্তলী কথনই হবো না। এতে বাঁধ্‌তে চায় বাঁধুক না।

বৈশ্বানর। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা বাঁধবে বটে, এখনও কিছুদিন সময় আছে, সুতরাং বাঁধবে বৈকী, কিন্তু ক'টিকে বাঁধবে, সেনাপতি! সমগ্র দেবতাগণকে বাঁধবার মত শৃঙ্খল তোমাদের আছে কি? এই তেত্রিশকোটী অমর নিকরে, বন্দী রাথ্‌বার উপযোগী বন্দীবাস তোমাদের ত্রিপুর মধ্যে আছে কি?

অদূর হইতে বলিতে বলিতে বিদ্যুন্মালীর প্রবেশ।

বিদ্যুন্মালী। হাঃ হাঃ হাঃ! আছে বৈকী, তবে ত্রিপুরে তোমাদের স্থান কোথায়? সে বন্দীবাস নির্দ্দিষ্ট হ'য়েছে, সেই রসাতল গর্ব্ভে, তোমাদের নির্ম্মম অত্যাচারে নির্য্যাত এই দৈত্য বংশধরগণ বিতাড়িত হ'য়ে যে রসাতল গর্ভে, প্রতিক্ষণে নরক যন্ত্রণা সহ্য ক'রে মর্ম্মভেদী হাহাকার সহ কাল কাটিয়েছে, সেই থানে, ঠিক সেই তমাচ্ছন্ন অতল তলে, ততোধিক দুর্ব্ব্যহারে তোলা রয়েছে। হাঃ হাঃ হাঃ! আবার নির্লজ্জের ন্যায়, ন্যায় অন্যায়ের সমালোচনা করা হ'চ্ছে, অনাদিকাল যাদের প্রতি, নিরবচ্ছিন্ন প্রতারণা প্রবঞ্চনা অবাধে চালিয়ে এসেছে

আজ তাদিকে, নিজেদের নিরস্ত্র অবস্থা জানিয়ে, অনুযোগ দিতে লজ্জা হ'চ্ছে না? না না না, কোনও কথা শুনতে চাই না, অবশ্য বন্দী করবে, সকলকেই বাঁধতে হবে, ইতঃস্তত কেন দৈত্যবীরগণ? বন্দী করো।

সৈন্যগণের বন্ধন চেষ্টা ঠিক তন্মুহূর্ত্তে
কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমল। নিরস্ত হও, দৈত্যবীরগণ! আমি মধ্যমাগ্রজকে একথা বুঝিয়ে বল্‌ছি। দাদা! দেবগণ সকলেই নিরস্ত্র।

বিদ্যুন্মালী। তা আমিও দেখ্‌তে পাচ্ছি ভাই! তা আমিও ত ওদের প্রতি অস্ত্র তুলি নাই, আমি মাত্র বন্দী করতে চাইছি, তবে তাতে অবাধ্য হ'লে, অবশ্যই বল প্রয়োগ আবশ্যক হবে বৈকী, কমল! আর বীরোচিত ব্যবহার, বীরের সঙ্গেই কর্ত্তব্য বোধ করি, কিন্তু শাঠ্য যাদের অঙ্গ ভূষণ, প্রবঞ্চনাই চির আচরণ, তাদের পশুবৎ নির্য্যাতন করাই প্রশস্ত মনে করি।

কমল। ক্রোধে, ধৈর্য্য হারা হ'য়ে, অন্যায় কথা বল্‌বেন না দাদা! দেব ও দৈত্য দুইই মহাবীরজাতি, তারা চির প্রতিদ্বন্দ্বীতায় পরস্পরের মধ্যে, সঙ্গত অসঙ্গত, সকল রকম ব্যবহারই, উভয় দলেই বাধ্য হ'য়েছে, তা বলে তাঁরা বীর, একথা অস্বীকার করা যায় কি? সুতরাং বীর যাঁরা, বীরজাতি যাঁরা, তাঁদের সহিত বীরোচিত ব্যবহার, বীরমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য।

বিদ্যুন্মালী। আচ্ছা ভাই! মেনে নিলাম তোমার এ সঙ্গত উক্তি, সেই বীরোচিত ব্যবহারই হোক্ তবে, তাতেই বা চিন্তা কি? সৈনিক! তোমরা দু'জনে যাও, অবিলম্বে, এই দেবতাগণের উপযোগী

অস্ত্র ল'য়ে এস! এই নাও! আমার আদেশ পত্র, অস্ত্রাধ্যক্ষে এ পত্র দেখালেই ও সকল প্রাপ্ত হবে, যাও! স্থির থাকো দেবতাগণ! আমরাই অস্ত্র দিচ্ছি, কিন্তু স্থানান্তরিত হ'তে পা বে না, সম্মুখ সমরে পরাজিত ক'রে, তার পরেই আমার বন্দী করবো, কিন্তু অব্যাহতি এবার কখনই দোব না।

কমল। হাঁ, এভাবে আমিও যুদ্ধে প্রস্তুত, পারি যদি, ন্যায় যুদ্ধে জয়ী হ'য়ে প্রকৃত বাহুবলে বন্দী করবো। অস্ত্র আসুক ও'দের, তারপর আমিও অস্ত্র ধরব।

বলিতে বলিতে তারকাক্ষ্যের প্রবেশ।

তারক। [অদূর হইতে] অস্ত্র, আমরা সবাই ধরবো ভাই! তবে সশস্ত্রবীরের উপর। নিরস্ত্র জনে পীড়ন, কাপুরুষেরলক্ষণ, সুতরাং ঐ অস্ত্র দানই উৎকৃষ্ট ব্যবস্থা হ'য়েছে, ঐ যে, অস্ত্রাদিও উপস্থিত করা হ'য়েছে, তবে এক্ষেত্রে পরস্পরে দ্বৈরথ যুদ্ধই, সমধিক গৌরবের ব্যবহার মনে করি। সে পক্ষে সর্ব্বাগ্রে আমি, সুরেন্দ্রকেই আহ্বান করছি।

ইন্দ্র। ভিক্ষা দেওয়া অস্ত্র ধ'রে যুদ্ধ করা দেবতার ঘোর অপৌরষ ও নিতান্তই অপমানের কারণ হলেও, এক্ষেত্রে আমরা সে অস্ত্রও ধরছি দানবেন্দ্র! কেননা, তা না হ'লে ভাববেন আপনারা, অন্য সাধারণেও বলবেন নিশ্চয়ই, যে, অসুর ভয়ে আমরা ছলাবলম্বনে রণে বিমুখ হ'চ্ছি। আসুন! আপনায় আমারই যুদ্ধ হবে।

কমল। আমি, মহাবীর বৈশ্বানরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রার্থনা করি।

বৈশ্বানর। তাই হোক্, আমিও প্রস্তুত আছি।

বিদ্যুন্মালী। আর আমি চাই তাঁকে, যাঁর একটি মাত্র ক্রুদ্ধশ্বাসে,

শুনি, বসুন্ধরায় নাকি, ওলোট পালট ঘ'টে থাকে, সেই মহাবল প্রভঞ্জন আমার প্রতিযোদ্ধা. আমি অন্য কাউকে, এভাবে স্বীকার কর্‌তে প্রস্তুত নই।

পবন। আমিও এ প্রস্তাবে পরমানন্দিত, আসুন বীরবর!

বলাসুর। দেবেন্দ্র নন্দন! আমাদেরও উভয়ের মধ্যে, অনেক দিন হ'তেই, বলাবল পরীক্ষার প্রবল ইচ্ছাই বর্ত্তমান ছিল, আজ এই শুভ সুযোগে, সে পরীক্ষা সম্পূর্ণ হোক্।

জয়ন্ত। আমি ইতঃপূর্ব্বেই সে কথা ভেবে নিয়ে, তদ্রূপই প্রস্তুত হ'য়েছি। এস! পরীক্ষা ভাল রূপই হ'য়ে যাক্।

তারকাক্ষ ও ইন্দ্র, বিদ্যুন্মালী ও পবন, কমলাক্ষ্য ও
বৈশ্বানর, বলাসুর ও জয়ন্তের দ্বৈরথ মহাযুদ্ধ,
অন্যান্য দেব, দানবগণের সম্মিলিত
ঘোরতর যুদ্ধ ও দৈত্যগণের বিজয়ী
ভাবে, দেবগণের অনুসরণ
করিয়া প্রস্থান।

উদ্‌ভ্রান্তভাবে বলিতে বলিতে পুনঃ ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। অহো! ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর অতি;
অনিবার্য্য দৈত্যশক্তি বিধাতার অমোঘ বিধানে।
সর্ব্বাধিক শ্রেষ্ঠ তপোবল, আশু যেই বলে
স্বর্গজয়ী বলোদ্দীপ্ত দৈত্য দলবল।
কার সাধ্য রোধে গতি দুর্নিবার দনুজ সবার।
বৃথা চেষ্টা বিনিময়ে শুধু অপমান,

ওঃ! কি পরিতাপ,
মর্ম্মদাহী জ্বালাময়ী ঘোর নির্য্যাতন।
বার বার দৈত্য করে সহি উৎপীড়ন,
মৃত্যু নাই যাহে জ্বালা হবে প্রশমিত।
ঐ, ঐ বুঝি অবসন্ন শিথিল অবসাঙ্গ
দেব বৈশ্বানর।
হাঃ! হাঃ! হাঃ! কি রহস্য,
অত্যদ্ভুত বিধাতার বিচিত্র বিধান কিবা,
কি প্রচণ্ড তপোশক্তি মেনেছি বিস্ময়,
তেজোরূপী জাতবেদা বৈশ্বানর,
কণামাত্র জ্যোতিঃ রেণু স্ফুরণে যাহার,
প্রজ্জলিত দিক্‌চয়, ভস্মস্তুপে পরিণত
বিশ্ব চরাচর, সেই অগ্নি সর্ব্বভুক,
আজ দৈত্যরণে জ্যোতিঃহীন,
ক্ষীণতর মরি! ম্লানিমায়।
হায়! হায়! ঐ বু৷ ওদিকেতে
প্রভঞ্জনও দৈত্যরণে লভে পরাজয়।
আর আমি? উৎপীড়িত অশেষ প্রকারে,
লাঞ্ছিত ঘৃণিত কতরূপে শতবার,
তথাপীও হয় নাই পাপ ক্ষয়?
আছে, আছে ভাগ্যে আরও অপমান?
তা না হ'লে কেন হেন দুর্ব্বলতা?
না চলে অচল কেন করদ্বয় অস্ত্র সঞ্চালনে?
কেন, কেন অবসাদ কাঁপিছে হৃদয়?

ধিক্ ! শতধিক্ ! না, না ওঠো !—
ওঠো সুপ্ত সমাচ্ছন্ন জ্যোতির্ম্ময়ী অমর প্রতিভা !
চলো, চলো পুরন্দর ! অবিশ্রান্ত চালাও সংগ্রাম,
যতক্ষণ কণা মাত্র রহে সংজ্ঞা,
বহে সমভাবে নিশ্বাস প্রশ্বাস,
এক পদ টলিও না, খুব সাবধান !
কৈ, কৈ, কোথা দৈত্যনাথ !
দাও, দাও রণ অন্য কথা নাই

বলিতে বলিতে তারকাক্ষ্যের প্রবেশ।

তারক। আমিও ত তাই চাই, অবিশ্রান্ত চলুক সংগ্রাম
কিন্তু বীর মোর,। জয়াশায়, ক্ষুদ্রাশয় সম,
সাময়িক শ্রান্ত, ক্লান্ত, প্রতিদ্বন্দ্বী জনে,
করিনাক' অস্ত্রাঘাত কদাপী কথনও—
অধিকন্তু দিয়ে থাকি অবসর, লভিতে বিশ্রাম।
তাই ইতঃপূর্ব্বে, পুরন্দরে রণশ্রান্ত হেরি,
কিছুকাল দিয়েছি সময়।
বেশ স্বস্থ যদি শচীপতি, ধরুন কৃপাণ,
আমরা প্রস্তুত রণে আছি সর্ব্বক্ষণ।

উভয়ের পুনঃ ঘোরতর যুদ্ধ, ক্রমে ক্রমে অন্যান্য যুধ্যমান দেব, দানবগণের প্রবেশ, সকলের সম্মিলিত সঙ্কুল মহাসমর।

কমলাক্ষ্য। (যুধ্যমান অবস্থায়)
আর কেন ? ক্ষান্ত হন দেব বৈশ্বানর !

ক্রমে হস্ত শিথিল অতীব হেরি আপনার,
শ্রান্ত ক্লান্ত অবসন্ন দেহ, প্রতিক্ষণে পড়িছে ভাঙ্গিয়া ;
এর পরে অস্ত্রাহত হওয়াই সম্ভব।
তার চেয়ে শুভকরি, মনে করি বন্দীত্ব স্বীকার।

বৈশ্বানর। সত্য বটে প্রশংসিত মহাবীর তুমি,
অলৌকিক শক্তিমান মানি,
সুদুর্ল্লভ সাধনা তোমার প্রত্যক্ষ নেহারি,
প্রভাবে তাহার মানে বুঝি পরাভব,
জাতবেদা বৈশ্বানর, সকাশে তোমার ;
কিন্তু, না না, যতক্ষণ রবে সংজ্ঞা,
এইরূপ, এইরূপ চলিবে সংগ্রাম।

ইন্দ্র। [নিরস্ত হইয়া] আর নয়, আর নয়, অস্ত্র সম্বরণ করো দেবগণ! প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা পরাজিত, এঁরা ইতঃমধ্যে অনেকবার আমাদের প্রত্যেককে, বিশেষভাবে আঘাত কর্‌বার, প্রকৃষ্ট সুযোগ প্রাপ্ত হ'য়েও, তাকে উত্তম সম্বরণ ক'রেছেন, সুতরাং এ অবস্থায়, আরও অধিক দুর্গতিগ্রস্ত হওয়া অপেক্ষা, বন্দীত্ব গ্রহণই শ্রেয়স্কর। বুঝ্‌তে পার্‌ছো? এখনও সময় আসে নাই। দৈত্যপতি! আপনার যদৃচ্ছা ব্যবহার করুন! আমরা এ যুদ্ধে পরাজিত হ'য়েছি।

(দেবগণের অস্ত্রত্যাগ ও নত মস্তকে দণ্ডায়মান)

তারক। এ ভার, তোমার বিদ্যুন্মালি! দেবগণের প্রতি কি ব্যবস্থা করা যায়, তুমিই সুবিধান করো ভাই!

বিদ্যুন্মালী। ওঃ! বুঝ্‌তে পেরেছি, অপ্রিয় সত্য প্রকাশ কর্‌তে, কেউই আপনারা ইচ্ছুক নন্। যাক্, দুর্ম্মুখ আমি, আগেও ব'লেছি, এখনও বল্‌ছি, আমি প্রথমতঃ এদের বন্দী ক'রে কিছুদিন ত্রিপুরের

বন্দীবাসে আবদ্ধ রাখ্‌বো, এবং নানারূপে নির্য্যাতনের আশা মিটিয়ে নিয়ে, সেই তেম্‌নিভাবে বিতাড়িত ক'রে, সেই রসাতল গর্ভে, ঠিক তেম্‌নি ধারা,—ওঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ—হাঃ! এই! কি ভাব্‌ছো এখনও সৈনিকগণ! সব বন্দী করো।

সৈনিকগণের, দেবগণে বন্ধন চেষ্টা, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে অদূর হইতে বলিতে বলিতে নন্দীর প্রবেশ।

নন্দী। [অদূর হইতে উত্তোলিত হস্তে]

তিষ্ঠ! তিষ্ঠ ক্ষণকাল দৈত্য সেনাগণ!
ধৈর্য্য ধরো ত্রিপুর অধিপত্রয়!
কেন হেন বারম্বার নির্য্যাতন দেবতা সবায়?
জানো নাকি "অত্যুচ্চ পতনায়"
প্রচলিত সিদ্ধবাণী যুগ পরম্পরায়?
বিশেষতঃ রুষ্ট অতি দেব দেব বিশ্বনাথ,
অকারণ নির্য্যাতনে অমর সবার।
অতএব কল্যাণ কামনা যদি থাকে আপনার,
অবিলম্বে ফিরে যাও স্বপুর ত্রিপুরে—
জেনো ইহা আদেশ তাঁহার।

[প্রস্থান।

তারক। [সংযত বিনম্রভাবে]

অনাদ্যন্ত আদি দেব বিভু বিশ্বনাথ,
কিঙ্কর সকলে মোরা তাঁর,
এ আদেশ শিরে ধরি করিনু স্বীকার।
অতএব যথা ইচ্ছা যান দেবগণ,

বিন্দুমাত্র প্রতিবাদ আমাদের নাহিক তাহায় !
অহো ! তথাপিও সার্থক হ'য়েছে এই—
অভিযান আমা সবকার
যে হেতু এ হেতুবাদে শিবদূত সন্দর্শনে
ধন্য মোরা লব্ধকাম হইনু সবাই ।
সেনাপতি ! আজ্ঞা দাও সৈন্যগণে,
সবাহিনী ফিরিবারে ত্রিপুর নগরে ।
কিছুমাত্র প্রয়োজন নাহিক হেথায়,
যান চলি দেবগণ যথা ইচ্ছা হয়,
বিন্দুমাত্র বাধা দান নাহি যেন হয়,
মুক্ত তাঁরা পূর্ণরূপে দেব দেব পূর্ণোত্তম
শঙ্করের আদেশে সবাই ।
চলো ভ্রাতৃদ্বয় ! কিবা কায হেথা আর ?
চলো সবে, উচ্চকণ্ঠে পুনঃ পুনঃ
বলিতে বলিতে, জয় জয় বিশ্বনাথ !
জগদাদিজ অজ দেব জ্যোতির্ম্ময় !

সকলে । জয় জয় বিশ্বনাথ,
জগদাদিজ অজ দেব জ্যোতির্ম্ময় !

[অগ্রে দানবগণ, পরে দেবগণের প্রস্থান ।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক

কাঞ্চন মহল—উদ্যান পথ।

বিরক্তি ব্যঞ্জক বিকৃত মুখে বলিতে বলিতে

খড়্গাহস্তের প্রবেশ।

খড়্গাহস্ত। (উদ্দেশ্যে) আরে যা-যা ব্যাটারা! তোরা না জান্‌লি ত আমার এইটি (অঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শন) এ রাজ্যের হুম্‌রো চুম্‌রো মাথা যারা, তারা জানে, আমি রাজাদের আসল মামা। যত ব্যাটা নিন্দুকের জাত, একটা দল বেঁধেছে, বলে কিনা, আমার নাকি পাতানো সম্বন্ধ। আঃ ব্যাটাচ্ছেলেরা! এ মামা যে, একবারে "ছাপ" মারা, তা জানিস্? এইত বাবাজীবনরা, এ দিন লড়াইএ দেবতা ব্যাটাদের নাস্তা নাবুদ বানিয়ে, ফিরে এসে, আগেই আমার কাছে, হাত যোড় করে এই (প্রণাম দেখাইয়া) এম্নি ধারা, তা জানিস্? পাতানো সুবাদ হ'লে কি, অমনটী হ'তো? মুখ্‌খু মুখ্‌খু সব, তার আর কি হবে?

কঙ্কনের প্রবেশ।

কঙ্কন। (অদূর হইতে) এই যে, কর্ত্তা মামা দেখছি, নমস্কার! নমস্কার! তা এমন রাগ্‌ রাগ্‌ ভাব দেখ্‌ছি কেন কর্ত্তা মামা?

খড়্গা। এস! এস! বাবা এস! (জনান্তিকে) আহা! দেখ দেখি কি মিষ্টি কথা, কেমন সম্বন্ধ বোধ, আরে সব জানে কি না, দেখ্‌ছে ত সর্ব্বদায়, স্বয়ং কর্ত্তারাও মামা বোল্‌তে অজ্ঞান, কাযেই, নিজেও সেই সুবাদে কথা কয়।

কঙ্কন। নিশ্চয়, নিশ্চয়, আচ্ছা কর্ত্তা মামা!

খড়্গা। আহা! বলো, বলো, বাবা বলো!

কঙ্কন। শালা বল্‌বো, বাবার, কেন না মামা ত বাপের শালাই বটেন। বল্‌ছিলাম, এঁদের এই সব যুদ্ধ টুদ্ধ, সবই ত আপনার শিক্ষে? এখন যাই কেন হন না, গোড়ায় আপনি, না শিখিয়ে দিলে, হ'তো কি?

খড়্গা। হ্যাঁ হ্যাঁ, না শিখিয়ে দিলে, হ'তো কি? যা ব'লেছ বাবা! ওঃ! বি হও বাবা! একবারে লাখোকথার এককথা, আমি না শিখালে হ'তো কি? ওঃ! তোম্ জিতারহঃ বাচ্চা!

কঙ্কন। (জনান্তিকে) এ মলো, আবার বাঁকুড়াই আরম্ভ হয় বুঝি?

খড়্গা। (পূর্ব্বভাবেই বলিয়া যাইতেছে) তাইত অহো! কি কথাই কহিয়াছ বাপ্‌!

কঙ্কন। (জনান্তিকে) নাও ঠ্যালা! ছন্দ্যবন্ধও যোড়ে দেখ্‌ছি।

খড়্গা। (পূর্ব্ববৎ আপন ভাবেই) ওঃ! একবারে সারস্য সার কথা, ঐটি যে, আগে আমি না শিখিয়ে দিলে 'তো কি? তাকি শুধু কথার শিক্ষে? একবারে ঐ তিনটি ভাইয়ের হাতে ধ'রে ও আঁকুড়ে ক খ থেকে, আঙ্ক আঙ্ক, সব, ঐ "কা কা কি কী শৈচব, কু কূ শচ, কে কৈ, বদতি, কো কৌ, পুনরপী কং কং" ফৎক, সব, সব। তারপর ও যুদ্ধ টুদ্ধ তাও এই মদীয় শিক্ষে। বুঝ্‌লে কিনা?

কঙ্কন। ওঃ! বলিহারী (শিক্ষে, শিরস্থ শিখা প্রদর্শনে) তাইত বলি, তা নইলে আর অত খ্যাতির? যা বল্‌বো, আরও ত কত হোমরা চোমরা দৈত্যি মশাইরা আছেন, কিন্তু আমাদের কর্ত্তা মামার এক

ধারেও লাগেন কি ? এই ত সেদিন যুদ্ধ থেকে, ফিরে এসেই রাজারা তিন ভাই-ই, স্পষ্টাক্ষরে বল্‌লেন, "এই সব দেবতাদের হারানো টারানো, সবই মামার আশীর্ব্বাদে।"

খড়্গা। (সোল্লাসে) হ্যাঁ, ঐ, বল্‌লেন ত ? কেমন কিনা ? রাজারা নিজ মুখেত ? আহা ! বেঁচে থাক্ ! বেঁচে থাক্ ! (সরোদনে) বড় দুঃখের ধন ওরা, আমার ; ওঃ ! যে কষ্টে বাঁচিয়ে তোলা। আর তুমি এ সব জান্‌বে বৈকী, তোমার একটা মাথা আলাদা, তুমি "মামার" মর্য্যাদা, বুঝ্‌বে না ত, কি বুঝ্‌বে তোমার ঐ মন্দিরেওয়ালা ? তোমার নাচ গানের, দাম দিতে পারে কি কেউ ? আচ্ছা সবুর করো ! আমি বাবাজীবনদিগে বলে, দস্তুর মত, পাওনা বাড়িয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, ভাল কথা, অনেক দিনত শুনি নি, একবার একখানি, শুনিয়ে দাও না বাবা ! এই নাও ! পুরস্কারটা, আগেই নিয়ে রাখ (কণ্ঠস্থ মাল্য দান) তবে, একটু বেশ, বুঝ্‌লে কিনা ? ওরই মধ্যে, বেশ একটু রসের কথা টতা (ঈঙ্গিত) হেঁ হেঁ হেঁ ! বুওচ কিনা ? ঐ রসালো গান টান গুলোই, আমি খুব পসন্দ করি। হেঁ হেঁ তা, লাগাও !

কঙ্কন। কাযেই, আপনি হুকুম কর্‌লে, আর "না" বল্‌বার যো কি ? তবে পুরস্কার, শুধু এই নিয়েই খুসী হ'চ্ছি না।

খড়্গা। আচ্ছা কুচ পরোয়া নেই, তুমি যে সুবোধ ছোক্‌রা, তোমায়, সর্ব্বস্বই দিয়ে ফেল্‌তে ইচ্ছা করে, আচ্ছা লাগাও ! দেখি কি রকম, কতদুর দিয়ে উঠ্‌তে পারি।

কঙ্কনের নৃত্য গীতাদি, খড়্গাহস্তের অভিভূতের ন্যায়
শ্রবন দর্শন, ক্রমে মাঝে মাঝে, পুরস্কার দান, একে একে,
অঙ্গসুদ্ধ সকল দিতে দিতে অবশেষে পরিধেয় মাত্র
অবশিষ্ট থাকিতে, নিরস্ত হইয়া দ্রুত খড়্গাহস্তের প্রস্থান।

গীত

কেন সে অমন ক'রে চায় ;
[সে কেন অমন ক'রে চায় ॥]
কেন লুকিয়ে হাসে দুষ্ট হাসি, কভু মিষ্টি মধু সুধায় আসি,
যদি প্রাণে নাহি চায় ॥
কেন কত ছলে শতবার, আসে যায় বার বার,
দেখা দেয়, দেখে যায় রেখে যায় স্মৃতি তার,
কভু হাসি, মুখভার, আবার অনুকূল ব্যবহার,
কেন ছল ছল সেই চোখে তার, কাঁদতে গিয়েও
ফ্যালে হেসে হায় ॥

[পূর্ব্বোক্ত ভাবে খড়্গাহস্তের প্রস্থান,
পরে কাঞ্চনের প্রস্থান।



পঞ্চম গর্ভাঙ্ক।

রজত মহল—প্রমোদ উদ্যান।

ফুলের মালা হস্তে গাহিতে গাহিতে ঝঙ্কারময়ীর প্রবেশ।

গীত

আহা কত সাধে গাঁথা এ মালা আমার
দিতে হবে গলে অপরের।
আমার হৃদয়েরই রাজা পাবে নাক' পূজা
পূজিতে চলেছি যাহারে তাহারে॥
প্রাণে নাহি চায় চোখে চাইতে হবে, চিরচক্ষুশূলেও
[মুখে] প্রিয় বল্‌তে হবে,
ব্যবসাদারি পোড়া প্রাণের উপরেও
মিছে ঘুরে মরা দুয়ারে পরের॥

ঝঙ্কার। হায়রে অভাগা পরবশ জাত! (জনান্তিকে) এই আমাদের কিন্নর জাতটার কথা কইছি গো,পোড়া কপাল! এরা যেন,কেবল নাচ্‌তে গাইতেই জন্মেছে। আর পরের দুয়ারে দাস্যবৃত্তি ত লেগেই আছে, শুধু এই এখানকার কথা বল্‌ছি না, এঁরা যেয়ে আসুক কোনও রাক্ষসের দল, তাদেরও এমনি, মন-যোগাতে হবে, আর তাও না হয়, অবশেষে সেই দেবতাদের দুয়ারই বা কে ঘুচিয়েছে? নিজেদের পা, এ জাতের জন্ম খোঁড়া হ'য়ে গেছে, তাতে ভর দিয়ে, আর কোনও কস্মিনেও দাঁড়াতে হ'চ্ছেনা, মরণ দশা আর কি, আবার অপ্সরা জাতটা দেখছি আবার আমাদেরও "ডিঙ্গিয়ে" চলেন। কি আপ্‌শোষের কথা বলো দেখি! এমন খাসা ক'রে মালা ছড়াটী গাঁথলাম, গলায় পর্‌বেন মুনীব। উঁ! এমন রাগ হয়; না, এ আমি কিছুতেই দেবোনা, এখুনি কুটী

ৃটী "বেঙ্গ" কুটী ক'রে, ঐ আরম সাগরের জলে ভাসিয়ে দেবো, দবো ! দেবো !

[সরোষভরে খরতর ছন্দ্যে প্রস্থান ।

অন্য পথে, কমলাক্ষ্য ও কঙ্কণের প্রবেশ ।

কমলাক্ষ্য । [অদূর হইতেই] হাঃ ! হাঃ, ! হাঃ ! বলো কি কঙ্কন ! বাঃ ! চমৎকার ! বিনয় গুণে তুমি অসাধারণ !

কঙ্কন । আজ্ঞে হাঁ, তা বটে, কিন্তু ওটাকে গুণ বল্‌বেন না, বরং মহৎ দোষ, কেন না, স্বভাবটীত ঠিক বিনয় বিভূষিত নয়, তবে এই যে নির্ভুল—হাত কচ্‌লানো, দেখ্‌ছেন, এটা চিরকাল অভ্যাস কিনা, তাই এক রকম স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। বল্‌লে, বিশ্বাস কর্‌বেন কিনা জানিনা, আমরা কিন্তু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও বিনয় দেখিয়ে থাকি। [কমল হাসিলেন] না না, হাসি নয়, একদিন পরীক্ষা কর্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন, ঘুমন্ত অবস্থায়ও দেখ্‌তে পাবেন, এমনি ধারা [হাত কচলানো দেখাইয়া] অনবরত "কচ্‌লে" যাচ্ছি, আর মাঝেমিশুলে, ঘাড় চুল্‌কে, আজ্ঞে, যে আজ্ঞেতে সাড়াও দিচ্ছি, কেন না, বহু দিনের অভ্যাস ত ? অবশ্যই পেকে উঠেছি।

কমল। কেন অনুতপ্ত হচ্ছো কঙ্কন ! আমি তোমায় কখনই সে চক্ষে দেখি না, বরং তোমার স্পষ্টবাদীতার প্রশংসাই ক'রে থাকি। এখন ও সব প্রসঙ্গ, যেতে দাও ! উৎসব শেষ ক'রে চলো, আমার সঙ্গে তোমায় মৃগয়ায় যেতে হবে। কেমন ? রাজী ?

কঙ্কন। নিশ্চয়ই, মৃগয়ায় যাবো, তাতে আবার দ্বিরুক্তি ? কেন না, নাচিব—গাইব, মরিব না খেয়ে। আর মাংস খাইব, মৃগয়ায় যাইয়ে।

(অদূরে ব্যস্তভাবে অনিমাকে আসিতে দেখিয়া সসঙ্কোচে একপাশে দণ্ডায়মান)

ব্যস্তভাবে অদূর হইতে বলিতে বলিতে অনিমার প্রবেশ।

অনিমা। কৈ—কৈ, যুবরাজ! স্বামিন্! শীঘ্র এস! বড় দুঃসংবাদ।

কমল। একি! একি! অনিমা! একি ভাব তোমার? কি হ'য়েছে? শীঘ্র বলো কি সংবাদ?

অনিমা। বড় সর্ব্বনেশে সংবাদ স্বামি! হায়, হায় সে যে আমাদের একমাত্র বংশদুলাল, বড় আদরের অনু আমার!

কমল। অঁ্যা! অনুবল? শীঘ্র বলো, কি হ'য়েছে তার?

অনিমা। একটু আগেই, রাজগুরু এসে উপস্থিত হ'লেন। প্রথমেই মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাত হ'য়ে, অনেক কথাবার্ত্তাই হ'লো, কথা কিছুই বুঝ্‌তে পারি নি, তবে দূর থেকে দুজনেরই খুব উত্তেজিত ভাব দেখা গেলো, সহসা কুমার অনুবলকে বেঁধে, মন্ত্রণা সভায়, নিয়ে যাবার আদেশ দিয়েই, ক্রোধে উন্মত্তের মত যেন বেরিয়ে গেলেন।

কমল। হুঁ! এ সেই অপরিচিত বালকটিকে আশ্রয় দানের কুফল। আমি পূর্ব্বেই বলি নাই অনিমা আমার বিশ্বাস, সেই ছদ্মবেশী কৃত কোনও দুর্ঘটনা সংঘটিত হ'য়ে থাকবে।

অনিমা। যাই হোক্, এর উপায় করতে হবে। যে রূপেই হোক্ অনুকে বাঁচাতে হবে, এ সুখের হাট, আনন্দের বাজার, প্রাণপণ চেষ্টাতেও, বজায় রাখ্‌তে হবে।

কমল। বোধ হয় ব্যর্থ হবে, কি চেষ্টা করবো অনিমা আমার!

বোধ হ'চ্ছে এ বুঝি ভবিতব্যতা, এ এক সিদ্ধ ষড়যন্ত্রের চরম সার্থকতা, যেন এক সদৃশ্য হস্তের অব্যর্থ প্রেরণা, নইলে, কুমার অনুবলকে একবারে বাঁধবার আদেশ? আর সে আদেশ স্বয়ং মহারাজের? আমাদের স্নেহময় আর্য্যের? যার মলিন মুখখানি দেখ্‌লে, তিনি জগৎ বিমলিন দেখেন, কতদূর অধৈর্য্য হ'লে, তবে তাঁর মুখে এ আদেশ সম্ভব হ'তে পারে। যাই হোক্, তুমি সত্বর অন্তঃপুরে যাও, চেষ্টায় যতদূর সম্ভব, তার বিন্দুমাত্র ক্রটী হবেনা। আর কিছু না হোক্, উপস্থিত এ বন্ধন আদেশ, পরিবর্ত্তন কর্‌তে পার্‌বো, তারপর জানিনা কতদূর কি ঘ'টে উঠে।

[প্রস্থান, সঙ্গে সঙ্গে, অনিমারও প্রস্থান।

কঙ্কন। (তাহাদের গতি লক্ষ্য রাখিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ! ও শুধু ধ'রেছে দেখ্‌ছি, হ্যাঁ বাবা! খেলোয়ার বটেন, বাঁকা ঠাকুরটী, এই ক'দিনেই একটা তোলপাড় কাণ্ড বাধিয়ে তুলেছেন দেখ্‌ছি।

হাসিতে হাসিতে ঝঙ্কারময়ীর প্রবেশ।

ঝঙ্কার। সেই তিনি? সেই যে গো! ঢেঁকী চড়া, পাকা দাড়ী হিঃ হিঃ হিঃ!

কঙ্কন। (ত্র্যস্তে ঝঙ্কারের মুখ চাপিয়া) আরে চোপ্‌ চোপ্‌! মৎ ঘাওড়াও ক্ষেপী! কেউ আবার কোথেকে, শুন্‌বে টুন্‌বে নাকি।

ঝঙ্কার। শুনবে আবার যম, সবাই এখন সেই দিকেই ঝুঁকেছে দেখ্‌ছি। হ্যা দেখো, আমার বুকের মধ্যে, যেন মস্ত একটা হাসির গোলা এই গড় গড়িয়ে, ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ! তা যদি বলো, "তোমাদের হাসির আর এতে আছে কি? পেবা ত চাক্‌রী?" তা হ'লেও,

তারও মাঝে মাঝে, মুখ বদ্‌লানো চাই বৈকী। অতএব খোষ খবর নাচো, গাও, লাগাও স্ফূর্ত্তি।

কঙ্কন। এবমস্ত্বস্তি, এবমস্ত্বস্তি।

(উভয়ের একত্রে গীত নৃত্যাদি)

গীত

খোষ খবরের ঝুটোও ভালো
হোক্ না হোক্ আশায় থাকি॥
পাই না পাই, পাবো ব'লে (কিন্তু)
আশার আঁচল পেতে রাখি॥

[নাচিতে, গাহিতে, উভয়েরই প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ত্রিপুর-মন্ত্রণা ভবন।

বিদ্যুন্মালী, মন্ত্রী, বলাসুর ও প্রহরীগণের প্রবেশ।

মন্ত্রী। এ বড় ভীষণ কথা, সেনাপতি! বুঝ্‌তে পার্‌ছি না, এর পরিণাম কতদূর ভীষণাকার ধর্‌তে পারে, দানবরাজের চির বিদ্বেষের পাত্র, বিষ্ণুর প্রতি, অনুরক্তি, সেই দানব-রাজকুমারের পক্ষে, গুরুতর বিপদের কারণও হ'তে পারে, প্রথমেই ত, এই বন্ধনাদেশ।

বিদ্যুন্মালী। আমি প্রথমতঃ এই ভাবছি, এ অনর্থপাতের জন্য, কে, প্রকৃত দায়ী? কার ত্রুটীতে, এতদূর ঘটে ওঠা, সম্ভব হ'লো? যখন প্রথমেই, এ বিষয়ে সন্দেহ হ'য়েছিল, তখন মহারাজ্ঞী বাধা দিলেও, যাঁর প্রতি পুরীরক্ষার সম্পূর্ণ ভার ন্যস্ত ছিল, তার পক্ষে, শত বাধা, উপেক্ষা ক'রেও, অঙ্কুরেই, সেই নবাগত বালককে, বিদূরিত, অন্ততঃ রাজান্তপুর হ'তে সরিয়ে দিয়ে, কুমারের সঙ্গছাড়া ক'রে দেওয়া, অবশ্য কর্ত্তব্য ছিল না কি?

বলাসুসর। এ যে বড় অন্যায় অনুযোগ, রাজা! স্বয়ং মহারাণীর আদেশের উপর, ক্ষমতা পরিচালনা, তাও অন্তঃপুর সংক্রান্ত ব্যাপারে, তাঁর আজ্ঞা অতিক্রম করায়, রাজমন্ত্রীর কি অধিকার? কতটুকু যোগ্যতা? অধিকন্তু অদ্যাপিও ত, সে বালক তাঁর আশ্রয়েই, সেই রাজান্ত-

পুরেই, অবাধে, বিচরণ কর্‌ছে না কি ? স্বয়ং আপনারাই বা কৈ, তাকে সে আশ্রয় চ্যুত কর্‌তে পেরেছেন, রাজা !

বিদ্যুন্মালী। তার কারণ, এখন আর তাতে, কোনই সুফল লাভের সম্ভাবনা নাই। পূর্ব্বে যা অতি সহজ ছিল, এখন তা, কঠিনতর হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, অঙ্কুরেই সে, নবাগত বালককে, বিদূরিত কর্‌তে পার্‌লে, কুমারকে, এ ভাবে আকৃষ্ট কর্‌বার অবসর, না দিলে, সহজেই সব মিটে যেত। সুতরাং যা ঘট্‌বার, তা ঘটে গেছে, তখন আর তাতে, ব্যস্ততায় ফল কি আছে ? তবে এজন্য, আজই স্বয়ং রাজ্ঞীকেও এর সমুচিত উত্তর দিতে হবে। অবশ্য, ঐ বালক ছদ্মবেশী প্রামাণিত না হ'লে, কোনও কথা নাই বটে।

মন্ত্রী। আমার বিশ্বাস, যখন এরূপ সঙ্কট সময়ে যখন, স্বয়ং দৈত্য গুরুদেব রাজভবনে উপস্থিত হ'য়েছেন, তখন অবিলম্বে, সকল রহস্যই উদ্‌ঘাটিত হবে। এই যে, রাজগুরু সহ স্বয়ং মহারাজও আগত, এখনি সকল বিষয়েরই সুমীমাংসা হবে।

শুক্রাচার্য্যে অগ্রে লইয়া, তারকাক্ষ্যের প্রবেশ।

শুক্রাচার্য্য। [অদূর হইতেই] তা আমি, প্রথমেই অনুমান ক'রেছি বৎস ! এ, নিশ্চয়ই দৈবী-মায়া, সেই চক্রীর ভীষণ চক্রান্ত। কিন্তু শুক্রাচার্য্যের চক্ষে ধূলি দিতে সহজেই কেউ, কখনও পার্‌বে না।

তারক। সে বিষয়ে, যা কর্ত্তব্য, আপনিই চিন্তা ক'রে, বিহিত বিধান করুন। বর্ত্তমানে, আমরা সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কেননা স্বয়ং ইষ্টদেব সম্মুখে, ভীষণ তরঙ্গসমাকুল অকূল ভবার্ণবের একমাত্র কাণ্ডারী যিনি, সেই পরমারাধ্য গুরুদেব বর্ত্তমানে, এই অকিঞ্চিতকর বিষয়ে আমাদের বল্‌বারই বা কি আছে ? চিন্তারই বা কারণ কি ?

গাহিতে গাহিতে চিত্রসেনের প্রবেশ।

গীত

দয়াল কাণ্ডারী গুরু খুবই সত্য মিথ্যা নয়।
কিন্তু দেহ তরিখানির কর্ত্তা শুধু শ্রীগুরুই একা হ'লে ত হয়॥
কি করিবেন গুরু কর্ণ ধ'রে, দশটি দাঁড়িই যদি উজান ধরে—
মজে নিজে কর্ম্ম ফেরে গুরুর দোষটি দিলেই কি হয়॥
সুবাতাসে উড়ালে বাতাস, নিজেই মাঝি আমি যার নাম,
কিন্তু ভাবের ঘরে চলেনা চুরি, তাই ডুবে তরি অসময়॥

[গীতান্তে প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। অতি সত্য কথা, বুঝেছ বৎসগণ! গন্ধর্ব্বরাজের এই গীতটার মর্ম্ম অনুভব ক'রেছ কি? শুধু গুরুর প্রতি অনুযোগ দিলেই হবেনা ত, তাঁর প্রতি বিশ্বাসও তেম্‌নি অটলভাবে রক্ষা করা চাই। একান্ত নির্ভরতা অব্যাহত রেখে, স্থির ধীরভাবে, তাঁরই প্রদর্শিত পথে, অবিচারে অকুণ্ঠিতচিত্তে অগ্রসর হওয়া চাই। যাক্, এখন প্রথমেই চাই আমি, সেই মহারাণীর আশ্রিত অপরিচিত বালকটীকে, যার মুখের গান শুনে, কুমারের এই ভাবান্তর, মাত্র তার উপর কঠিন পীড়ন আরম্ভ হ'লেই সকল রহস্যই প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে।

তারক। সেনাপতি! আদেশ পালন করো! অবিলম্বে সেই বালককে বেঁধে আনো!

সেনাপতি। রাজাদেশ শিরোধার্য্য, কিন্তু এক কথা; (রাজার প্রশ্নসূচক দৃষ্টি) সাম্রাজ্ঞীর আশ্রিত সে।

তারক। কি আশ্চর্য্য! জানো, ইতঃপূর্ব্বে, আমি নিজের পুত্রকে,

ত্রিপুর রাজনন্দন, একমাত্র বংশধর আত্মজকে, বন্ধনের আদেশ দিয়েছিলাম, কর্ত্তব্যের পথে পাষাণপ্রাণ আমি, কোনও কিছু মান্‌তে চাই না। কুলধর্ম্মের কাছে, অভিষ্ট দেবতার নিকটে, স্ত্রী, পুত্র, স্বজন, সংসার, কোন্ তুচ্ছ—তুচ্ছাদপি, তাতে প্রয়োজন হ'লে, সংসারের সমগ্র স্নেহবন্ধন, নিষ্ঠুর হস্তে ছিঁড়ে ফেলে, বজ্রাদপী কঠোর হব। যাও! যেরূপেই হোক্, অবিলম্বে বেঁধে আন্‌বে তাকে।

বলিতে বলিতে চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। এই আমার কথাই হ'চ্ছে বুঝি? তা, বেঁধে আনার আর দরকার হ'লো না, আপনিই এসে প'ড়েছি। বলি দোষ ঘাট্ ত কিছুই করিনি, তবে আর ভয় কিসের? তবে যদি দুঃখী ছেলে বলে, আমার কেউ নেই ব'লেই পীড়ন করো, তা হ'লে আর উপায় কি? নইলে, বিচার ক'রে, দণ্ড দিলে ত, মাথা পেতে নিতে পারি।

শুক্রাচার্য্য। স্থির হও বালক! আমার নিকটে এস ত! আমার দিকে বেশ ভাল ক'রে চাও দেখি! (বিশেষভাবে নিরীক্ষণাদি)

চিন্তামণি। (আত্মস্থভাবে) ওঃ! আপনিই বুঝি গুরু ঠাকুর? তা হ'লে আগে প্রণাম করাটা দরকার নিশ্চয়ই। (প্রণাম)

শুক্রাচার্য্য। (চিন্তামণির আমূল পরিদর্শনে স্বগত) হুঁ! বেশ নিখুঁত সাজেই সেজেছ সত্য, খুবই চাতুরী খাটিয়েছ বটে এদের কাছে। কিন্তু শুক্রাচার্য্যও খুব সহজে তোমায় ছাড়বে না জেনো! দেখি কতদুর কি ঘ'টে ওঠে।

চিন্তামণি। কৈ? আশীর্ব্বাদ ত কিছু কর্‌লেন না ঠাকুর! মনে মনে

কি ভাব্ছেন? শুধু আমার দিকে "ফ্যাল্‌ফেলিয়ে" চাইছেন কেন? কাণ্ডখানা কি? ওঃ! সবাই বুঝি, আমার নামে, খুবই লাগানি ভাঙ্গানী দিয়েছে? আমি কিন্তু খাঁটী সত্য কথাই বল্‌ছি, এতে কিছুই আমার দোষ নেই।

শুক্রাচার্য্য। এ অতি চতুরতা পরিত্যাগ করো বালক! ওতে আমায় ভুলাতে পারবে না, নিশ্চয় তুমি ছদ্মবেশী, তা না হ'লে, এভাবে গীতচ্ছলে তাকে আকৃষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌বে কেন? এতে তোমার আর কি বল্‌বার আছে?

চিন্তামণি। বল্‌বার আবার অন্য কি থাক্‌বে? আমি অত শত কিছুই জানি না, গান গাওয়া, আমার চিরকেলে অভ্যাস, সেদিনও তেম্নি গেয়েছি, কিন্তু তার যে, ছাই অত বড় প্রকাণ্ড মানে, তা আর জানি কি? আর সেই গান শুনেই যে, রাজকুমার এঁদের, এমন বিগ্‌ড়ে যাবে, তাই বা আগে কি ক'রে বুঝি? কিন্তু আমি ত সেই, (মন্ত্রী নির্দ্দেশে) ঐ উনি শাসন করার পর থেকে, ভুলেও, আর একটি দিনও, ও গান মুখে অব্‌ধি আনিনি, বরং নিজেই তাকে, কত বারণ ক'রেছি। কেন, মাইত এর সাক্ষী আছেন (মন্ত্রীআদি নির্দ্দেশে) এঁরাও অবিশ্যি জানেন বৈকী।

শুক্রাচার্য্য। (স্বগত) হুঁ! বুঝ্‌তে পেরেছি। সহজে যে, তুমি ধরা দেবে না, তা বিলক্ষণই বুঝি, চতুরচূড়ামণি যে, বেশ আট্‌ঘাট্‌ বেঁধেই চল্‌বেন, তা কি আর জানি না? দৃষ্টতঃ কোন প্রমাণে তোমার ছদ্মবেশ প্রমাণিত করা দুঃসাধ্য, পূর্ব্বেই তা অনুমান ক'রেছি। কিন্তু আমি দেখছি, এর অন্য সহজ উপায় যথেষ্টই প'ড়ে আছে। এ ক্ষেত্রে কি ভাবে যে, তোমার মর্ম্মে আঘাত দিতে হবে, শুক্রাচার্য্যও তা ঠিকই ভেবে নিয়েছে। এই সূত্রে, সে

প্রতিহিংসা, সেই অভিমানের দারুণ বেদনা, প্রশমিত, তোমার পক্ষপাতিত্বেরও যথোপযুক্ত প্রতিফল দেওয়া হবে। হ্যাঁ, তাই, (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ বালক! আমি এতক্ষণ চিন্তা ক'রে দেখ্‌লাম, তোমার এ সকল কথা সত্য হ'লে, তুমি নিরপরাধই বটে। (রাজাকে) সত্য বৎস! যখন প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাব, তখন, এ প্রকৃত ছদ্মবেশী হ'লেও, ঐ দৃষ্টতঃ প্রমাণাভাবেই আমাদের নিরুত্তর হ'তে হ'চ্ছে। কি বলো দৈত্যবীরগণ! এতে তোমাদেরই বা, কি অভিপ্রায় ?

বিদ্যুন্মালী। আমাদের আর, অন্য কি অভিপ্রায় থাকতে পারে প্রভু! আমরা চাই শুধু, মহামহিমান্বিত, দৈত্যবংশের সুভাস্বর যশোরশ্মি, চিরদীপ্তিশালী হ'য়ে থাকুক, তাঁদের অপক্ষপাত বিচারশক্তি, অব্যাহত ও সুপবিত্র হউক। যতই বিপদের বিকট মূর্ত্তি ক্ষুধিত আক্রোশে, ধেয়ে আসুক, বিড়ম্বনার প্রবল ঝঞ্ঝা, যেমনই, ক্ষুব্ধ রোষে, বইতে থাকুক, আমরা স্থির, ধীর, প্রশান্তভাবে, সে সব আলিঙ্গনের মধ্যে ল'য়ে, ক্ষুরধার কর্ত্তব্যের পথে, অটল, অচল, অকম্পিত দৃঢ় পদে, একই লক্ষ্যে, সমান ভাবে চল্‌তে থাকবো, চিরগরিষ্ঠ, ন্যায়নিষ্ট, দৈত্যবংশের প্রশংসমান সুবিচার গর্ব্ব, সহস্র অগ্নি পরীক্ষায় সসম্মানে সমুত্তীর্ণ, সমোধিক উজ্জ্বলতর রাখতে চাই। তবে বক্ষ্যমান প্রসঙ্গে আমার মন্তব্য এই যে, অপরাধের দৃষ্টতঃ কোন প্রমাণ না থাকায়, অভিযুক্ত অব্যাহতি লাভ করে, আপত্ত্য নাই, কিন্তু রাজভবন হ'তে তাকে অবিলম্বে বিদূরিত করা হবে না কেন ? প্রমাণ থাক, আর নাই থাক, যখন এত বড় এক মারাত্মক সন্দেহ তার প্রতি, তবুও কি জন্য, সেই রাজান্তঃপুরেই তাকে স্থান দেওয়া হবে ? না, হ'তে পারে না, অগৌণে বিতাড়িত করা হোক্ সে বালককে।

শুক্রাচার্য্য। অতি সুচিন্তিত, সারগর্ভ সুযুক্তি। আমি ত সর্ব্বান্তঃকরণে, এ বিষয়ে, সম্পূর্ণ অনুমোদন করি।

তারক। শুনছ সেনাপতি! সুতরাং যাও! সেই বালককে, উপযুক্ত সৈনিকপ্রহরী দ্বারা এই মুহূর্ত্তে রাজ্যসীমার, বাহিরে রেখে আসার ব্যবস্থা করো!

বলিতে বলিতে, রাজ্ঞী ধনিষ্ঠার প্রবেশ।

ধনিষ্ঠা। (অদূর হইতে) সে কি! বিনা অপরাধেই? কেন, সে নিরাশ্রয় মাতৃহীন বলে? (অগ্রসর ও গুরুকে প্রণাম) এই কি দয়াময় দৈত্যগুরুর আদেশ? কোনও প্রমাণ নাই যার অপরাধের, অকারণ তবুও তাকে বিতাড়িত করা হবে? না না, তাকি হ'তে পারে? আমি বুঝেছি এ গুরুর আদেশ কখন নয়, সুতরাং বল্‌ছি, তা হবে না, মহারাণী ধনিষ্ঠার জীবনসত্বে, অন্ততঃ সে এখানে উপস্থিত থাকতে, তারই আশ্রিত, এই মাতৃহীন বালককে, সে স্নেহের আশ্রয়চ্যুত কর্‌তে, কেউ পার্‌বে না।

শুক্রাচার্য্য। সে কি, মা! অমঙ্গলকে যেচে আহ্বান কেন? আমরা তোমার হিতের জন্যই এ কথা বল্‌ছি, বেশ ভেবে দেখো! পরিণামে এতে হয় ত, তোমার পুত্রেরই মহা অমঙ্গল ঘট্‌তে পারে।

ধনিষ্ঠা। ঈশ্বর না করুন, যদি সত্যই ভাগ্য প্রতিকূল হয়, কে তার প্রতিকার কর্‌তে পার্‌বেন? কিন্তু সে জন ;—মাত্র একটা সন্দেহবশে, নির্দ্দোষ এক নিরাশ্রয় বালককে, কেমন ক'রে তাড়িয়ে দেবো? নিজের ছেলের এক কাল্পনিক অশুভাকাঙ্ক্ষায়, পরের ছেলের যেচে নেওয়া আশ্রয়, পাওয়া করুণায় বঞ্চিত কর্‌বো? আহা! মা-হারা বড় অসহায়, দয়ার আশায় যে দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায়, অতি বঞ্চিত, স্নেহের কাঙাল, একটুখানি মাতৃস্নেহের আশায়, যে সজল নয়নে মুখ চেয়ে, আকুল হ'য়ে কেঁদে ওঠে, কে আছে এমন পাষাণী, নিজে মা হ'য়ে, সেই অসহায়

বালককে, মাতৃত্বের দ্বার হ'তে, রিক্তহস্তে ফিরিয়ে দেয় ? অন্ততঃ "মা" যে, সে তা কখনই পারে না, সুতরাং "মা" আমি তা কখনই পার্‌ব না ?

তারক। সাবধান রাণি ! এ অত্যধিক হ'য়ে যাচ্ছে, প্রথমতঃ তাকে আশ্রয় দানই তোমার, অন্যায় হ'য়েছে, তার উপর এই অত্যধিক স্নেহের দৌর্ব্বল্য, কিন্তু আমার ধৈর্য্য অসীম নয় জেনো।

ধনিষ্ঠা। আমায় দণ্ড দেবেন রাজরাজেশ্বর ! এই আশ্রয় দানের অপরাধে ? বেশ। কিন্তু আমিও বলিছি ত, মায়ের এই অতি স্বাভাবিক অফুরন্ত করুণাধারা, কখনই রুদ্ধ হবে না, শত সহস্র বাধা ব্যবধানেও।

তারক। কে বলে ? রাজদণ্ড ও সকল কোনও কিছু গ্রাহ্য করে না মুহূর্ত্তের তরেও। সুতরাং অবশ্যই বিতাড়িত হবে সে বালক এই দণ্ডেই, দেখি কি সাধ্য মহারাণীর, তাকে রাখ্‌তে পারে।

ধনিষ্ঠা। রসাতলে যাক্ সে মহারাণীত্ব আমার, মহারাজ ! এখানে মহারাণী নয়, রক্ষা কর্‌বে আমার নিজস্ব মাতৃত্ব, এই অসহায় মাতৃহীনকে নিজের বুকে পেতে দিয়ে। অতএব আয় ! আয় মা-হারা অনাথ ! আয় ! আয়রে নিরাশ্রয় মাতৃস্নেহের চির কাঙাল ! আয় ! আমার বুকে আয় ! আমিও দেখ্‌তে চাই, কে আছে এমন পাষাণ প্রাণ, তোকে এই বুক ছাড়া করতে সক্ষম হয়। দেখ্‌তে চাই, কত প্রবল এই রাজবিধি, মাতৃত্বকেও ছাপিয়ে যায়।

(ব্যগ্র চাঞ্চল্যে চিন্তামণিকে কোলে লইলেন)

গাহিতে গাহিতে চিত্রসেনের প্রবেশ।

গীত

মরি জগদ্দুর্ল্লভ মাতৃমূর্ত্তি ও যে বিশ্বমূর্ত্তি সার।
দেখ্‌লে পাষাণ গ'লে জল হ'য়ে যায় ;
শির আপনি নত সম্মুখে যার॥

মায়ের বিধিদত্ত অতুল অধিকার—
রাখ্‌তে মা হ'য়ে দাঁড়ালে পরে, মার্‌তে পারে সাধ্য আছে বা কার,
স্বয়ং অভয়ারূপিনী মাতা, কল্যাণ অমৃতানন্দ প্রসবিতা,
সে চির নির্ভয় শমন জয়ী, শুধু মা সদয়া হ'য়েছেন যার॥

শুক্রাচার্য্য। বাঃ! চমৎকার! আমি মুগ্ধ হ'য়েছি মা! তৃপ্ত হ'য়েছি, ধন্য তোমার মাতৃহৃদয়, শ্লাঘ্য তোমার আশ্রিত পালন; আচ্ছা ভয় নাই মা! আমি বল্‌ছি, আর কেউ তোমার, এই আশ্রিত বালককে কিছুই বল্‌বে না।

চিন্তামণি। তবে আর ভয় কি মা! (শুক্রাচার্য্য নির্দ্দেশে) উনি যখন বল্‌ছেন, তখন আর কেউ আমায় কিছুই বল্‌বেন না। এখন যাও মা! তুমি এখান থেকে চলে যাও। এত সব লোকের মধ্যে, আমার মাটীকে, আমি থাকৃতে দেব না। বলো না রাজা! মাকে আমার, বাড়ীর মধ্যে যেতে বলো না।

ধনিষ্ঠা। না, আর কাউকেই কিছু বল্‌তে হবে না, আমি আপনিই যাচ্ছি।

[প্রস্থান।

চিন্তামণি। (স্বগতঃ) হাঁ, আমিও বল্‌ছি মা! শত ধন্যা তুমি। অতুলন তোমার মাতৃহৃদয় খানি। আজ ঘোর অনুতপ্ত আমি, লজ্জায় যেন তোমার দিকে চাইতে পার্‌ছি না। এমন করুণাময়ী ধর্ম্মপ্রাণা মহিমময়ী সতী সাধ্বীর সর্ব্বনাশে, আমি কি নিষ্ঠুর ছলনাই আরম্ভ ক'রেছি, ধিক্‌! না-না, দেখি যদি, অন্যরূপে ফেরাতে পারি। (প্রকাশ্যে) রাজা! রাজা! সত্যই আমিই অপরাধী, সত্য সত্যই আমি কৌশলে তোমার ছেলেকে, হরিনামে মাতিয়ে তুলেছি, এতে যে দণ্ড হয়, আমাকেই দাও! কিন্তু আমার ঐ মাটীকে, তোমরা

কেউ কিছু বল্‌তে পারবে না, আমিই দোষ স্বীকার কর্‌ছি। এ সকলেরই মূল আমি।

বলিতে বলিতে অনুবলের প্রবেশ।

অনুবল। না না, মিথ্যা কথা কেন বল ভাই! তুমি আর কবে কৈ আমাকে ভুলবার কি চেষ্টা ক'রেছ? (অগ্রসর হইয়াই প্রথমে গুরুকে ও রাজাকে প্রণাম করিয়া) না না, গুরুদেব! ও সব মিথ্যা কথা, বাবা! প্রথমে সেই এক দিন, ওঁর মুখে, শুধু একটি গান শুনেছি, আর সে গানও, আমিই ওঁকে গাইতে ব'লেছি। আর একবার শুনেই যেন, জন্মান্তরের কত কামনার ধনের সন্ধান পেয়েছি। এতে, অন্য কারও, কোনও দোষ নাই, হরিনাম লওয়া যদি অপরাধ হয় তা হ'লে অবশ্য আমিই শতবার অপরাধী।

তারক। দূর হও! দূর হ'য়ে যাও—শঙ্করের কৃপা বঞ্চিত হতভাগ্য, কুলাঙ্গার পুত্র! সম্মুখে আসিস্‌ না।

শুক্রাচার্য্য। শান্ত হও বৎস! আমি কুমারকে বুঝিয়ে দিচ্ছি। ছেলে বয়স বইত নয়, একটা সাময়িক উত্তেজনায়, হ্যাঁ, একটু অন্যায় ক'রে ফেলেছে অবশ্য. তা ব'লে, সত্যই কি আর এ ভাবটা চিরস্থায়ী থাক্‌বে? আর তোমাকেও বলি কুমার! কেন আপনার পথে, আপনিই কাঁটা দিতে বসেছ? যাক্‌, যা হবার সেতো হ'য়েই গেছে; সে জন্য কোনও দোষ হবে না, আমি বল্‌ছি; কিন্তু এখনও আমার সম্মুখে স্বীকার করো, আর ও নাম, উচ্চারণ কর্‌বেনা?

অনুবল। সে কি! হরিনাম উচ্চারণ কর্‌বো না? না না, তা কি হয়? বরং বলুন, শুধু মুখে উচ্চারণ নয়, মনে প্রাণেও সে নাম স্মরণে এক মুহূর্ত্তেও যেন ভুল করি না। হায় বাবা! হায়!

হায় গুরুদেব! সে কি ভোলা যায়? অন্তরের গোপন কোন্‌টীতে বসে, সেই সর্ব্বেশ্বর আমার, মরমের তারে ঝঙ্কার তুলে, সমস্ত হৃদয় ভাণ্ডার আমার পরিপূর্ণ ক'রে তুলেছেন, ভোরপুর রেখেছেন, এও কি ভোলা যায়? কতজন্মের যাচা নিধি, এবার অনায়াসে পেয়ে, কখন কি অবহেলায় হারানো যায়? আমরি, মরিরে! সে যে ভুবনসুন্দর ভোরপুর আনন্দ ভাবময়, অতুলন সে জগদ্দুর্ল্লভ রূপরাশী, বিশ্ববিমোহন, সে সুধাহাসি, পাগল করা সেই মোহন বাঁশী, এর কোন্‌টী ভুলি? একটীও কি ভোলা যায়?

অনুবলের— গীত

আমার মরমের মাঝে অহরহ বাজে,
সেই মধুর মোহন বাঁশী।
সারা বুক জুড়ে বসি প্রিয় শ্যাম শশী,
তার নধর অধরে হাসী॥
কত জনমের বঞ্চিত ওগো
শত সাধনার সুধা সার,
অণু রেণু হ'তে বিশ্ব বিরাট
লুটিছে চরণে যার,
এখন সে যদিও ভুলে তবুও ভুলিতে
আমি পারিবনাত' কভু আর
ভোরপুর আমি লইয়া তাঁহারে
বড় সুখী শুধু নিজে ভালবাসী॥

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) হুঁ আদর্শ ভক্তের লক্ষণই বটে। প্রবল অনুরাগ, অসাধারণ বটে। হাঁ হবে, এরই দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হ'তে পারে। এমন এক অসাধারণ প্রিয় ভক্তে আঘাত না দিলে, সে

মর্ম্মস্থল, জ্ব'লে উঠ্‌বে কেন ? নইলে বুঝ্‌বে না ত নির্দ্দয় পক্ষপাতী তুমি, যে নিজ নিজ ভক্তের পীড়নে, সকলেরই বুকে কি গভীর বেদনা অনুভব হ'য়ে থাকে ; নিষ্ঠুর পক্ষপাতী ! তুমি চিরদিন ; বৃহস্পতিকে শীর্ষস্থানে রেখে, তার প্রত্যেক শিষ্যটিকে, সফল ক'রে তুলেছ ; কিন্তু কিসে দোষী, এই শুক্রাচার্য্য ? যে, তার প্রাণোপম সমুদয় ভক্ত শিষ্যগণে, আবহমানকাল হ'তে নিষ্ঠুর হস্তে শুধু ধ্বংসের মুখেই তুলে দিতে আছ ? তার কিছুও, এতে পরিশোধ হবে। হাঁ, ঠিক্, এই উৎকৃষ্ট পন্থা, প্রকৃষ্ট সুযোগ। বাঃ ! চমৎকার ! তাই হোক্। (প্রকাশ্যে) কি, দৈত্যবীরগণ ! সবাই নীরবে, যা ভাবছ তোমারা, আমিও এতক্ষণ, শুধু তাই ভেবে দেখ্‌লাম, এতে একমাত্র রাজকুমারই যা কিছু অপরাধী, অন্য কেউই নয়, যদি ইচ্ছা হয়, ও সাধ্য থাকে, তবে শাসন কর্‌তে পারো তাকেই।

তারক। নিশ্চয়ই, ব'লেছি ত, কুলধর্ম্মের বিপরীতাচারী, আমাদের ঐকান্তিক একনিষ্ঠার, অন্তরায়রূপী যে, সে যেই হোক্ না, আমাদের ঘোরতর শত্রু, সমগ্র দৈত্যবংশেরই পরমশত্রু ; তাকে কঠোর সাজা, নিতে হবে, এবং সে সাজা, নির্ব্বাচিত হবে, স্বয়ং দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের শ্রীমুখ হ'তে।

শুক্রাচার্য্য। না না, আমাকে আর এ বিষয়ে জড়ানো কেন বৎস ! তোমরাই যা হোক্ একটা, বিহিত বিধান ক'রে ফলো। কেন না এত আর অন্য যে কোনও সাধারণ ব্যক্তি নয়, রাজপুত্র, সমগ্র ত্রিপুররাজ্যের, ভাবী রাজ্যেশ্বর, তোমাদের একমাত্র বংশধর, তাকে সাজা দেওয়া সম্ভব হবে কি ? অনর্থক কেন, আমার বাক্য অবহেলা ক'রে, অপরাধী ?

তারক। ওঃ ! এখনও আমার দৃঢ়তায় সন্দেহ আছে ? আচ্ছা

গুরুদেব! এই আপনার শ্রীচরণ সাক্ষী রেখে, প্রতিজ্ঞা করছি, এতে আপনি যা আদেশ করবেন, তাই প্রতিপালিত হবে। যে দণ্ড বিধান করবেন, তাই তাকে দেওয়া হবে, তা যতই কঠিন, যেমনি ভীষণ হোক্ না কেন।

শুক্রাচার্য্য। সাধু! সাধু বৎস! এ দৃঢ়তায়, অবশ্য তোমার মঙ্গলই হবে, যাই হোক্, এদিকে, আমি, আরও কিছু সময় দিচ্ছি, কুমারের চিত্ত পরিবর্ত্তনের জন্য, তোমরা, বিশেষভাবে চেষ্টা ক'রে দেখো! এখনও যদি সব ভুলে, স্বপথে আসে, সবাই ক্ষমা হ'তে পারে।

বিদ্যুন্মালী। হ্যাঁ, চেষ্টা করতে হবে, খুব কঠোর ভাবে। আমি বেশ জানি, ভাল কথায়, বালকদিগের, শুধু প্রশ্রয় বৃদ্ধিই হ'য়ে থাকে, শোনো অনুবল! যদি এখন নিজের মঙ্গল চাও কথা রাখো! নইলে কেউ তোমাকে রাখতে পারবেন না, অন্য সাজা ত পরের কথা, উপস্থিত আমার কাছেই, কঠোর সাজা নিতে হবে, যদি পুনরায় অমনভাবে, ঐ নাম উচ্চারণ ক'রো, কঠিন বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হ'তে হবে। প্রহরি! বেত্র চাই, অবিলম্বে আনো! দেখি অবাধ্য বালক! তোমায় শাসন করা যায় কিনা।

অনুবল। কেন ভয় দেখাচ্ছেন, কাকা! বেত্রাঘাত ত ছোট কথা, আমি প্রাণের ভয়েও, প্রাণারাম হরিনাম কখনই ছাড়বো না। যাকে আমার সর্ব্বস্বের সর্ব্বেশ্বর ভেবে, আদরে হৃদয় সিংহাসনে বসিয়ে, ধন্য হ'তে পেরেছি, সেই আমার অন্তরদেবতার, মধুর দাসত্ব ছেড়ে, কখনই থাকতে পারবো না, বেত্রাঘাত কেন? এতে যদি প্রয়োজন হয় তোমরা আমার প্রাণই নাও না কেন, কাকা! কিন্তু হরিনাম আমি কখনই ছাড়বো না।

তারক। ওঃ! অসহনীয়, অমার্জ্জনীয় এই অতীব ধৃষ্টতা, আমার পুত্রের এই কথা? ওঃ! বিশ্বনাথ! এ অপেক্ষা আমার অপুত্রক নাম সুখের ছিল। না না, আর না, কেন আর গুরুদেব! কিসের প্রতীক্ষা? যথোপযুক্ত সাজা দিন, অতি কঠোর দণ্ড বিধান করুন!

শুক্রাচার্য্য। (স্বগত) বাঃ! উত্তম সুযোগ, এইবার দেখাবো তোমায় চক্রি! এই বুকের মাঝে, কত জ্বালা, পূর্ণরূপে অনুভব করাব এবার তোমায় পক্ষপাতী নিষ্ঠুর! ভক্তজনিত সে বেদনা কত মর্ম্মদাহী। তোমায় তার, কি দণ্ড দেওয়া সম্ভব হবে? আর তাতেই বা, কি আবশ্যক আছে? এই অতি প্রিয়ভক্তটীকে, তোমার সম্মুখেই, যন্ত্রণাময় অতি কঠোর সাজা দেওয়াব, তা হ'লেই বাধ্য হ'য়ে ছদ্মবেশ ছেড়ে, তাকে রক্ষা করতে হবে, দৈত্যগণের অহিতকর এ মায়া চাতুরী, অবশ্যই ছাড়তে হবে, আর না হয়, চোখের সম্মুখে, ভক্তের সে শোচনীয় মৃত্যু, নির্ব্বাকভাবে দেখ্‌তে হবে। (প্রকাশ্যে) হ্যাঁ, আমি এতক্ষণ বিশেষরূপেই চিন্তা ক'রে দেখ্‌লাম, দৈত্যবীরগণ! এতে এমন কোনও সাজা চাই, যাতে সমগ্র দৈত্য সাধারণ ভীত চকিত হ'য়ে ওঠে। ইষ্টত্যাগী রাজপুত্রের সেই কঠোর দৃষ্টান্ত দেখে, ভ্রমেও কেউ ওপথে, অগ্রসর হওয়ায়, সাহসী না হয়। অতএব শোনো বৎসগণ! আগামী কৃষ্ণা চতুর্দ্দশীর দিন প্রদোষে, বিশ্বনাথের মন্দিরে তারই প্রীত্যর্থে, কুল-ধর্ম্ম ত্যাগী রাজপুত্র অনুবলকে সর্ব্বসাধারণ সম্মুখে, প্রজ্জ্বলিত অনলকুণ্ডে আহুতি প্রদান করতে হবে।

তারক। অ্যাঁ!

সকলে। ওঃ! সর্ব্বনাশ! কি ভীষণ দণ্ডাজ্ঞা!

আগ্নেয় প্রবাহ ছুটে যেন শ্রবণ বিবরে।

বিদ্যুন্মালী। অ্যাঁ! এ কি সত্য শুনি ?
কিম্বা ইহা জাগ্রত স্বপন মম
অথবা এ কঠোর পরীক্ষামাত্র আমা সবাকার ?
তা না হ'লে দয়াময় ইষ্টদেব, চিরারাধ্য
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মুখে,
নিদারুণ হেন বজ্রবাণী সম্ভবে কখনো ?
না না, পরীক্ষা এ সুনিশ্চয়, নাহিক সংশয়।

শুক্রাচার্য্য। না না, নহেক পরীক্ষা ইহা ধ্রুবসত্য,
নির্ম্মম কঠোরতর অতি সত্য সাজা
প্রদানিব সুনিশ্চয় জানিও সবাই।

বলাসুর। কার সাধ্য ? কখনই নয়।
মোরা বিগুমানে, কে দিবে, এ হেন কঠোর সাজা,
প্রাণাধিক কুমারে মোদের ?
এতক্ষণ কহি নাই কোনও কথা, কিন্তু আর নয়,
বলিতেছি সুস্পষ্ট ভাষায়, নন্ ইনি হিতকামী,
সুভীষণ উদ্দেশ্য ইহাঁর আছে সুনিশ্চয়,
তাই মনে হয়, বুঝি ইনি, না না, বুঝি নয়
সুনিশ্চয় ছদ্মবেশী ইনি
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য কখন নন্।

তারক। স্তব্ধ হও! সাবধান সেনাপতি! কাকে কি বল্‌ছো ভ্রান্ত! রসনা সংযত করো! জানো, উনি. কে ? আমার স্বর্গ, আমার সাধনা, আমার মোক্ষ্য মুক্তিদাতা, তিনি, যা আদেশ কর্‌বেন, তা যত কঠোর, ভীষণ হ'তে ভীষণতর হোক্ না, অবশ্যই ;—কিন্তু, কিন্তু গুরুদেব! কি দুচ্ছেদ্য এই স্নেহের বন্ধন ? কি প্রবল পুত্র মুখের

অনিবার্য্য স্নেহের আকর্ষণ? কি অসম্বরণীয় সংসারের মায়া প্রলোভন? হোক্, কিন্তু সাবধান তারক, খুব সাবধান! সম্মুখে পরমারাধ্য অভিষ্ট দেবতা, তাঁর আজ্ঞা অলঙ্ঘনীয়, অবশ্য প্রতিপাল্য, এ কথা অনুক্ষণ স্মরণ রেখো!

অদূর হইতে বলিতে বলিতে, কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমলাক্ষ্য। আর যদি অবাধ্য হই, কি সাজা নিতে হবে? এ গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘনে কোন নরকে যেতে হবে? আমি তাতে আনন্দে প্রস্তুত আছি। কিন্তু এই হৃদয়হীনতা, এই অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশ কখনই মেনে নিতে পার্‌ব না, উঃ! কি নিষ্ঠুর কথা, ভাব্‌তেও বুক ফেটে যায়, রাজকুমার, আমাদের একমাত্র বংশধরকে হত্যা কর্‌তে হবে? অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানি যার, অবিরাম হৃদয়ে ধ'রে, আজও আশা মেটে নাই, সেই স্নেহ সরসীর, স্ফোটনোন্মুখ সুকোমল-শতদল-সেই নবনীত সুকোমল প্রাণ পুত্তলীটি, অনলকুণ্ডে?—না না, কার সাধ্য? কখনই হবে না; অন্ততঃ এই কমলাক্ষ্যের জীবন সত্ত্বে, কেউ তাতে সক্ষম হবে না, এজন্য প্রয়োজন হ'লে রাজদ্রোহী হব। সমগ্র রাজ্যব্যাপী রাষ্ট্র বিপ্লব ঘটায়ে তুলে, সারা ত্রিপুররাজ্য ছারখার ক'রে অবশেষে, আপনিও আত্মাহুতি দান কর্‌বো, এই আমার সার, সত্য কথা।

শুক্রাচার্য্য। অযথা, উত্তেজিত হ'য়ে উঠে, যা ইচ্ছা তাই-ই যে, বল্‌ছো কমলাক্ষ্য! কি আশ্চর্য্য! তোমাদের দণ্ড বিধিটা, কি তবে, শুধু দুর্ব্বল ও নিরাশ্রয় ব্যক্তির জন্য নাকি? প্রবল, বা রাজাত্মিয়বর্গ সহস্র অপরাধী হ'লেও, কোনও দণ্ডভোগী হবে না, কেমন?

কমল। দণ্ড? এর নাম দণ্ড বল্‌তে চান্ গুরুদেব? কিন্তু

।মি বল্‌বো, এ দণ্ড নয় হত্যা। নিষ্ঠুরভাবে আমাদের নির্ব্বংশ ওয়ার কথা। নইলে, কে কবে, আপনার পুত্রে অনলে আহুতি তে পেরেছে? এমন অভূতপূর্ব্ব নিষ্ঠুর দণ্ডাদেশ, কোথায়ই বা, ার শুনা গেছে?

শুক্রাচার্য্য। বালক তুমি, কি জানো? আর কিই বা শুনেছ? 'টা সংবাদই বা রেখে থাকো? অভূতপূর্ব্ব কেন? আমি বল্‌ছি তপূর্ব্ব। দৈত্যগণের সমুজ্জ্বল ইতিহাসে, সে কথা স্বর্ণাক্ষরে খোদিত াছে, এই সেদিনও, দৈত্যকুল গৌরব "মহাবীর হিরণ্যকশিপু" এই ামারই চক্ষের সম্মুখে, এ অপেক্ষা কঠোর সাজা, স্বয়ংই নির্ব্বাচিত 'রে, শুধু অনল নয়, অনল, হস্তি পদতল, হলাহলাদি প্রাণান্তকর, ঠোর দণ্ডে, নিজ পুত্রে দণ্ডিত ক'রেছিলেন। যাক্ সে বিষয়ে অনর্থক াক্‌বিতণ্ডা, অনাবশ্যক মনে করি। আমি শুনতে চাই তারক! তুমি ত্য পালনে বাধ্য কি না?

তারক। হাঁ, শতবার বাধ্য। আর শুধু বাধ্য কেন গুরুদেব! ামি সতঃই সাগ্রহে সত্যের মর্য্যাদা রক্ষায় সমুৎসুক; কিন্তু কি র্‌বো? আজ বুঝি, সত্যই আমি নিরুপায়। আজ এ দুঃসময়ে, । ঘোর সত্য সঙ্কটকালে, দেখছি, এখন আর আমার কেউ নাই। কউ জান্‌লো না, এ অন্তরে কি জ্বালা, এ উভয় সঙ্কটে পতিত, তভাগ্য পিতার হৃদয়ের অবস্থা, নইলে কমল! তাই! তুমিও, ওঃ! ামার কি এটা পিতার হৃদয় নয়? সহসা পুত্রের এই নিদারুণ রিণাম ভেবে, এ বুকখানা কি আমার ফেটে, যেতে চাইছে না? কিন্তু ক করবো? বিচারাসনোপবিষ্ট রাজা আমি, আর অপরাধী স্বয়ং আমার ত্র।

কমল। হ'লোই বা, তা ব'লে, এরূপ নিষ্ঠুর হত্যা দণ্ডেই কি,

সে বিচারের মর্য্যাদা খুবই বৃদ্ধি পাবে? কে, না বল্‌বেন, এ অতি অসঙ্গত, লঘুপাপে, গুরুদণ্ড? প্রাণদণ্ড ব্যতীত কি অন্য সাজায়, এর সমুচিত শিক্ষা নিতান্তই অসম্ভব?

বিদ্যুন্মালী। হাঁ, আমারও বক্তব্য ঐ। অপরাধ যতই গুরুতর হোক্ না, এতে প্রাণদণ্ড কখনই আশা করি নাই। আপনিও ভেবে দেখুন প্রভু! ঠিক পিতার হৃদয় ল'য়ে, চিন্তা ক'রে দেখুন! একটু সদয়ভাবে, এর অন্য কোনও কঠিন সাজা বিধান করুন!

শুক্রাচার্য্য। ভেবে আমি খুবই দেখেছি, অনেক চিন্তার পর তবে এ কথা প্রকাশ ক'রেছি, কিন্তু তরল হৃদয় যুবক তোমরা, এর মহান্ উদ্দেশ্য, হৃদয়ঙ্গম কর্‌তে পার্‌ছ না, অবিশ্বাসী লঘুচিত্ত, নির্ভর কর্‌তে জানো না; কিন্তু নিশ্চয় জেনো, এতে গভীর সদিচ্ছা নিহিত আছে; এ এক কঠোর অগ্নি পরীক্ষা তোমাদের। যদি উত্তীর্ণ হ'তে পারো, এই প্রবল এক নিষ্ঠায়, স্থিরভাবে অগ্রসর হ'তে পারো, চিরমঙ্গল অনিবার্য্য। এই সহজ কথাটা, কেনই বা, বুঝতে পার্‌ছো না? তোমরা যাঁর জন্য, যাঁর উদ্দেশ্যে, একমাত্র বংশধর পুত্রকে অর্পণ কর্‌ছো, সেই দয়াময় আশুতোষেরই কি, এতে কোনই কর্ত্তব্য নাই? তা, কখনই হ'তে পারে না, আমার স্থির বিশ্বাস এই যে, এ যদি কুমারের আকস্মিক, মনোবিকার হয়, এবং সেই জন্যই, তাঁর উদ্দেশ্যে তোমাদের এই পুত্র দান, আন্তরিকও অকপট হয়, তা হ'লে, সেই তিনিই তাকে রক্ষা কর্‌বেন, সুমতি দানে, সুপথে আনয়ন কর্‌বেন। পক্ষান্তরে এটা যদি বৈষ্ণবীমায়া, বা, সেই বিষ্ণুর শেখানো অনুরাগ হয়, তবে ভক্তরক্ষায় তাঁকেও সপ্রকাশ সেই যজ্ঞক্ষেত্রেই ধরা দিতে হবে। সুতরাং একসূত্রে প্রতিহিংসা, লোকশিক্ষা ও ভক্তি পরীক্ষার এমন সুন্দর পন্থা,

সকল সময় পাওয়া যায় না, যদি পেয়েছ' খুব সাবধান, হারিও না।

বিদ্যুন্মালী। হাঁ, এ অবশ্য ভাব্‌বার কথা বটে, তা হ'লে বোধ হয় এই-ই কর্ত্তব্য।

তারক। ওঃ! চিন্তাতীত বিষম রহস্য।
দুর্ভেদ্য জটীল অতি দুর্জ্জ্ঞেয় সমস্যা,
বুঝিতে না পারি কিছু,
ক্রমে যেন নিতান্ত বিমূঢ় আমি,
মজ্জমান হতাশার ঘনান্ধতম গভীর অতলে ;
বহে তাহে দুর্দ্দৈবের ভীম ঝঞ্ঝা,
ঘন ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্ত সৃজে।
গাঢ়তর মেঘাবৃত অদৃষ্ট গগন।
অশনি সম্পাৎ সম কথনো কচ্চিৎ
ক্ষণিক জ্ঞানের দ্যুতি, তারপর অনন্ত আঁধার।
না না, ঐ পথ, ঐ পথ,
সত্যের সুন্দর ভাতি ঐ যে সম্মুখে ;—
সৌম্য, শান্ত, অভয়ানন্দপ্রদ মরি চমৎকার!
অতএব দূর হও স্নেহ, দয়া!
বাৎসল্য আদি অনিত্য মমতা,
সংসারের মায়ার জঞ্জাল।
সত্য সার একমাত্র শুভদ সুন্দর,
তারই কৃপা সহযোগে শ্রীগুরু সাহায্যে,
পরমার্থ নিত্য নিধি শঙ্করের—
অভয় শ্রীপদাশ্রয়ে চলো মন!

ছুটে চলো, অন্য যত সব ফেলে রেখে।
গুরুদেব! গুরুদেব! এইবার,
এইবার দৃঢ়ভাবে বেঁধেছি হৃদয়!

কমল। তাই যদি সত্য হয়, এ দিকেও তবে—
সবে জানিবেন সুনিশ্চয়,
আমিও বেঁধেছি বুক, প্রতিকূলে দাঁড়াতে ইহার।
যা হোক্ তা হোক্ আমি ব'লেছিত আগে,
পুনঃ বলি বার বার সুস্পষ্ট ভাষায়,
কারও সাধ্য নাহি হেন,
কমলের থাকিতে জীবন,
জীবন অধিক এই একমাত্র
বংশধরে আমা সবাকার,
এ হেন নিষ্ঠুরভাবে করিবে বিনাশ?
তার আগে বিনাশিতে হবে কমলাক্ষ্যে,
স্থির সত্য ইহা মম, ব্যর্থ কভু হইবার নয়,
এই আমি দাঁড়াতেছি বুকে ল'য়ে তায়,
দেখি কে লয় ছিনায়ে তারে, আছে সাধ্যকার?
(অনুবলকে সাগ্রহে বক্ষে ধারণ)

অনুবল। সে কি কাকা! তবে কি আমার এই তুচ্ছ প্রাণের জন্য, পিতা আমার অপদস্ত হবেন? আপনি তাঁর সত্য ভঙ্গ ক'রে আমায় বাঁচাতে চান? না না, কাকা, তাতে আমি নিজেই বাদী, পিতার সত্যরক্ষা হোক্, আমি অকাতরে প্রাণ দিতে পারি, আমি প্রাণ ভ'রে, শুধু "হরিবোল হরিবোল" বল্‌তে, বল্‌তে, সেই জ্বলন্ত অনলে ঝাঁপ দিতে পারি। যদি তাঁর ইচ্ছা হয়, সেই হরিই আমায় অবশ্যই রক্ষা কর্‌বেন, না হয়; নিজের

সঙ্গেই মিশিয়ে নেবেন। সেত আনন্দের কথা, তুমি এতে দুঃখ ক'রো না কাকা! আমি পিতার সত্য রক্ষা করতে, প্রাণদানে প্রস্তুত হ'য়েছি।

অদূর হইতে বলিতে বলিতে রাজ্ঞী ধনিষ্ঠার প্রবেশ।

ধনিষ্ঠা। ধন্য, ধন্য পুত্র তুমি আমার! আজ তোমা হেন অতুল পুত্র গৌরবে, বুক আমার ভরে গেছে। কিন্তু অন্যদিকে আবার, স্বার্থপর সংসারের ঘৃণ্য কুটীলাচরণে, বুক ফেটে কান্না আসছে, দুঃখে, ক্ষোভে, রোষানলে, সব ছারখার করতে ইচ্ছা হ'চ্ছে। তবে একটীমাত্র প্রার্থনার তরে, গুরুর শ্রীচরণে, ভিক্ষা করতে এসেছি, [ভূমিষ্ট প্রণামান্তে] এমন অভয়াশ্রয় নাকি, ত্রিভুবনে আর নাই? তাই, সেই দয়াময় ইষ্টদেবতার কাছে, অভাগিনী "মা" আমি, আজ শেষ ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

শুক্রাচার্য্য। আমায় তুমি অকারণ অনুযোগ দিতে এসেছ মা! আমিত, পূর্ব্বেই সতর্ক ক'রেছিলাম, কিন্তু কেউই, তা শোনেন নাই। কিন্তু দণ্ডাজ্ঞা যখন প্রচারিত হ'য়েছে, এখন আর তাকে প্রত্যাহার করা অসম্ভব।

ধনিষ্ঠা। হাঁ, তা জানি, যখন স্বয়ং কুলগুরুর, এরূপ দণ্ডাজ্ঞা সম্ভব হ'লো, মা বর্ত্তমানে, ছেলেকে আগুনে পুড়িয়ে মারার আদেশ, তাঁর মুখ হ'তে বাহির হওয়া সঙ্গত হ'লো, তখন নিশ্চয় বুঝ্‌তে পারছি এ ঘোর অদৃষ্টের পরিহাস মাত্র। কি সাধ্য আমার, তা রোধ করি। তবে আমি বলতে এসেছি, সেই সঙ্গে, তার হতভাগিনী মাকেও সেই অনলে না পোড়ালে, এ ব্রত ত সম্পূর্ণ হবে না, একেবারে তার প্রসূতিকে পর্য্যন্ত, আহুতি না দিলে, এ দান চূড়ান্ত হ'য়ে, অনন্তকীর্ত্তি

স্থাপিত হবে না, হতভাগিনী মায়েরও এ তীব্র জ্বালা কিছুতেই জুড়াবে না।

অম্বুবল। কেন, কেন মা! এ সময় এমনধারা কেঁদে কাঁদাতে এলি মা! তা হ'লে যে, আর পার্‌ব না মা! তোমার চোখের জলে, হৃদয় গলে যেয়ে, সকল কর্ত্তব্য ভাসিয়ে নেবে, বাবার সত্য রক্ষা হ'তে দাও মা! এ জন্য, তাঁকে একটুও দোষী ভেবনা মা! তাঁর মুখখানির দিকে চাইলেই, তুমি বুঝ্‌তে পার্‌বে, এই সত্যের দায়ে, তিনি কি যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছেন। আমি বল্‌ছি কোনও ভয় নাই, ওতে আমার কিছুই হবে না, হ্যাঁ মা! শোনোনি, হরিভক্তের ত বিনাশ নাই? ঐ অনলই দেখো, সুশীতল জল হ'য়ে, আমার হরির মহিমাই প্রকাশ কর্‌বে।

অম্বুবলের— গীত

ওমা! যাঁহার করুণা সুধা সিঞ্চনে
সঞ্জীবিত বিরাট বিশ্ব।
তিনিই রাখিবেন এ মহা বিপদে
সেই অনলেরই মাঝে থেকে অদৃশ্য॥

চিন্তামণি। সত্যিই ত, আমিও বলি মা! কেন তুমি এত চিন্তা কর্‌ছো? বলি, ভাইও যাঁকে মন সঁপেছেন, দিনরাত এত ডাক্‌ছেন, তিনিও ত এক ভক্তের ঠাকুর? তা, ঠাকুর নামেও ত আবার সবই এক শুনি, এঁরা না হয় বলেন হর হর! আর ইনি না হয় বল্‌ছেন হরি হরি! তা যিনি যাই বলুন না কেন? ডাক পৌছায়, সেই একই জায়গায়। তার আর চিন্তা কি?

ধনিষ্ঠা। হ্যাঁ ঠিক কথা, অতি চমৎকার, সহজ সরল সত্য কথা,

যে, যা ব'লেই ডাকুক না কেন ? সে ভাবেই ত তাঁকে সাড়া দিতে হবে, বিপন্ন শরণাগত জনে সহস্র বিপদে রক্ষা ক'রে নিজের ভক্তাধীন নামের মর্য্যাদা রাখ্‌তে হবে, যিনি, বালকের হৃদয়ে, এ অমূল্য ভক্তি ভাব, দান ক'রেছেন, নামাবেশে মাতুয়ারা ক'রে তুলেছেন, তিনিই, তিনিই তাকে, রক্ষা করবেন। বাছায়, আমি তাকে দিয়েই নিশ্চিন্ত থাক্‌বো, তা বই আর দুর্ব্বলা নারীর, গত্যান্তর কি আছে ? কেমন, তা হ'লে, তা হ'লে ত সুখী হবেন মহারাজ! এ হ'লে ত বিচারগর্ব্ব আপনার অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে রাজরাজেশ্বর !

(আবেগে কণ্ঠরোধ চক্ষু ঢাকিলেন)

তারক। রাণি! রাণি! তুমি, সত্য তুমিও আমার হৃদয়ের ভাব, অনুভব করলে না ? সত্যের দায়ে বিপন্ন স্বামীর মনের অবস্থা বুঝ্‌তে পার্‌লে না ? কি অব্যক্ত নিদারুণ জ্বালা, এই বুকের মাঝে জ্বলে উঠ্‌ছে, অন্ততঃ তুমিও হৃদয়ের সহিত, তাতে সহানুভূতি দেখাবে না ? উঃ! কি জানাব সে দাহমান অন্তর্জ্জ্বালার কথা, পুড়ে ছাই হয়ে গেলো ; কিন্তু কি করবো ? নিতান্তই নিরুপায় আজ আমি। বলো কে, এমন, কল্পনাতে শঙ্কা করতে পেরেছিল, যে এতে প্রাণদণ্ড, না না, ঠিক, এ উপযুক্ত, ভুলে যাচ্ছি, স্বয়ং গুরুদেবের ভবিষ্যদ্বাণী এ মঙ্গল জনক, বিশেষতঃ তাঁর পাদস্পর্শে, সত্য গৃহীত. সুতরাং এ হ'তে হবে, এতে যদি, তোমরা প্রতিবাদী বুঝি, তবে আমিও বল্‌ছি, যদি এজন্য আমায় কর্ত্তব্য চ্যুত হ'তে হয়, যদি আত্মীয় পরিজনের প্রতিবন্ধকতায় আমায় সত্যভ্রষ্ট হ'তে হয়, তবে আমিও তার প্রতিশোধে বোধ হয়, বাধ্য হ'য়ে আত্মহত্যায়—

ধনিষ্ঠা। না না, আর না, রক্ষা করুন! আর কিছুই বল্‌বো না, ওরে দুর্ভাগিনী নারি! তোর যে কোনও রূপেই অব্যাহতি নাই।

মাতৃত্ব হারালে বাঁচিস না, আর নারীত্বই কি বিলিয়ে দিতে পারবি ? সহধর্ম্মিনী হ'য়ে, স্বামীকেই বা, সত্য ভ্রষ্ট হ'তে কি করে দেখ্‌বি ? কিন্তু বোঝে না যে, উঃ ! বড় দুর্ব্বল মায়ের প্রাণ, কিছুতেই বুঝান যায় না যে। না না, চলে যাই, একদিকে ছুটে বার হ'য়ে পড়ি। কোনও কিছুই শুন্‌তে হবে না, রাখ্‌তে যখন পার্‌বই না, তখন সে নিষ্ঠুর দৃশ্য দেখ্‌বার আগে, এখুনি পালিয়ে যাই। হ্যাঁ, তাই, গুরুর ইচ্ছা পূর্ণ হোক্, স্বামীর সত্য রক্ষা হোক্, অভাগিনী মা, না হয় পাগল হ'য়েই জ্বালা জুড়াক।

[পাগলিনীর ন্যায় দ্রুত প্রস্থান।

তারক। (শশব্যস্তে) দেখ দেখ ভাই !
রাণী বুঝি হ'লো উন্মাদিনী।

অনুবল। (সাগ্রহে) যাই, আমি যাই ! দেখি যেয়ে মায়,
ভয় নাই এখনি আসিব ফিরে হেথা,
সত্য ভঙ্গ হবে না পিতার,
শুধু একবার মার কাছে ছুটে যেয়ে,
দুটী কথা ক'য়ে বুঝাইয়ে মাকে,
ওঃ ! মা ! মা !

[দ্রুত প্রস্থান।

কমল। শুধু এই নয় আরও, আরও কত আছে।
এ ত মাত্র সূত্রপাত ঘটনার আজ,
পরিণামে জ্বলিবে ইহাতে বিদ্রোহের
ভীষণ অনল।
উঠিবে উন্মত্ত হ'য়ে সমগ্র ত্রিপুরবাসী

নাহিক সংশয়, দাদা ! দাদা ! বলি আরবার,
হেন সত্য সংরক্ষণে প্রয়োজন নাই।
মঙ্গল ? কিসের মঙ্গল ?
রাজৈশ্বর্য্য সিংহাসন আদি, ঐহিকের
ভোগের মঙ্গল হেতু,
বংশধরে দিতে হবে অনলে আহুতি ?
হ'তে হবে সত্যনিষ্ঠ, নির্ব্বংশ হইয়া ?
না না, কায নাই সে মঙ্গলে আর,
রাজৈশ্বর্য্য সিংহাসন যাক রসাতলে,
এর চেয়ে দীন, হীন ভিখারীর বেশে,
চলো দাদা ! যাই বনবাসে,
চলো যাই বুকে ধ'রে প্রাণাধিক প্রিয় বংশধরে।
এই আমিই অগ্রণী তাহে,
দেখি এতে কেবা বাধা দেবে ?

[কমলাক্ষ্যের প্রস্থান।

বলাসুর। আমরাও বলি সবে, হেন নিষ্ঠুরতা হ'তে
বরং কর্ত্তব্য উহাই।
এতক্ষণ কহি নাই কোন কথা,
কিন্তু এবে ব'লে যাই সুস্পষ্ট ভাষায়,
হেন সত্য রক্ষা হওয়া অতি অসম্ভব।
অনুমানি, বিষম বিদ্রোহ এতে হবে সংঘটন।
বিপ্লব ভীষণতর উঠিবে ফুটীয়া,
না না, কেন আর কায কি গোপনে ?
এই আমাদেরই ধৈর্য্য রাখা হবে অসম্ভব।

তারক। যাই হোক্ সত্য মম অটল অচল ;
বিন্দুমাত্র অপলাপ হবে না তাহায়।
মানিব না শুভাশুভ জানিব না কিছু,
শুনিব না কারও অন্য কথা,
সত্য শ্রেয়, একমাত্র শ্রেষ্ঠতর প্রেয়,
পালনীয় অবশ্যই মম।
বিদ্যুন্মালি! যাও ভাই! অবিলম্বে,
উত্তেজিত পুরোজনে শান্ত করো যে কোনও উপায়ে ;
তাতে প্রয়োজন হ'লে, কঠোর বিধিও করিবে বিধান।
গুরুদেব! দিন পদধুলি, (গ্রহণ)
সুনিশ্চয় পালিব আদেশ
শত বাধা দূর করি যত অন্তরায়,
স্নেহের সহস্র গ্রন্থি ছিন্ন করি অবহেলে,
কর্ত্তব্যের কঠোর মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
ধেয়ে যাব অসাধ্য সাধনে,
সত্যের পালন হেতু প্রয়োজন হ'লে,
ছুটে যাব জ্বালামালা সমাকুল অগ্নি গর্ভমাঝে,
আত্ম বলি দিব হর্ষ ভরে।

শুক্রাচার্য্য। ধন্য, ধন্য তুমি সত্য নিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ,
শঙ্করের যোগ্যতর গরিষ্ঠ সাধক
মহামুক্তি করায়ত্ব তব।
আশু চলিলাম আমি,
বিশ্বনাথ মন্দির প্রাঙ্গণে, সান্ধ্য বন্দনায়,
কার্য্যকালে পাবে পুনঃ সাক্ষাৎ তথায়।

কিন্তু মনে যেন থাকে,
কৃষ্ণা চতুর্দ্দশী, আগামী পরশ্ব।

[প্রস্থান।

তারক। মহামান্য মন্ত্রীবর!
অকপট শুভকামী বীর সেনাপতি!
জানি আমি বুঝিতেছি,
কি বেদনা তোমা সবাকার প্রাণে,
কিন্তু কি করিব? ভেবে দেখো সবে,
প্রকৃত বিপন্ন আমি নিরুপায় অতি,
বলো কে জানিত, কিম্বা ভেবেছিল,
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্য মুখে,
নিদারুণ হেন বজ্রবাণী হইবে শুনিতে?
তবে এ কথাও সত্য সুনিশ্চয়,
গভীর উদ্দেশ্য এতে আছে কিছু
সুনিহিত সুমঙ্গলময়।
সত্য, এই পরীক্ষা ভীষণ,
সমস্যা সঙ্কট অতিশয়,
সমুত্তীর্ণ হ'লে কিন্তু চির শান্তি রহিবে অক্ষয়।
অথবা যা হোক্, চলিয়াছি যেই পথে,
তাই হবে যেতে; স্নেহ, দয়া, ভালবাসা,
প্রীতি অনুরাগ পেছু ফেলে সব,
ধ্রুব লক্ষ্য অনুসারি অনিবার্য্য গতি।
হাঁ, তাই, কুলধর্ম্মে ধ্রুব নিষ্ঠা, দেখুক সংসার।
সত্যের পালন তরে আত্মদান দেখুক সবাই।

বিদ্যুন্মালি ! এ বিপদে কেহ নাই আর,
তুমিই সহায় মাত্র প্রাণের সোদর !

বিদ্যুন্মালী। এর চেয়ে বলো দাদা !
স্পষ্টভাবে বলো শুনি তাই,
আদর্শ নিষ্ঠুর আর আমি বই,
এই ত্রিপুরে অন্য কেহ নাই।
নিদারুণ দণ্ড আজ্ঞা করিয়া শ্রবণ,
ক্ষিপ্ত প্রায় সর্ব্ব সাধারণ,
পথের পথিক কাঁদে শুনি সে কাহিনী,
আমি কিন্তু, অটল অচল তাহে, কঠিন পাষাণ।
সকলেরই বিগলিত করুণায়, বহে অশ্রুধার,
অনশ্রু নয়নে আমি আজ,
প্রাণাধিক বংশধরে বধেচ্ছু পিশাচ।
কিন্তু না না, কেমনে জানব এই মরমের জ্বালা ?
রূপ, গুণ স্নেহময় আনন্দ দুলাল,
বংশের ভাজন এক, আমা সবাকার
সর্ব্বাধিক প্রিয়তর প্রাণের পুতলী
কি বেদনা তার লাগি কিবা মর্ম্মভেদী,
কে বুঝিবে, বুঝাব বা কেমনে আপনি ?
কমলের সুকোমল প্রাণে,
কেমনে সহিবে ইহা গেল বুঝি ক্ষিপ্ত হ'য়ে তাই।
অহো ! আমি কিন্তু ঠিক আছি,
চমৎকার, অগ্নিগর্ভ ভূধরের প্রায়,
কর্কশ রাক্ষস মূর্ত্তি অতি ভয়ঙ্কর।

কিন্তু কি করিব? দাদা! দাদা!
পূজ্যপাদ অগ্রজ আমার!
একমাত্র তুমি যে আরাধ্য মম
চিরদিন আমি শুধু তোমারই কিঙ্কর।
সুখে দুঃখে সমভাগী, জীবনের চির সহচর!
গুরুরূপী জ্যেষ্ঠ সহোদর!
তোমা বই অন্য কিছু জানি না যে আর।
সেই তুমি বিপন্ন অতীব,
প্রত্যক্ষ দেখিয়া তাহা, কি বলিব হায়!
কার প্রতি অভিমানে, কি করিব আর?
ব্যর্থ সবই কোনও পথ নাই।
কিন্তু তথাপিও শোনো দাদা!
অকপট সত্যকথা আর ধৈর্য্য নাহিক আমার।
আজ হ'তে অবসর সর্ব্বকার্য্যে আমি,
হব' নাক বাধাও তোমার,
সাহায্যও কিছুমাত্র পাবেনাক' আর।
নির্লিপ্ত নিষ্ক্রিয় আমি,
ধন্ধ প্রায় এ সংসারে, সুতরাং
আমা হ'তে কিছুমাত্র হবেনাক' আর।

[প্রস্থান।

তারক। হাঁ যাও! যাও সবে!
ক্রমে ক্রমে একে একে চলে যাও,
একাকী ফেলিয়া এই বিপন্ন জনায়।

তথাপিও সত্য মম অটল অচল,
প্রাণ দিয়ে সুপালন করিব তাহার।

[প্রস্থান।

বলাসুর। সুপ্রবীন মন্ত্রীবর! অচিরায় বলুন আমায়,
উপস্থিত কি কর্ত্তব্য আমা সবাকার ?

মন্ত্রী। আমি বলি ধৈর্য্য ধরি স্থির থাকা,
বর্ত্তমানে একমাত্র কর্ত্তব্য সবার ;
মানী ইহা শোকাবহ উত্তেজক
ভীষণ ঘটনা, কিন্তু ভেবে দেখো
মনে মনে নিরপেক্ষভাবে,
অন্য দিকে নির্দ্দোষ রাজাও মোদের
নিতান্ত বিপন্ন প্রকৃতই সত্য দায়ে অতি নিরুপায়।
অতএব চলো সবে, সবিশেষ
দেখি ভেবে যেয়ে, অন্য আর
এ বিষয়ে কি আছে উপায়।

বলাসুর। তাই ভাল মানিলাম বিজ্ঞের বচন,
একমাত্র বক্তব্য আমার,
যেরূপেই হোক্ কিন্তু কুমারের
প্রাণ রক্ষা অবশ্যই হওয়া চাই-ই চাই।

[সকলের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

কাঞ্চন মহল—রাজান্তপুর।

শোক বিহ্বলা রাজ্ঞী ধনিষ্ঠাকে ধরিয়া অনিমার প্রবেশ, বহুবিধ সেবা উপকরণ সহ, সুশ্রূষাকারিণীগণের প্রবেশ।

ধনিষ্ঠা। না না, ছেড়ে দে, ছেড়ে দে অনিমা! এ সংসারে, এই মহাশ্মশান ক্ষেত্রে, আর আমায় ধ'রে রাখ্‌তে পারবি না। জানিস্ না, জানিস্ না বোন্! অতি সরলা কোমল প্রাণা তুই, এ সংসারটা বাস্তবিক কি কদর্য্য, অথচ কত ভীষণ; এখানকার লোক সব পাষাণ, বিশেষতঃ অসাধারণ, খুব বড় যারা, তারা বুঝি, উঃ! বুঝি, বজ্র দিয়ে বুক বেঁধে রাখে। ওরে! যারা, রত্ন সম্পদ, রাজৈশ্বর্য্যের জন্য, নিজের যশঃ, খ্যাতি, সুনামের লালসায়, কর্ত্তব্যের দোহাই দিয়ে, আপনার পুত্র হত্যা কর্‌তে পারে, উঃ! ছেলে পুড়িয়ে মার্‌তে পারে, বল, বল অনিমা! তাদের "রাক্ষস" বল্লেও কি, খুব বেশী বলা হয়? না না, একদণ্ডও এ নরকে থাকৃতে নাই। তুই বলিস্ অনিমা! অনুকে আমার মত আদরে বুকে ধ'রে, বলিস্, "অনু! বাবা আমার! তোকে ফেলে আমি যেতে চাইনি, কিন্তু এদের অত্যাচারে, নিষ্ঠুর পদ পেষণে, দুর্ব্বলা নারী থাকৃতে পারে কি? ঘোর অন্তর্জ্বালায় জ্বলে পুড়ে, বুঝি তাকে উন্মাদিনই হ'তে হয়।" দে, ছেড়ে দে বোন্! আর থাকৃতে পার্‌ছি না।

অনিমা। উঃ! আজ একি আবার বিপদের উপর, মহা বিপদে ফেল্‌লে দিদি! একে চারিদিকে সর্ব্বনাশের ভীষণ সূচনা, তার উপর, এমন সময়, তুমি এমন অধীরা হ'লে, আমরা কার কাছে দাঁড়াই?

আর আমাদের ফেলেই বা, তুমি একাকিনী রাজরাজ্যেশ্বরী, কোথা যাবে ?

ধনিষ্ঠা। তা বই কি, এখানে থেকে, সে দৃশ্য দাঁড়িয়ে দেখ্‌ব ? দেখ্‌ব আমি ওরে! মা হ'য়ে, ছেলেকে, চোখের সাম্‌নে পুড়িয়ে মার্‌তে ? মায়ের নাড়ী-ছেঁড়া ধন, প্রাণের পুতলীটিকে জ্বলন্ত আগুনে প'ড়ে, ছট্‌ফট্‌ ক'রে পুড়ে মর্‌তে ? না না, পার্‌ব না, তার চেয়ে পালাই, একদিকে ছুটে চলে যাই ; হ্যাঁ, তাই ; নইলে খেয়ে ফেল্‌বে, সংসারের সেই সব রাক্ষসগুলো, জ্যান্ত ধ'রে মাথা-মুণ্ড, মড়মড়িয়ে চিবিয়ে খাবে। [উন্মাদনায় সচকিতে] ঐ, ঐ আস্‌ছে বুঝি। ওগো! রক্ষা করো! রক্ষা করো! শুধু বাছাকে আমার ;—[মূর্চ্ছা]

অনিমা। [ত্রাস্তে মস্তক নিকট বসিয়া] হায়! হায়! সর্ব্বনাশ হয় বুঝি। শীঘ্র, শীঘ্র চোখে মুখে, জল দাও তোমরা! কৈ ব্যজনী ? দাও, আমি বাতাস করি। [সকলের স্বশ্রূষা তৎপরতা] কি করি ? উঃ! আর যে এমন সয়না মা শঙ্করি!

কমলাক্ষ্য, বলাসুর ও মন্ত্রীর প্রবেশ।

কমলাক্ষ্য। দেখুন! দেখুন সেনাপতি! দেখুন, প্রত্যক্ষ দেখুন মন্ত্রীবর! কি মর্ম্মভেদী করুণ দৃশ্য। বলুন আর কিরূপে ধৈর্য্য রাখি ? প্রবল রাজশক্তির নির্ম্মম স্বৈরাচার, পুত্রপ্রাণা জননীকে দারুণ আঘাতে মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, তার বুক ভেঙ্গে প্রাণের পুতলী কেড়ে নিয়ে গর্ব্বভরে চ'লে যাবে, আর বিমূঢ় আমরা, নির্ব্বাক বিস্ময়ে, শুধু অবাক হ'য়ে চেয়ে রইব ? অকর্ম্মণ্য পঙ্গু মত, হাত পা গুটিয়ে, চুপ্‌ চাপ্‌ বসে থাক্‌বো ? না না, বলুন! শীঘ্র বলুন কি কর্ত্তব্য ?

বলাসুর। আমি বলি বিদ্রোহ। ব্যস্‌! আর অন্য কথা নাই।

কেন আর আত্মগোপন করা? সর্ব্বাগ্রে আমি এ বিদ্রোহ, স্পষ্টভাষায় উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা কর্‌ছি। এতে হয় হবে মহাপাপ, ভয় রাখিনা, বলে বল্‌বে জগৎ, আমায় বিশ্বাসঘাতক ঘোর অকৃতঘ্ন, গ্রাহ্য করিনা, আমার রাজার বংশধরকে রক্ষা কল্লে, কোনও ইতঃস্তত রাখ্‌ব না। উঠুন! উঠুন মা মহারাজ্ঞি! আর কোনও চিন্তা নাই। কার সাধ্য, আমরা বর্ত্তমানে, আপনার অনুবলের কেশস্পর্শ করে? সেজন্য আমরা প্রাণ দিতে প্রস্তুত হ'য়েছি।

মন্ত্রী। হাঁ, এবার আমিও বল্‌ছি, আর সহ্য হয় না, এতে সবাই আমরা প্রাণ দিতেও প্রস্তুত আছি, এতক্ষণে, আমিও ধৈর্য্য হারিয়েছি, বৃদ্ধের গৌরবময় পরম সম্বল, আজ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলেছি, রাজরাজ্যেশ্বরী মায়ের আমার, এ দুর্দ্দশা, চোখে দেখে আর, স্থির থাকা গেল না, ত্রিপুররাজবংশের মঙ্গলময়ী কল্যাণলক্ষ্মীর, এই শোচনীয় অবস্থা দেখে, আর স্থির থাকৃতে পার্‌লাম না। কোনও চিন্তা নাই যুবরাজ! আপনি, আমি ও সেনাপতি, এই তিনজন প্রতিবাদী হ'লে, কার সাধ্য, তার প্রতিকূলে দাঁড়ায়? আপনি সর্ব্বাগ্রে, মহারাজ্ঞীর চৈতন্য সম্পাদনের চেষ্টা করুন! আমি এই মুহূর্ত্তে যেয়ে, ওদিকে সব এম্‌নি ভাবে গ'ড়ে তুল্‌ব যে, শুধু একটিমাত্র ইঙ্গিতে, সমুদায় সৈন্য-সামন্ত, সমগ্র প্রজা সাধারণ, একযোগে ফিরে দাঁড়িয়ে, এ নিষ্ঠুর কার্য্যের স্পষ্টাক্ষরে প্রতিবাদ করবে। প্রতিকার কল্লে, প্রাণ দেবে। এস সেনাপতি! এখন অতি ত্বরিত ক্ষিপ্রহস্তে এ সকল গ'ড়ে তুল্‌তে হবে। রাজ্যব্যাপী ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করতে হবে। কিন্তু আর বিন্দুমাত্র ঔদাস্য কর্ত্তব্য নয়। বড় বিপদসঙ্কুল, সমস্যা সঙ্কট। ধীরভাবে, সমাধান কর্‌তে হবে, শীঘ্র এস!

[মন্ত্রী ও বলাসুরের প্রস্থান।

কমল। হোক্, তবে তাই হোক্, রাজ্যময় বিদ্রোহ অনলই, জ্বালা হোক্। এ ভাবেও এ নিষ্ঠুরতা রোধ কর্‌তে হবে, যেরূপেই হোক্‌না, অনুবলের জীবন রক্ষা কর্‌তে হবেই হবে। উঠুন, উঠুন মহারাজ্ঞি! আর কোনও চিন্তা নাই; শুধু আপনি প্রকৃতিস্থা হ'য়ে, আমাদের উৎসাহ দিন, প্রাণাধিক অনুবলকে কোলে ক'রে, মাত্র সম্মুখে দাঁড়ান বৌদিদি! আমরা সব পার্‌বো।

ধনিষ্ঠা। [সংজ্ঞা লাভে] অ্যাঁ! অনুবল? আমার বুকের মাণিক অনুধন? কৈ? কৈ অনু! এই যে কমল; কমল! কমল! ভাই! রাখ্‌তে পার্‌লে না? এত ক'রেও তোমরা, আমার প্রাণ পুতলীটি, সত্যই রাখ্‌তে পার্‌লে না?

কমল। কোনও চিন্তা নাই বৌদিদি! কারও সাধ্য নাই, আপনার অনুর একটি কেশও স্পর্শ কর্‌তে পারে। এ প্রতিকারে আমরা বদ্ধ-পরিকর হ'য়েছি। মন্ত্রী, সেনাপতি প্রভৃতি সবাই আমরা স্পষ্টত বিদ্রোহ ঘোষণায় প্রস্তুত হ'য়েছি।

ধনিষ্ঠা। অ্যাঁ! বিদ্রোহ? সর্ব্বনাশ! সে কি? কিসের বিদ্রোহ কমল!

কমল। এই নিষ্ঠুর রাজ-বিধির উপর প্রকাশ্য বিদ্রোহ। প্রয়োজন হ'লে, আমরা, বল প্রয়োগেও ক্ষ্যান্ত থাকৃব না, কুমারকে অবশ্যই রক্ষা কর্‌বো

ধনিষ্ঠা। তা হ'লে "বিদ্রোহ" মহারাজের উপর? না, না কমল! উঃ! সে যে, আরও ভীষণ। তাঁকে অপমান ক'রে, এ রক্ষা পাওয়া অপেক্ষা, আমার পক্ষে আত্মহত্যাও অনেক ভাল। ব'লেছি, বল্‌ছি, "কমল!" আমি "মাতৃত্বে"র ভিখারিণী সত্য, কিন্তু "নারীত্ব"কেও ভাসিয়ে দিতে পারি না, মহামান্য রাজরাজেশ্বর-স্বামী আমার, জানো?

কি দুর্জ্জয় অভিমানী? তিনি অপমানিত হ'লে, উঃ! সর্ব্বনাশ হ'য়ে যাবে কমল! সহধর্ম্মিণী আমি, তা কখনই হ'তে দেব' না। শোক অসহনীয় হ'লে, উন্মাদিনী হব, আত্মহত্যা করবো, কিন্তু জেনে শুনে, স্বামীর অপমান কিছুতেই হ'তে দেব না। তোমরা এ সঙ্কল্প পরিত্যাগ করো! বিদ্রোহের কথা, মনেও স্থান দিও না, স্বামীর আমার, অপমান ক'রো না।

কমল। বাঃ! চমৎকার! অপূর্ব্ব-সুন্দর! পবিত্র এই নারীত্বের প্রশংসনীয় সদ্ব্যবহার। ধন্যা, ধন্যা মহারাজ্ঞি! এ মহত্বের সম্মুখে, শির আপনি অবনত হয়, পদধূলি দিন মহিমময়ি! আশীর্ব্বাদ করুন রাজরাজেশ্বরি! যেন আপনার আদর্শ হৃদয়ে ধ'রে শত বিপদের ঝঞ্চাবাতে, স্থির, ধীর, প্রশান্তভাবে, কাল কাটাতে পারি। তবে আর না, এখনি যেতে হবে, এ ধূমায়মান বিদ্রোহ বহ্নি, সূচনাতেই নির্ব্বাপিত করতে হবে, এখন একথা অপ্রকাশিত, মন্ত্রী আদিকে, সতর্ক না ক'রে দিলে সর্ব্বনাশ হবে। অনিমা! তুমি খুব সাবধানে মহারাণীকে রক্ষা ক'রো। আমি শীঘ্র আস্‌ছি।

[প্রস্থান।

অনিমা। দিদি! দিদি! তবে উপায়? কিরূপে অঙ্কুর প্রাণরক্ষা হবে?

ধনিষ্ঠা। হবে না, রক্ষা হবে না বোন্! উপায়? কোনও উপায় দেখতে পাচ্ছি না; কোন দিক্ রাখবো? এক দিকে মাতৃত্ব, অন্য দিক, নারীত্বের অবশ্য কর্ত্তব্য। বল্, তুই বল্ বোন্! এতে সব ছেড়ে, পাগল হ'য়ে পালান' বই, জ্বালা জুড়াবার কি উপায় আছে?

দুর্ভাগিনী নারীর, এ উভয় সঙ্কটে রক্ষা পাবার, অন্য আর কি উপায় আছে ?

বলিতে বলিতে অনুবলের প্রবেশ।

অনুবল। উপায় ? উপায় সেই দয়ামর শ্রীমধুসূদন। ভয় কি মা ! শতবার বলি নাই ? করুণাময় ভক্তাধীন হরি আমার, ভক্তের জন্য বুক পেতে দাঁড়িয়ে থাকেন ; মা ! তুমি আমার জন্য যেমন আকুল হ'য়েছ, তেমনি আকুলভাবে সেই অকুলের কাণ্ডারী শ্রীহরিকে ডাকো ! সব সুখ দুঃখে, স'পে দিয়ে, একবার মা ! একটিবার তাঁকে উচ্চৈস্বরে, "হরি হরি" বোলে ডাকো !

ধনিষ্ঠা। অনু ! অনু ! বাবা আমার ! (ব্যাকুল আগ্রহে বুকে ধরিলেন) জানি সব, কিন্তু পারি না যে, ওরে ! বড় দুর্ব্বল এই মাতৃহৃদয়, সে বিশ্বাসে বুক বেঁধে, পারি কৈ, সে নির্ভরতায়, দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে ? কিন্তু, হ্যাঁ হ্যাঁ, পারতে হবেই ; নারীত্ব, মাতৃত্ব, যা কিছু নিজত্ব, সবই তাঁকে স'পে দিয়ে, শুধু তাঁরই করুণার দ্বারে, ভিখারিণীর মত হাত পেতে, দাঁড়িয়ে থাকতে হবে, শুনি, বড় দয়াময় করুণাসাগর তিনি, যা তাঁর দয়া, তাই হোক্। ইচ্ছাময়ের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্। বলো, বলো বাবা ! আবার বলো, হরি হরি ! উচ্চকণ্ঠে, প্রাণ ভ'রে গাও, সেই দয়াময়ের অতুল করুণার কাহিনী। শুনি, আর একবার শুনে, দৃঢ়ভাবে বুক বেঁধে, সে করুণার সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

অনুবল। হরিবোল ! হরিবোল !! হরিবোল !!! আর কোনও চিন্তা নাই মা ! কোন তুচ্ছ সে অনল ? আমার হরির করুণা সলিলে, নিমেষে সব জল হ'য়ে, শান্তির লহর খেলতে থাকবে।

অম্বুবলের— গীত

ওমা যতই প্রবল হউক সে অনল,
পড়িব ঝাঁপিয়ে ব'লে হরি হরি।
যা হবার হোক্, সে ভাবিবেন তিনি,
আমার ভয় কি মরণে, যদি হরি বোলে মরি॥
যতই চরণে ঠেলিবেন শ্রীহরি, [ওমা!]
ততই কেঁদে কেঁদে মোরা বল্‌বো হরি হরি,
না হয় বৃথা যাবে তাহে জন্ম,
জন্ম হেরেও বুঝবো ত সে মর্ম্ম,
আমার নাইক অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম,
সর্ব্বস্ব সার হরির চরণ তরি॥

প্রত্যুত্তরচ্ছলে গাহিতে গাহিতে চিন্তামণির প্রবেশ।

গীত

ভক্তাধীন ও যেন ভক্তের লাগিয়ে।
বুক পেতে দিয়ে আছেন দাঁড়াইয়ে॥
মুখে অভয়বাণী, ভয় আর নাইরে নাইরে,
বুকে আয়রে আয়রে আয়রে ব'লে,
আছেন দাঁড়ায়ে দয়াল দু' হাত বাড়াইয়ে॥

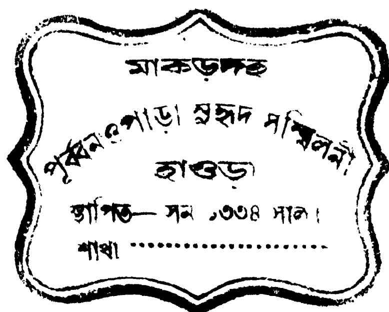
প্রেমাবেশে গাহিতে গাহিতে চিত্রসেনের প্রবেশ।

গীত

তবে আমিও গাহিব আর করিনাক' ভয়।
শুধু ভক্তাধীন কেন, হরি জগতের আশ্রয়॥

পতিত পাতকী কিম্বা দীন দুঃখী
আর্ত্ত আতত পীড়িতই বা কি
ব্যস্ত সবার লাগি হরি করুণানিলয়,
কেঁদে ডাক্‌লেই হ'লো ব'লে হরি দয়াময়॥

[সকলের প্রস্থান।



তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

"ত্রিপুর বিশ্বনাথের মন্দির।"

প্রাঙ্গন মধ্যস্থলে অনলকুণ্ড সংস্থাপিত, সম্মুখে নানাবিধ
পূজার উপকরণ সজ্জিত, একদিকে যুক্ত করে
বন্দীগণ, অপরদিকে জনসাধারণ, দণ্ডারমান,
মধ্যভাগে, দুইখানি আসন আস্তৃত,
তন্মধ্যদেশে অনুবল উপবিষ্ট। অদূরে
সেবাপরায়ণ,ভক্তবেশধারি তারকাক্ষ্যে
পশ্চাতে লইয়া, বলিতে বলিতে
দৈত্যগুরু শুক্রাচার্য্যের,
অগ্রে অগ্রে প্রবেশ।

শুক্রাচার্য্য। মাভৈ! মাভৈ দৈত্যবীরগণ! আর কোনও চিন্তা নাই, এক্ষণে সবাই ঐকান্তিক অভিনিবেশে, আন্তরিক ভক্তিভরে, ভবধব ভবানীভাবন, শ্রীশ্রীশুভঙ্করের চরণ চিন্তায় তন্ময় হও! সর্ব্বাগ্রে, ঐ বরদান ব্যগ্রহস্ত শ্রীবিগ্রহের উদ্দেশ্যে, এস! সকলে একসঙ্গে, আভূমী প্রণত হই। (তদ্বৎ) এইবার এস দৈত্যনাথ! এস শঙ্করের অতি প্রিয় আদর্শ সেবক! এস একনিষ্ঠ ভক্ত শ্রেষ্ঠ! এই আসনে উপবিষ্ট হ'য়ে, মুদিত নয়নে, সভক্তি শুধু তাঁকেই চিন্তা করো! গাও এইবার ভক্তগণ! যুক্ত করে, ভক্তি গদগদকণ্ঠে, প্রভু নীলকণ্ঠের স্তুতি-গীতি, প্রাণ ভ'রে গাও সবাই!

(সকলের শঙ্করের স্তুতি)

গীত

জয় দীন দয়াল দুঃখহারি।
স্নিগ্ধ শুভ্রাম্বর রজতভূধরবর
ভস্ম ভূষিত ভুজঙ্গহারী॥
কিবা অর্দ্ধেন্দু ভাল তটে প্রভু,
কোটী বেড়া বাঘাম্বর দিগম্বর কভু,
লম্বিত জটাজালে কুলকুল সুরধুনী
গাহিছেন গুণগান মহিমা বিচারি॥

শুক্রাচার্য্য। (আত্মস্থভাবে) অহো হো! অপূর্ব্ব! অনন্ত, একমেবাদ্বিতীয়ম্!

অহমেকস্তু নান্যো বৈ মম সর্ব্বে যুগে যুগে।
সমমায়ান্তি সম্মূঢ়াঃ কিমর্থং পরিশুষ্যথ॥

অর্থাৎ স্বয়ং রুদ্র, নিজ মুখেই ব'লেছেন, যে,—"আমি একই মাত্র। আমার দ্বিতীয় নাই, সকলেই যুগে যুগে, আমা হ'তেই প্রাদুর্ভূত, তবে কিজন্য মূঢ়গণ! ভেবে ভেবে, শুষ্ক হও? সেই অনন্ত, অব্যয়, ওজোস্তেজদ্যুতিধর অনাদিমধ্যনিদান বিরূপাক্ষের বিরাটলীলা, ক্ষুদ্র আমি কি বুঝবো? তাঁরই কৃপায়, যেন শিষ্যগণ আমার, এ পরীক্ষায় সমুত্তীর্ণ হ'তে পারে, এইমাত্র কাতর প্রার্থনা তাঁরই শ্রীচরণে। (আসন গ্রহণপূর্ব্বক আচমনাদি) ওঁ নমঃ ভগবতে সদাশিবায়! সকল তত্ত্বাত্মকায়! সর্ব্বমন্ত্র স্বরূপায়! সর্ব্বতত্ত্ব বিদুরায়! ব্রহ্মরুদ্রাবতারিণে নীলকণ্ঠায় নমঃ! ভস্মোদ্ধূলিত বিগ্রহায় মহামণি মুকুট ধারণায় নমঃ নমঃ! (প্রণত হইলেন)

তারক। গুরুদেব! অকুল সংসার সাগরের একমাত্র দয়াল

কাণ্ডারি আমার পরমেষ্ট দেবতা! শক্তি দিন! যেন বিচলিত না হই। শুনি আর একবার ঐ শ্রীমুখে, প্রভু বিশ্বনাথের মহিমা গাথা।

শুক্রাচার্য্য। সেই অনাদি, অনন্ত, মহাবিরাট বিশ্ববিভুর অপার মহিমা, ক্ষুদ্র আমি, কতটুকু জানি? আর দীর্ঘ বর্ণনাদিরও অবকাশ নাই, উৎসর্গের সময় উপস্থিত, তবে যৎকিঞ্চিত শোনো সকলে, ভুজঙ্গ-প্রয়াতছন্দে, বিরচিত স্তবাংশ।

গলদ্দানগন্ডং মিলদভৃঙ্গ খণ্ডং
চলচ্চারু শুণ্ডং জগত্রাণ শৌণ্ডম্।
লসদ্দণ্ডকাণ্ডং বিপদ্ভঙ্গ চণ্ডং
শিব প্রেম পিণ্ডং ভজেবক্র তুণ্ডম্॥ (১)
অনাদ্যন্তমাদং পরং তত্ত্বমর্থং
চিদাকারমেকং তূরিয়ং ত্বমেয়ম্।
হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্ম রূপং
মনোবাগতীতং মহঃ শৈবমীড়ে॥ (২)

(প্রণাম)

শুক্রাচার্য্য। (প্রণামান্তে উঠিয়া,) উৎসর্গের সময় উপস্থিত, বিলম্ব কিসের তারকাক্ষ্য! অনুবল! তুমিই কৈ প্রস্তুত হ'চ্ছো?

অনুবল। প্রস্তুত হ'য়েই ত এখানে এসেছি গুরুদেব! পিতার সত্যরক্ষায় প্রাণ দেওয়া, সৌভাগ্য ভেবেই আনন্দে তা, দিতে এসেছি। একমাত্র দুঃখ, মা আমার, সত্যই বুঝি পাগল হ'লেন। এ সময় তাকে সুস্থ দেখে, প্রাণভরে "মা! মা!" ব'লে ডেকে যেতে পার্‌লাম না। তার গলা ধ'রে সান্ত্বনা, নিজে একটু বুঝিয়ে, সুঝিয়ে, মর্‌বার, সুযোগ, অবসর হ'লো না। বাবা! বাবা!! আমার এই কথাটী শুধু রেখো

বাবা! মাকে আমার নিজে সান্ত্বনা দিও! আমি অপরাধী, স্বেচ্ছায় সাজা নিচ্ছি, কিন্তু মা আমার কোনও দোষে দোষী নন্, দেখো বাবা! অসহ্য পুত্র শোকে, পাগল হ'য়ে, অথবা আত্মহত্যাই, উঃ! মাগো!

(চক্ষু আবরণ)

তারক। অঁ্যা! একি শুন্ছি? কেন আবার এই অব্যয় মধুঝঙ্কার, অন্তরের অন্তস্তলে, সুধা গুঞ্জনে সাড়া দিয়ে উঠ্ছে? কি, এ অব্যক্ত উন্মাদনা, চতুর্দ্দিক হ'তে, প্রচণ্ডভাবে, আমায় আক্রমণ কর্তে আস্ছে? অন্তর্জ্জগতে, একি, বিপ্লবের বিভীষণ ঝটীকা বইতে আরম্ভ হ'চ্ছে? ওঃ! যায় বুঝি, ধৈর্য্য স্থৈর্য্য, সব উড়ে যায়। কর্ত্তব্য জ্ঞান, দৃঢ়তার অলীকগর্ব্ব, স্নেহের সহস্রমুখী বিপুল প্লাবনে, ভেসে যায়, ডুবে যায়, শেষে অতল তলে। না না, সে কি! এত অসার? এম্নি স্নেহবশ, ভীরু কাপুরুষ তুমি তারকাক্ষ্য! সাবধান! খুব সাবধান! গুরু প্রদর্শিত প্রশস্ত পথ, ঐ তোমার সম্মুখে, চলো নিঃশঙ্কে, নিঃসন্দেহে, দ্রুতগতি দৃঢ়পদে। হাঁ, তাই যাবো, ঠিক পার্বো, সহস্র বাধা বিঘ্ন, পদদলিত ক'রে, স্নেহমমতাদি, সংসারের সমুদয় কোমল বৃত্তি, কর্ত্তব্যের কঠোর হস্তে ছিঁড়ে ফেলে, গর্ব্বভরে গন্তব্যপথে, বুক ফুলিয়ে চ'লে যাবো! বলুন! বলুন! গুরুদেব! আর কিরূপ, কত কঠোর আয়োজনে, এ যাত্রায় প্রস্তুত হবো?

শুক্রাচার্য্য। স্থির হও বৎস! কেন অত উত্তেজিত হ'চ্ছো? কোন চিন্তা নাই, ব'লেছি ত', তোমরা যাঁর উদ্দেশ্যে, আত্মোৎসর্গ ক'রেছ, যাঁর প্রতি অলৌকিক একনিষ্ঠায়, সর্ব্বস্ব ত্যাগে প্রস্তুত হ'য়েছ, সেই দয়াময় জগৎপিতা আশুতোষ, তোমার ঐ পিতৃহৃদয় অবশ্যই অবগত আছেন, অতি নিশ্চয়, তিনিই তোমায় শান্তি দান কর্বেন। যাঁর ইচ্ছার ইঙ্গিতে, মৃতব্যক্তির, পুনর্জ্জীবিত হওয়াও আশ্চর্য্য নয়,

তাঁর ইচ্ছা হ'লে, তোমার পুত্রের প্রাণ রক্ষা হওয়া, "এ অবস্থাতেও," অসম্ভব কিসে? কিন্তু সাবধান! সঙ্কল্প স্থির রাখা চাই। বিশ্বাস হারালেই, সর্ব্বনাশ হবে। (অদূরে লক্ষ্যে ঐ যে, কমল ও সেনাপতি প্রভৃতি আগত।

মন্ত্রী, সেনাপতি ও সভাষদ্দ্বয় সহ কমলাক্ষের প্রবেশ
অগ্রে বিগ্রহ উদ্দেশ্যে প্রণামান্তে, সকলেরই
দৈত্যগুরুকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম।

শুক্রাচার্য্য। (উত্তোলিত হস্তে) কল্যাণমস্তু!

মন্ত্রী। আমরা দৈত্যগুরুর চরণ প্রান্তে, একটিমাত্র ভিক্ষা প্রার্থনায় উপস্থিত হ'য়েছি, এবং রাজ্যের গণ্যমান্য, সর্ব্বসাধারণেরই পক্ষ হ'তে, সে প্রার্থনায়, আমিই নিযুক্ত হ'য়েছি।

শুক্রাচার্য্য। ওঃ! কিন্তু দুঃখের বিষয়, সুপ্রবীন বিচক্ষণ মন্ত্রীবরও বিস্মরণ হ'চ্ছেন যে, এখন আমরা রাজসভায় নৈতিক ব্যাপারে লিপ্ত নই, উপাসনা মন্দিরে দেবকার্য্যে নিযুক্ত? এটা আবেদন নিবেদন, শুন্‌বার, স্থান বা সময় কি? তবে হ্যাঁ, শুন্‌বো, সব শুন্‌বো, সকলেরই প্রতিকার করা যাবে, কিন্তু একটু অপেক্ষা কর্‌তে হবে। দেব উদ্দেশ্যে আরব্ধ কার্য্যের শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি, অন্য কোনও বিষয়ে মনোযোগী হ'তে পার্‌বো না।

মন্ত্রী। কিন্তু আমাদেরও বক্তব্য যে, মাত্র ঐ বিষয়েই। আর এ বিষয়ে গোপনই বা কি আছে? সহজ সত্য, স্পষ্টভাবে জানানই কর্ত্তব্য। গুরুদেব! রাজ্যবাসী সর্ব্বসাধারণের প্রার্থনা, রাজকুমারের প্রাণদণ্ড রহিত হোক্। অন্য যে কোনও কঠোর সাজা, নির্ব্বাচন করুন, আমরা, শুধু এই ভিক্ষা চাইতে এসেছি।

শুক্রাচার্য্য। কি আশ্চর্য্য! "প্রাণদণ্ড," তোমরা কাকে বল্‌ছো? আমি বল্‌ছি, দণ্ড কিছুই নয়, এটা পরীক্ষা মাত্র। কেন অবিশ্বাস করছো ভ্রান্তগণ! জগদ্‌প্রভুর অপার মহিমায় কেন সন্দিহান হ'চ্ছো? তাঁর উদ্দেশ্যে, উৎসর্গ জীবন, কখনই ব্যর্থ হয় না, হ'তে পারে না, এতে যা সুব্যবস্থা, তা স্বয়ং তিনিই বিধান কর্‌বেন। আমার আন্তরিক বিশ্বাস, দয়াময় আশুতোষ, তাঁর এমন ভক্তগণকে, কখনই এতদূর মর্ম্মপীড়া, দিতে পার্‌বেন না, নিশ্চয় শান্তিদান কর্‌বেন। এই অগ্নি পরীক্ষায়, কুমারকে অধিকতর বিশোধিত ক'রে, স্বয়ং তাকে, সুপথে চালিত কর্‌বেন।

কমল। সেই আশায় বুক বেঁধে, হায় গুরুদেব! আপনার পুত্র, অনলে আহুতি দিতে পারে, এতদূর অটল বিশ্বাসী, এই সংসারীর মধ্যে, বড়ই বিরল, ক'জন ভাগ্যবান অতদূর নির্ভরতা লাভে, ধন্য হ'তে পেরেছেন, জানি না; অন্ততঃ আমাদের ত সে স্পর্দ্ধা, বিন্দু-মাত্রও নাই। তাই বলি গুরুদেব! আমাদের প্রতি সদয় দৃষ্টি পাত করুন!

শুক্রচার্য্য। আমি ত চিরদিনই, তোমাদের প্রতি সদয় ভাবে চেয়ে আছি বৎস! এবং সেই জন্যই ত, তোমাদের মঙ্গল চিরস্থায়ী রাখ্‌বার উদ্দেশ্যে, এই অনুষ্ঠানে উদ্যোগী হ'য়েছি মাত্র। বিশেষতঃ এখন ত এর কোনওরূপ পরিবর্ত্তনই অসম্ভব। কেন না, আমি বিশ্বনাথের আবাহনাদি সমাপনান্তে, উৎসর্গ কার্য্যে উপবিষ্ট, উদ্দিষ্ট আহুতি অবশ্য দিতে হবে।

বলিতে বলিতে, চিন্তামণির প্রবেশ।

চিন্তামণি। তা হ'লে আমি বলি, ঠাকুর মহাশয়! আমার

কেন আহুতি দেওয়া হোক্ না; তাতে আপনারও আহুতি দেওয়া হবে, এঁদেরও, কারও কোনও দুঃখ থাক্‌বে না; আর আমার জন্য ত কাঁদ্‌বার মত কেউ নেই, আমি মর্‌লে যদি, সখার প্রাণ রক্ষা হয়, এত লোকের, বিশেষতঃ আমার রাণীমায়ের দুঃখ ঘুচে যায়, সে খুবই ভাল কথা নয় কি? তাই বল্‌ছি, এঁর বদলে, আমাকেই আহুতি দেওয়া হোক্।

শুক্রাচার্য্য। (স্বগতঃ) হুঁ হুঁ! যাবে কোথা চতুর! প্রাণের টানে, ঠিক্ ছুটে আস্‌তে হ'লো কি না? কিন্তু না না, শুন্‌বো না, প্রাণে বড় জ্বালা, তোমার অকরুণ স্বার্থপরতায়, এ হৃদয়ে কি যন্ত্রণা, তা জানাবার, এই উত্তম পন্থা, বৃহস্পতিই তোমার প্রিয়পাত্র, এ শুক্রাচার্য্য আর কে? কেমন? সুতরাং তার কাছে এরূপ ব্যবহারই পেতে থাক্‌বে। এবার, হয় "এই সাধারণ সম্মুখে, ছদ্মবেশ ছেড়ে, আত্মপ্রকাশে বাধ্য হ'য়ে, সম্পূর্ণ অপদস্থ হবে," আর না হয়, ভক্তের পীড়ন চক্ষের উপর দেখেও, নির্ব্বাক হ'য়ে থাক্‌তে হবে।

চিন্তামণি। কি ঠাকুর মহাশয়! চুপ্ ক'রে কেন? মনে মনে অত কি ভাব্‌ছেন? বলি, এর আর বদল চলে না? আমি ত নিজের ইচ্ছাতেই বল্‌ছি, তার আবার কথা কি?

শুক্রাচার্য্য। কেন, তোমার এরূপ ইচ্ছার কারণ? রাজকুমার, তোমার কি এমন আপনার জন, যে তার জন্য, তুমি জীবন দিতে চাও?

চিন্তামণি। রাজকুমার, আমার সখা, তাকে বড় ভালবাসী, ইচ্ছা হয় তার সকল বিপদ আপদ, নিজের বুক পেতে নিয়ে, তাকে সুখী করি, আর আপনার ত একটা আহুতি হ'লেই হ'লো? তার আর কি?

অনুবল। কেন, অন্যায় কথা বল্‌ছো ভাই! অপরাধী আমি, তাতে তোমার সাজা হবে কোন্ বিধানে? আর আমিই বা, তা হ'তে দোব কেন? বরং তুমি, আমাদের বাড়ীতে আশ্রিত, প্রয়োজন হ'লে, আমিই তোমার জন্য, প্রাণ দিতে পারি, না ভাই! তা হবে না, তুমি বরঞ্চ, আমার মায়ের কাছে যেয়ে, তাঁকে সান্ত্বনা দাও গে। আহা! আজ বড় দুঃখিনী, পুত্রশোকে পাগলিনী তিনি, তুমিই তাঁকে, "মা" বলে ডেকে ভুলিয়ে রেখো! অসহ্য শোকে মা যখনই, আমার জন্য কেঁদে উঠ্‌বেন, তখনি তুমি ছুটে যেয়ে "মা মা" বলে কোলে উঠে, ব'লো, ব'লো সখা! "মা আমিই তোমার ছেলে, যে ছিল আগে সে কেউ নয় পরের ছেলে।"

(চক্ষু ঢাকিলেন)

চিন্তামণির হাত ধরিয়া

অনুবলের— গীত

দুঃখিনী মা রইলেন আমার,
দেখো সখা তাঁকে দেখো।
যখন কেঁদে উঠ্‌বেন আমার লাগি
তুমি কাছে যেয়ে "মা মা" বলে ডেকো॥
কিছু দুঃখ নাইক অন্য,
শুধু বুক ফেটে যায় মায়ের জন্য,
বুঝি উন্মাদিনী হবেন শোকে
সদাই কাছে থেকে ভুলিয়ে রেখো॥

অনুবলের হাত ধরিয়া

চিন্তামণির— গীত

কেন যেতে চাও সখা,
কোথা যাবে মাকে ফেলে।
সাধ্য বা কার কেড়ে নিতে পারে
তেমন মায়ের এমন ছেলে॥
ভয় কিসের ভাই কান্না কেন,
মিছে বুক ভাঙ্গা হ'ওনা যেন
হবে তুষার-শীতল অনল জেনো,
ধ্রুব লক্ষ্যটি সেই ঠিক রাখিলে॥

শুক্রাচার্য্য। আর কেন অনর্থক কাল বিলম্ব? অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করা হোক্।

কমল। ওঃ! বিন্দুমাত্র হ'লোনাক' দয়া?
ব্যর্থ হ'লো শত অনুরোধ,
সহস্র মিনতি আর অজস্র অশ্রুরাশী;
ভাগ্যবশে স্বয়ং ইষ্টদেব মো-সবার,
অকরুণ পাষাণ সমান হেরি আজ।
তবে আর কেন? কার লাগি হেথা থাকি?
কিসের আশায় জ্বালাময় এ সংসারে?
না না, আর নয় এরপর ধৈর্য্যহারা হ'য়ে,
হবো রাজোদ্রোহী মহাঅপরাধী বুঝি—
গুরু আজ্ঞা অবহেলী হবো মহাপাপী,
অতএব কাজ নাই স্বার্থ পররাজ কার্য্যে আর।

বিতৃষ্ণা ভীষণ তাহে মম, আজ হ'তে ;
চাই শক্তি মুক্তভাব নির্লিপ্ত জীবন।
রাজৈশ্বর্য্যে কিছুমাত্র নাহি প্রয়োজন।

[প্রস্থান।

মন্ত্রী। কিন্তু হায়! পরাধীন মোরা চিরদিন ;
দাসত্বে বিক্রিত দেহ আমা সবাকার,
বুঝি অতটুকু বলিবারও নাহি অধিকার ?
হায় ঘৃণ্য আমাদের অধীন জীবন।
তথাপীও রাজা! রাজা ক্ষমা করো আজ,
স্থানত্যাগ অনিবার্য্য হ'লো মো-সবার।

[সেনাপতি ও মন্ত্রীর প্রস্থান।

তারক। একে একে চলিল সবাই এইবার
এ দুর্দ্দিনে আপনার "বুঝি" কেহ নাহি আর।
হায়! প্রণোপম অনুজ যুগল মম
সর্ব্বরূপ গুণময় আমাগত প্রাণ,
তারাও বিরূপ দেখি হ'লো মোরে আজ,
স্মরিলেও হায়! হায়! বুক ফেটে যায়।
কিন্তু কোনও অপরাধ নাহিক তাদের,
অসহ্য এ নিষ্ঠুরতা কেমনে সহিবে ?
অতিশয় সুকোমল হৃদয় তাদের,
আমি নয় বাঁধিয়াছি বজ্র দিয়ে বুক,
ধ'রেছি রাক্ষস মূর্ত্তি রুক্ষ সুভীষণ,
জ্বলন্ত অঙ্গার বুকে ক'রেছি ধারণ,

কিন্তু, অ্যাঁ! হায়! হায়! একি করিতেছি?
বন্ধুর এ কণ্টকাকীর্ণ একি পথে,
কেন, কোথা, দ্রুত ছুটিয়াছি?
শুনিলাম পাগলিনী হ'য়েছেন রাণী,
ধৈর্য্যহারা ভ্রাতৃদ্বয়, শোকাচ্ছন্ন মন্ত্রী,
সেনাপতি আদি অধৈর্য্য সকলি।
ছেড়ে যায় মর্ম্মাহত পুরোবাসী সবে,
আর আমি আপনার সত্য রক্ষা হেতু,
অবহেলে সে সকলে হারাতে বসেছি?
এই কি কর্ত্তব্য? স্নেহ, দয়া, অনুকম্পা,
প্রীতি ভালবাসা, দিয়ে জলাঞ্জলি
নিষ্ঠুর এ আচরণ অবশ্য কর্ত্তব্য?
আছে সত্য পরকাল অবশ্যই মানী,
তা ব'লে এ ইহকাল কেমনে হারাই?
ওঃ হো হো! কোথা যাবি হতভাগ্য তুই?
পরিত্রাণ কোথা তোর, কেন আশা বৃথা?
সুভীষণ সত্য দায়ে উভয় সঙ্কটে
নিষ্পেষিত ওরে মূঢ়! হবি চূর্ণিকৃত।
(ভাবান্তরে) না না, ভয় নাই, ভয়, নাই—তারকাক্ষ্য
ঐ গুরু মূর্ত্তিমান সম্মুখে তোমার,
বলে মুখে, জয় গুরু দয়াময়! কি ভয় কি ভয়?

শুক্রাচার্য্য। ধন্য, ধন্য তুমি ভক্ত শ্রেষ্ঠ দৈত্যনাথ!
অকপট একনিষ্ঠ ভক্তি সাধনায়।
গেছে কেটে বহু বাধা, বিঘ্ন ও বিপত্তি,

কিছুকাল সহ্য করো কিছু বিড়ম্বনা,
সসম্মানে সমুত্তীর্ণ হবে পরীক্ষায়।
অবহিত হও তবে প্রিয় শিষ্যগণ!
গাও ভক্তগণ! সুধাময় শিবগীত,
গাহিতে গাহিতে প্রদক্ষিণ করো অগ্নিকুণ্ড।

(সকলের পূর্ব্বে গীত, "জয় দীন দয়াল দুঃখহারী" গানটী গাহিতে গাহিতে অগ্নিকুণ্ড প্রদক্ষিণ, ঐ অবসরে চিন্তামণির কুণ্ড মাঝে আশ্রয় গ্রহণ)

শুক্রাচার্য্য। অনুবল! এইবার কর্ত্তব্য তোমার,
পিতৃ সত্য রক্ষা হেতু প্রকৃতই তুমি,
দিতে প্রাণ স্বেচ্ছায় স্বীকৃত যদি আজ
অবিলম্বে আরোহণ করো কুণ্ডোপরি।

অনুবল। কোনও চিন্তা নাই গুরুদেব! আমিও বুক বেঁধেছি। হরি! দয়াময় ভক্তপ্রাণ! এই শেষ মুহূর্ত্তে একমাত্র সকাতর প্রার্থনা, যেন আমার জন্য, এই দুর্ভাগ্য দৈত্যবালকের হেতু, হে করুণাবতার কোমল কিশোর! তোমাকেও যেন, এ অনলের জ্বালা সইতে না হয়। গুরুদেব! অনল প্রজ্জ্বলিত হোক্, আমি, হাসি মুখে, তাতে প্রবেশ কর্‌ছি। হরিবোল! হরিবোল!! হরিবোল!!

(অনল কুণ্ডে বসিয়া হাসি মুখে গাহিতেছেন)

অনুবলের— **গীত**

আমি পুড়ে মরি তাহে দুঃখ নাই
প্রভু তুমি যেন হেথা এস' না
এই প্রবল অনলে অমিয় শীতল
ঐ তনুখানি যেন তাপে না॥

জ্বলে পুড়ে ছাই হউক এ দেহ
পাব' জীবন অন্তেও [তোমা] নাহিক সন্দেহ,
লব' সেথা যেয়ে তব শীতল পরশ
হেথা আমা লাগি এসে ব'সোনা
জ্বলুক জ্বলুক অনল এইবার,
সবে হরি হরি হরি বলোনা ॥

(অগ্নি প্রজ্জ্বলিত, তন্মধ্যে বসিয়া অম্বুবলের হরিধ্বনি)

তারক। ঐ, ঐ ধূ ধূ জ্বলে প্রবল অনল।
সুতীব্র সহস্র শিখা উঠিল জ্বলিয়া ;
লক্ লক্ লেলিহান অসংখ্য আগ্নেয়
জিহ্বা যেন সুকোমল তনুখানি লেহন প্রয়াসী।
ঐ, ঐ বুঝি গ্রাসিল নিঃশেষে দেহখানি,
গুরুদেব ! গুরুদেব ! সত্যরক্ষা মম
হ'য়েছে ত পূর্ণরূপে, আর কিবা চাই ?
উপাড়িয়া হৃদপিণ্ড দিয়েছি আহুতি
প্রত্যক্ষ দেখুন ঐ ধূ ধূ জ্বলে যায়,
কিন্তু কৈ গুরু শঙ্করের হ'লো আবির্ভাব ?
কৈ রক্ষা করিলেন প্রভু মৃত্যুঞ্জয় ?
যাঁর তরে, যাহার উদ্দেশ্যে দৃঢ় আমি
অকাতরে প্রাণ পুত্রে করিনু অর্পণ,
কৈ গুরু কৈ তিনি ? কেন নাহি দেখি তাঁরে ?
স'পিয়াছি মন প্রাণ, যাঁহার উদ্দেশ্যে,
গভীর বিশ্বাসে আছি শুধু আশা চেয়ে,
না চাহিয়া মোর প্রতি এ ঘোর সঙ্কটে,

অকরুণ তিনি হেন আছেন নীরবে ?
তবে, অ্যাঁ ! কি এই প্রহেলিকা গুরুদেব !
কি কদর্য্য তবে এই বিশ্বের বিধান ?
সত্য, ধর্ম্ম, নিষ্ঠা, ভক্তি, কি মূল্য ইহার ?
বৃথা সব অকারণ কিছু না কিছুই।
ওঃ ! আরও তেজে, ধূ ধূ জ্বলে ঐ অনলে
হোলো ছারখার প্রাণাধিক ধন,
অনুবল ! অনুবল ! বাপ আমার !
ওঃ ! জ্বলে মরি আপনিও তাহে,
ছারখার হ'লো বুঝি মরম আধার।

[ক্ষিপ্তসম দ্রুত প্রস্থান।

শুক্রাচার্য্য। সর্ব্বনাশ ! সন্দিহান শঙ্করের প্রতি ?
হায় মূঢ় দৈত্যনাথ ! চঞ্চল হৃদয় !
ক্ষণকাল ধৈর্য্য আর নারিলে রাখিতে ?
কিন্তু আমি যা ব'লেছি ঠিক সত্য জানি
গভীর বিশ্বাস তাহে এখনও রাখি,
অপার মহিমা তার, এই সূত্র ধরি,
অতি সুনিশ্চয় শীঘ্র হইবে প্রকাশ।

(অনুবলকে কোলে করিয়া ভুবনমোহন চিন্তামণির গাহিতে গাহিতে অনলকুণ্ড হইতে ধীরে ধীরে উত্থান)

গীত

আমি ভকতেরি তরে ব্যাকুল অন্তরে,
বুক পেতে ওরে আছি সর্ব্ব ঠাঁই।

সুগভীর জলে, কি হলাহলে,
প্রবল অনলেও হ্যে ছুটে যাই।

[অনুবলের গীতচ্ছলে প্রত্যুত্তর]

গীত

নইলে কেন জগৎ যুড়ি,
দয়াল হরি বলবে সবাই।
কেঁদে ডাক্‌বে কেন পাপী তাপী
শুধু ভরসা করি তোমায় সদাই।
এমন শান্তিপূর্ণ অভয় আশ্রয়,
খুঁজে পাবে কি কেউ আর উগন্ময়,
আমার অপার দয়ার সাগর হরি
যাহার দয়ার আর অবধি নাই।

বিষ্ণু। [ধীরে ধীরে, শুক্রাচার্য্যের নিকটস্থ হইয়া] কেমন দৈত্যগুরু! তোমার অভিমানের জ্বালা, যুড়িয়েছে ত? কিন্তু শীঘ্রই বুঝ্‌তে পারবে, ও সকল তোমার অন্যায় অভিমান; বৃহস্পতি, ও তুমি, আমার কাছে, উভয়েই সমান। দৈত্যও আমার শত্রু নয়, দেবতায়ও আমার পক্ষপাত নাই। সবই জান্‌বে, নিজ নিজ কর্ম্মফল। মনে ভাব্‌ছ, এই সাধারণ সমক্ষ্যে, এ ভাবে আমায় অপদস্থ ক'রে, এই ছদ্মবেশ ছাড়্‌তে বাধ্য ক'রে, তোমার দৃঢ়তায় খুবই বুদ্ধিমত্তা প্রকাশ পেয়েছে? কিন্তু তাতে ত কিছুই হবেনা ঠাকুর! অধিকন্তু ঐ অবকাশেই, আমাদের এদিক্‌কার কার্য্য, সহজ হওয়ার সূচনা হ'য়েছে। তোমার এই কঠোর অনুষ্ঠানেই দৈত্যনাথ বিশ্বাস হারাচ্ছে, স্বয়ং বিশ্বনাথ শঙ্করের প্রতি ঘোর সংশয়াপন্ন, সন্দিগ্ধ হ'য়ে উঠেছে। সুতরাং ধ্বংসেরই সূত্র হ'য়েছে।

শুক্রাচার্য্য। কখনই না; তা কিছুতেই হ'তে দেব না, আমি

তার সে অবিশ্বাস দূর করব, এখনি যেয়ে এসকল কথা বুঝিয়ে দিয়ে, ঠিক স্বপথে চালিত করব। এস ভক্তগণ! প্রহরি! ঠিক গায়কাদি সর্ব্বসাধারণ! এখানকার এ সকল কথা, তোমাদের সকলকেই, যথাযথ প্রকাশ করতে হবে। শীঘ্র এস!

[শ্রীবিষ্ণু ও অনুবল ব্যতীত সকলের প্রস্থান।

বিষ্ণু। আর অনুবল! তুমি আমার সঙ্গে এস! পুত্রশোকে পাগলিনী, রাজ্যেশ্বরী মা তোমার, রাজভবন ছেড়ে, এখন কোথায়, কি অবস্থায় আছেন, যদি দেখতে চাও, শীঘ্র আমার সঙ্গে এস!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

ত্রিপুর, কাঞ্চন মহল, উদ্যান পথ।

ব্রীড়া সঙ্কুচিতা নর্ত্তকীগণের ব্যস্তভাবে
বলিতে বলিতে প্রবেশ।

১মাঃ নর্ত্তকী। ও মা! কি হবে? কি হবে?

২য়াঃ নর্ত্তকী। তাই ত গো! কোথা যাই গো!

৩য়াঃ নর্ত্তকী। ও মাগো! মাগো! করি কি?

৪র্থাঃ নর্ত্তকী। কি ঝক্‌মারী, কোথা লুকুই? এসে প'ড়লো বুঝি?

(নেপথ্য হইতে কঙ্কনের জিজ্ঞাসা—কি? কি? ভয় কি?)

১মাঃ নর্ত্তকী। ওগো! লুকুই কোথা? মামা শশুর যে।

২য়াঃ নর্ত্তকী। কি ঝক্‌মারী বলো দেখি! অনেক দিন পরে, বিস্তর কান্নাকাটীর শেষে, যদিও সবে এই দিন দুই, একটু আমোদ আহ্লাদের, সাড়াশব্দ পেয়ে, মনের হরষে, একটু গাইতে বেরিয়েছি, অম্নি, পথের মাঝখান্‌টীতে মামাশশুর? মরণ আর কি!

নর্ত্তকীগণের— গীত

ও মা লাজে মরি লুকাই কোথা,
পথের মাঝে মামা শশুর।
এ পোড়া সাজের এমন সদুরে হাঁট,

একটু ঘোমটা নেই যে টেনে টুনে,
ঝটিত সরম করিব দূর।
কিসে ঢাকি চুলের কাঁড়ি,
[পোড়া] বুকের দায়ে ব'সে প'ড়ি
তাতে ঢাক্‌বে না ত সর্ব্ব অঙ্গ ওলো ছুঁড়ি,
দূর ছাই চোখ বুঁজে থাকি,
নিজে না দেখ্‌লেই কিবা কসুর॥

গাহিতে গাহিতে, নর্ত্তকীগণের, প্রস্থান, অন্য পথে,
খড়্গহস্ত ও কঙ্কনের প্রবেশ।

খড়্গহস্ত। (অদূর হইতে) আরে তা বই কি? বলি ভাগ্নে ত আমার, বুড়ো নয়, অক্ষমও হয় নি? হ্যাঁ, মহারাণী যখন, ছেলের তরে, পাগল হ'য়ে, পুরী ছেড়ে বেরিয়ে প'ড়ে, নিউদ্দিশই রইলেন, তখন বিএ-ই ফের লাগিয়ে দিতাম, তা এই গিয়ে, তোমার ঐ সব দিকে, যদি একটু ভুলে থাকে ভালই। বলি, বাবাজীর মতলবটা, কি বুঝছো? তোমার ঐ সব নর্ত্তকী ফর্ত্তকীর দিকে একটু না মাত্‌লে, তাজা বৌমাটীর কথা ভুলবে কি, দেখ না, ঐ দিকেই বেশ চেষ্টা ক'রো না, এ যে সব কত, উর্ব্বশী ফুর্ব্বশী আছে না? তাদেরই একটু লিলি-এ দিয়ে, দেখ না।

কঙ্কন। বড় শক্ত কথা রাজ মাতুল! এখন তাঁর যে মনের অবস্থা। এদিকে ছেলে, নিয়ে এই কাণ্ড, তার উপর, সদ্য পত্নীর শোক।

খড়্গহস্ত। আহা হা! তা, শোক আর কিসের? বলি, তাঁরা ত বেঁচে আছেন জানা গেছে?

কঙ্কন। হ্যাঁ, ভরসার মধ্যে ঐটুকু। তবে কি জানেন, একটা

মস্ত কারণে, তার মন খুবই খারাপ, মনে এক বিষম সন্দেহ হ'য়েছে তিনি শঙ্করের উদ্দেশ্যে, পুত্র উৎসর্গ কর্‌লেন, কিন্তু শঙ্কর তা, একবার চোখেও দেখলেন না বেশীর ভাগ, বিষ্ণু আবার, সেই পুত্রের প্রাণ বাঁচালেন, এটা তাঁর বড়ই বেজেছে। আর এ অবস্থায়, অন্য কোনও দিকে, মন যায় কি? তবে চিন্তা নেই, আমরা সর্ব্বদা চেষ্টাতেই আছি।

খড়্গাহস্ত। বেশ! বেশ! আহা! বেঁচে থাকো, বেঁচে থাকো বাবা! আহা! আমার বড় দুঃখের ভাগ্নে। (চক্ষু মুছিয়া) হ্যাঁ, আর একটা কথা। তোমার ঐ নর্ত্তকীগুলো, আমায় দেখেই, ওমনি ছুটলো, পড়ে কি মরে, তার হুঁস্ নেই, চোঁচা ছুট্, কেন বলো দেখি? আমি বাঘ? না ভাল্লুক?

কঙ্কন। (অন্য মুখে নিম্নস্বরে) উল্লুক, উল্লুক! (প্রকাশ্যে) ওঃ! তা ওটা আপনি বুঝতে পারেন নি?

খড়্গাহস্ত। না, কেন বলো দেখি?

কঙ্কন। সেকি! এত সহজ বিষয়, এটুকুও বুঝলেন না? বলি, আপনি ত রাজমাতুল?

খড়্গাহস্ত। নিশ্চয়ই, রাজমাতুল, ব'লে রাজমাতুল? একবারে রাজাদের তিন ভাইয়েরই মাতুল।

কঙ্কন। (অন্য দিকে, নিম্নস্বরে) বাতুল! (প্রকাশ্যে) তবেই, ওরা সব আপনাকে মামাশ্বশুর বলে, ওরা "সমিহ" ক'রে চল্‌বে ত?

খড়্গাহস্ত। ওঃ! তাই নাকি? ও সবগুলিই তবে, বাবাজীদের হেঁ-হেঁ-হেঁ! (ইসারায়) তাই নাকি? তা বেশ, বেশ, আহা! মেয়েগুলো, ভাল তা হ'লে? ওঃ! সতী সাধ্বী নর্ত্তকী বলা যেতে পারে? খাসা লজ্জাশীলে বটে ত? কিন্তু এদিকে আমার

ভাগ্যেই, নাচগান, দেখা শোনা, উঠে গেলো দেখছি, এঃ! "মামা" হওয়ায় মুস্কিল আছে দেখ্‌ছি। ঘরের মেয়ে মহলে ত, মামার দিকে, চির ঘোম্‌টা, টানাই আছে, একখানিও খোলা বদন দেখবার যোটি নেই, শুধু এদেরই কতকটা আশা ছিল, তাও ত, গিয়েছে দেখছি। তা যাক্‌-গে, মরুক-গে, তাতে দুঃখ নেই, তা "মামা শশুর"ও ত, স্বীকার করে? ব্যাস্‌! আমার ঐ মস্ত সুখ।

কঙ্কন। না না, সেজন্য চিন্তা নেই, কোনও গান বাজনার আসরে, দাঁড়ালে, আর এদের কোনও লজ্জা থাকবে না; তবে পথে ঘাটে, "সমিহ" ক'রে চল্‌বে না?

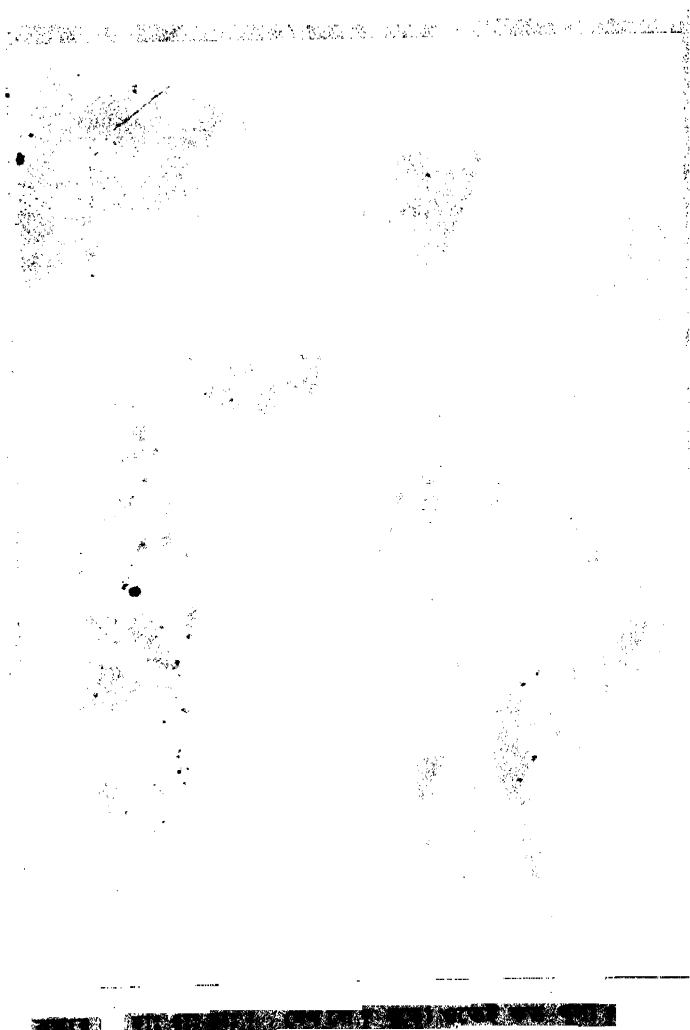
খড়্গহস্ত। আলবৎ চল্‌বে, দুশ'বার "সমিহ" কর্‌বে। তা করুক, খুবই তা হ'লে, লজ্জা করুক না, আসল কাযে ঠিক থাকলেই হ'লো; আচ্ছা আর একটা কথা, বলি গুরুমশাইটী, হঠাৎ অত, চ'টে ফেটে, চ'লে গেলেন কেন জানো?

কঙ্কন। দৈত্যগুরুর কথা, জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন? না, কারণ, ঠিক জানি না বটে, তবে খুবই যে রাগ ক'রে গেছেন, তাতে আর ভুল নেই।

খড়্গহস্ত। তাই নাকি? তা হ'লে আর শীগ্‌গির, এ মুখো হবেন না নিশ্চয়? যাই হোক্‌, আমি খবরটা, একটু ভাল রকম, জেনে আসি। তাই ত, এটা ত, ভাল বোধ হয় না, না, যাই! একটু চেষ্টা ক'রে দেখি, যদি ফিরিয়ে আন্‌তে পারি।

[প্রস্থান।

কঙ্কন। আজ্ঞে হ্যাঁ, তা যান্‌ (নিম্নস্বরে) আমিও বাঁচি। বাবা! জ্বালাতন আর কি। যাই আমিও দেখি, ওদিকেরই বা কতদূর কি।



(গমনুদ্যত অদূরে ঘোমটা ঢাকা ঝঙ্কারকে দেখিয়া) সর্ব্বনাশ ! ও কি ? এদিকেও যে, "ঘোমটা"র প্রবেশ দেখছি, ওঃ ! এ মূর্ত্তিমান ঘোম্‌টার আবির্ভাব যে, উঃ ! কি প্রকাণ্ড, অখণ্ড, উৎকট, উদ্ভট, বিরাট ঘোমটা ; এই যাঃ ! এ কি রকম হ'লো ? হটাৎ ঘোম্‌টাটী, একদম্ থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন যে ? (অগ্রসর হইয়া) বলি হ্যাঁগা ! শু, ওগো ঘোমটা ! চিন্‌বার ত উপায় নেই, তাই বল্‌ছি, তুমি কাদের ঘোম্‌টা ?

অসম্ভব ঘোমটায় মুখ ঢাকিয়া জড়সড়ভাবে
ঝঙ্কারময়ীর ধীরি ধীরি প্রবেশ।

ঝঙ্কার। (নাকি সুরে) মামা শঁশু র নেঁই তঁ ? মা-মা-শঁশু র ?

কঙ্কন। অ্যাঁ ! তুমি ? ভাল ঝক্‌মারী বটে। এই প্রকাণ্ড "ঘোমটা" তুমি ?

ঝঙ্কার। আঃ ! যা বলি, উত্তর দাও না, মামাশঁশুর নেই ত ? মামাশঁশু র ?

কঙ্কন। আরে না, না, সে অনেক্ষণ বিদায়।

ঝঙ্কার। আবার ফির্‌বে না ত ? (ঘোমটা খুলিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ ! দেখ্‌লে ? বুড়ো ওতেই কত খুসী ?

কঙ্কন। উনপঞ্চাশের খেলা, বায়ু উনপঞ্চাশ রকম বটে ত ? কোনটা, কার উপর কায করে, বলা যায় কি ? এই দেখনা ভেবে, কেউ ভাবে পাগল, কেউ প্রেমে পাগল, কেউ গানে পাগল, এই রকমই বহু থাকে না ? তার মধ্যে, এটিও একটি, বিচিত্র ;—অর্থাৎ রকমারি পাগল, এ মাতুলগ্রস্ত অদ্ভুত মাথাগোল।

ঝঙ্কার। তা যাক্ গে, মরুক গে, ওটার কথা। বড় রাজার ভাব কি, বলো দেখি ?

কঙ্কন। ভাব, বেশ ভালই বোধ করি। তবে হ'লে হয়, অনেকটা বিগড়ে উঠেছেন সত্যি। আরে তা আর হবে না, এযে বাঁকা ঠাকুরটির কারসাজী। রাজার মনটা বেশ সন্দেহ দোলায়, দুলিয়ে দিয়েছেন, ছেলেকে যার উদ্দেশ্যে আহুতি দিলেন, সেই শঙ্করত ফিরেও চাইলেন না, বেশীর ভাগ, ছেলেটীকে বাঁচালেন, আবার বিষ্ণু এসে। এতেই মাথাটা, একদম্ ঘুলিয়ে গেছে। এখন আর, কিছুই মান্‌তে চাইছেন না, স্পষ্টই ব'লেছেন, দেবতা ধর্ম্ম ইষ্ট গুরু, কিছুই কিছু না, তাই নেয়েইত তর্ক বিতর্কে, দৈত্যগুরু ত্রিপুর ছেড়ে আশ্রমে চ'লে গেছেন। রাজাও বিলাস সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ে ভোগ সুখে মস্‌গুল আর কি, আমাদেরও এই সুযোগে, যাথাসাধ্য চেষ্টায়, এ মত্ততা বাড়িয়ে তুল্‌তে হবে।

ঝঙ্কার। তা, তোমায় আমায়, আর, সে জন্য ভাবতে হবে না, সে ভার বেশ পাকা লোকের হাতেই প'ড়েছে।

কঙ্কন। কি রকম? কি রকম?

ঝঙ্কার। রকম গুরুতর, স্বয়ং উর্ব্বশী নাকি, নিজে সে চেষ্টা কর্‌ছেন, একদিন, উদ্যান প্রাসাদে, দেখা শোনা, কথা বার্ত্তাও হ'য়েছে শুনেছি।

কঙ্কন। হুঁ? বলো কি? বাহবা বাহবা, লাগ্‌লো ভেল্কি, তা হ'লে আর ফস্কায় সাধ্য কি? চলো, চলো দেখি-গে, এতে আমরাই বা, কতদূর সাহার্য্য কর্‌তে পারি।

ঝঙ্কার। নিশ্চয়ই, যাবো বৈকি।, শীগ্‌গির চলো দু'জনই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

উদ্যান প্রাসাদ।

তারকাক্ষ্য একাকী পদচারণা করিতে করিতে বলিতেছেন।

তারক। ওঃ! একটা ঝড় ব'য়ে গেল। জীবন উদ্যানের মনোরম কুঞ্জবিতান মাটীর সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে, অব্যাহত ব'য়ে গেল। কি তমুল আয়োজনে ভৈরব আরবে গর্জ্জে এসে, নিমেষে সব চুরমার ক'রে দিলে। কিন্তু একটুও ভ্রূক্ষেপও করলে না? যার আশায়, আজীবন পথ চেয়ে আছি, একটীবারও সে ফিরে চাইলে না? এত অকরুণ? এমন কঠিন প্রাণ? না না, নাই, দেব, ধর্ম্ম, ইষ্ট, গুরু, কিছুই নাই, থাকেনও যদি, আমাদের ডাক সেখানে পৌছে না, মিথ্যা কথা, অলিক সান্ত্বনা, সার একমাত্র পুরষকার। হাঁ, ঠিক তাই।

ধীরে ধীরে মন্ত্রী উপস্থিত হইলেন।

মন্ত্রী। (সাভিবাদনে) ত্রুটী মার্জ্জনা হয় দৈতেন্দ্র্য! এ বৃদ্ধের, এই রাজ ভবনে, বালকের ন্যায় অবারিত দ্বার। সেই সাহসে বরাবর, বিনা সংবাদে রাজ সমীপে উপস্থিত হ'য়েছি।

তারক। সে জন্য, সঙ্কোচেরই বা আবশ্যক কি? আমি এতে কোন ত্রুটীর উল্লেখ করি নাই। তবে উপস্থিতির উদ্দেশ্য, অবশ্য, বুঝতে পারি নাই।

মন্ত্রী। উদ্দেশ্য, রাজ কার্য্যাদিতে আপনার মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করা; সকল বিষয় ব্যক্ত করা, রাজন্! মধ্যম রাজা, বহু পূর্ব্বেই, সকল দায়ীত্ব পরিত্যাগ ক'রে, নিষ্ক্রিয়ের ন্যায়, রাজ্যে

আছেন মাত্র, কনিষ্ঠ, কমলাক্ষ্যও সন্তপ্তভাবে রাজ ভবন ছেড়ে যেয়ে, দেশ ভ্রমণে, বহির্গত, আপনার নিজেরও, এই অনাস্থা ঔদাস্য; তা যে কারণেই হোক্, সুতরাং এত বড় বিশাল রাজকার্য্য কিরূপে চল্‌তে পারে?

তারক। আপনাকেই ত আমি, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভার দিয়েছি, এমন বিচক্ষণ মহামন্ত্রী, যার অকপট হিতাকাঙ্ক্ষী, তার রাজকার্য্য অচল থাকে কি? আমায় একটু অবকাশ দিন, শুধু নিবিষ্ট ভাবে কিছু দিন চিন্তা কর্‌তে দিন।

মন্ত্রী। ততো দূর চিন্তার কারণ কি? জানা গেছে, তঁাদের জীবনহানী হয় নাই। জগন্ময় অনুসন্ধানেরও ক্রটী নাই, আশা করি, শীঘ্রই সপুত্র রাজমহিষী, রাজভবনে ফিরে আস্‌বেন। এ শুধু সাময়িক বিড়ম্বনা মাত্র, এ অবস্থায় আপনি ধৈর্য্যধারণ ক'রে, শান্তি রক্ষার চেষ্টা করুন! গভীর বিশ্বাসে, শুভদাতা শঙ্করের আরাধনায় নিযুক্ত থাকুন, সব বিপদ কেটে যাবে।

তারক। থাক্, থাক্, ও সান্ত্বনা আর আমি চাই না, কেন না কোনই মূল্য নাই। আর ধৈর্য্য? সেত' বহু পূর্ব্বেই হারিয়েছি, সুতরাং ধর্‌তে পারি কৈ? না না, কি হবে গভীর বিশ্বাসে? সে কখনই কার্য্যকরি নয়, অধিকন্তু তত আশায় নিরাশ হ'য়েই ত বুক ভেঙ্গে গেছে, ঐ বিশ্বাসেই আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে।

মন্ত্রী। সর্ব্বনাশ! সেকি কথা? তাতেই বিশ্বাস হারাতে হবে? এ সন্দেহ আপনায় সাজে?

তারক। তা বোধ হয় সাজে না, কিন্তু হ'য়েছে তা নিশ্চয়ই হ'তে পারেন তিনি অনন্ত শক্তিমান, কিন্তু দয়াময় ভক্তাধীন, একথা, মান্‌তে পারি না, অন্ততঃ আমি সে দয়ার পাত্র নই তাঁর। যাক্

এ বিষয়ে আমি অন্যের মতাপেক্ষা করি না, আমি যা দেখি নাই, 'নিজে যা, পাই নাই, কারও কথার কথায় তাতে আস্থা রাখ্‌তে পার্‌বো না।

মন্ত্রী। (স্বগতঃ) ওঃ! তা হ'লে সত্যই আর রক্ষা হয় না; এ সন্দেহ বুঝি কাল প্রেরিত। হায় দুর্নিবার ভবিতব্য! (প্রকাশ্যে) তবে আর কি বল্‌বো মহারাজ! আমি আসি এখন।

[ধীরে ধীরে প্রস্থান।

তারক। (মন্ত্রীর গমন পথ লক্ষ্যে) অসন্তুষ্ট হ'য়ে গেলে বৃদ্ধ! যাও! কি কর্‌বো? আমি সত্য ব'লে, সকলের অসন্তোষের পাত্র হ'তেও রাজী আছি, কিন্তু হৃদয়ের ভাব গোপন ক'রে, ভণ্ড সাজাতে ইচ্ছা করি না। ওঃ! বড় জ্বালা, অন্তর্দ্দাহী সন্তাপানলে বুকখানা জ্বলে পুড়ে ছারখার। সম্মুখে শ্মশান, চতুর্দ্দিকে যেন, মৃতাস্থি অঙ্গার পরিপূর্ণ, শ্মশান দৃশ্য, কোথা যাই? এ অবস্থায়, কি উপায়ে শান্তি পাই? ওঃ! ঠিক্ ঠিক্, হাঁ তাই হোক্, যে কোনওরূপে এ সকল ভোলা চাই, হয় হোক্ যত পাপ ক্ষতি নাই। এই! কে পাহারায়?

একজন প্রহরীর প্রবেশ, সাভিবাদনে অদূরে দণ্ডায়মান।

তারক। অবিলম্বে কঙ্কনকে আদেশ জানাও, নর্ত্তকীগণ সঙ্গে, এখনি, এই উদ্যান প্রাসাদে উপস্থিত হয়।

প্রহরী। যথাদেশ!

[অভিবাদনান্তে প্রস্থান।

তারক। হাঁ, ঐ পথ, সে স্মৃতির বিনাশে, বিস্মৃতির অতলতলে

ডুব্‌তে হবে, মত্ততায় এ সন্তাপ ঢাক্‌তে হবে। না না, কেন সংযম? কিসের তিতিক্ষা? কি সে বিবেক? ভোগই সার, সুখদ, শ্রেষ্ঠ, জাজ্বল্যমান-পরমানন্দপ্রদ, প্রাণ ভ'রে, তাই উপভোগ কর্‌তে হবে, তবে আসুক সুমধুর শত ঝঙ্কারে, দশদিক সমাচ্ছন্ন ক'রে, আসুক লোভনীয় মোহন বিলাস পরিপূর্ণ আয়োজনে, সাগ্রহে গ্রহণ কর্‌তে হবে, ঐ বুঝি সব আস্‌ছে, বাঃ! চমৎকার! গাও! প্রাণ ভ'রে শুন্‌তে হবে। দেখি এতে নিমগ্ন হ'য়ে, ভুল্‌তে পারি কি না?

সুধাপাত্রাদি লইয়া নর্ত্তকীগণ সহ কঙ্কনের প্রবেশ, সে সকল উর্ব্বশীর হস্তে দিয়া ইঙ্গিত, পরে প্রস্থান, নর্ত্তকীগণের গান নৃত্যাদি, উর্ব্বশীর সুধা দান, রাজার সাগ্রহে সুধা পানাদি।

গীত

আধ্‌খানি চাঁদের পান্‌সী তরি
(মোদের) প্রেমের সাগরে ভেসেছে।
জোছনার পা'লে মলয় লেগেছে
হেলে দুলে তরি নেচে চ'লেছে॥
সুরসিক মাঝি অনুরাগ হা'লে
ভাঙ্গা গড়া কত ঢেউ কেটে চলে
কোকিল ভোমরা জল মাপা ছলে
সাড়া দিতে দিতে আগে ছুটেছে॥

তারক। বাঃ! চমৎকার! কি সুন্দর জগৎ, যেন আনন্দ প্রবাহে নিমগ্ন হ'য়েছে, কি বিচিত্র বিশ্বদৃশ্য, শত কিরণ ছটায় ছড়িয়ে

প'ড়েছে, কি প্রাণারাম সুস্বর-লহরি মধুঝঙ্কারে ফুটে উঠেছে, তার মাঝে বিধাতার বিচিত্র সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সৃষ্টি, স্বহস্তে সাজান' এই মোহিনী প্রতিমা, (উর্ব্বশী নির্দ্দেশে) মনোহর ভঙ্গীমায় সম্মুখে দাঁড়িয়ে, এ সকল পরিত্যাগ ক'রে, কেন নিরস কর্কশ, নীতিচর্চ্চায়, কাল্পনিক এক পরকাল চিন্তায়, অশান্তি অনলে, জ্বলে পুড়ে ব্যর্থ জীবন নষ্ট করা? না, খুব জ্বলেছি, মর্ম্মন্তুদ অন্তর্জ্বালায়, বুকটা ছারখার, ভস্মাকারে পরিণত হ'য়েছে, এখনও মনে হ'লে; উঃ! না না, ভাব্‌বো না, আর একটুও চিন্তা করব না; তা হ'লে বুঝি বা, না না, বুঝি নয়, নিশ্চয় ক্ষিপ্ত হবো; ঠিক পাগল হ'য়ে যাব। না, কায নাই স্মৃতি, বিস্মৃতি প্রিয়তম কাম্য, কোন সুদূরে অজ্ঞাত পরকাল, চাই বর্ত্তমান এই ঐহিক শান্তিই। অতএব দাও সুধা, যদি ভুল্‌তে পারি, নাচো, গাও, ছেয়ে দাও দিগ্বিদিক্ চরাচরে, সুধাময় মধুঝঙ্কারে। ভুলাও সকল অনুভূতি, সুললিত সপ্তস্বরে। মুছে দাও, অতীতের বিয়োগ রেখা, মুর্চ্ছনার হিল্লোল তরঙ্গে।

হঠাৎ ঝঙ্কারময়ীর প্রবেশ।

ঝঙ্কার। (সাভিবাদনে) মহারাজ! মন্ত্রী মহাশয়, সেনাপতি ও মেজ' রাজা প্রভৃতি, এখনি, এখানে এসে দেখা কর্‌তে চান।

তারক। কি? বিদ্যুন্মালী সঙ্গে মন্ত্রী প্রভৃতি? আঃ! আবার রাজকার্য্য নিশ্চয়ই? কিন্তু না না, আমি ত ও সব ভুলবার চেষ্টা কর্‌ছি, (ক্ষণ চিন্তা) আচ্ছা, যাও বলোগে, আমি শীঘ্রই রাজসভায় যেয়ে, সাক্ষাৎ কর্‌ছি।

ঝঙ্কার। আমি ও তাই, বলেছিলাম, একটু পরেই সাক্ষাৎ হবে।

কিন্তু তাঁরা সে কথা কিছুতেই মান্‌তে চান্ না ; "খুব গুরুতর সংবাদ, এই দণ্ডেই সাক্ষাৎ আবশ্যক" বল্‌লেন।

তারক। আঃ! কিসের গুরুতর সংবাদ? না, দেবে না, এ যন্ত্রণাময় অনুভূতি হ'তে, এরাই আমায় নিষ্কৃতি দেবে না। না না, শুন্‌বো না ; বেশ নিমগ্ন আছি, ন্যায় সম্বিৎ চাই না।

উর্ব্বশী। আমার ত্রুটী মার্জ্জনা হয় দৈত্যেন্দ্র! এ কিন্তু ঠিক কর্ত্তব্য হ'চ্ছে না! এঁদের এইখানেই আস্‌তে বলুন, আমরা কিছুক্ষণ অন্তরালে অপেক্ষা করি। আপনি কিরূপে মনে ভাবেন জানি না, আমরা কিন্তু আপনার কোনও অহিতকর কার্য্য কখনই হ'তে দেব' না, আপনার এই সাময়িক চিত্ত বিক্ষেপ দূর ক'রে শান্তি দানের জন্য, প্রাণ ঢেলে সেবা পরিচর্য্যাই কর্‌তে প্রস্তুত আছি, কিন্তু আপনাকে কোনরূপ কলঙ্কভাগী কর্‌তে একটুও রাজী নই। আমাদের হৃদয় আছে রাজা! এবং তাতে স্নেহ, দয়া, ভক্তি, ভালবাসা সবই সম্ভব। এস নর্ত্তকীগণ! আমরা একটু স্থানান্তরিত হই। (যাইতে যাইতে) একেবারে অধিক হ'লে সন্দেহ হ'তে পারে, তবে যাবে কোথায় ক্রমে সবই হবে।

[নর্ত্তকীগণ সঙ্গে প্রস্থান।

তারক। (উর্ব্বশীর গতি পথ লক্ষ্যে) বাঃ! চমৎকার! শুধু লাবণ্যময়ী অপূর্ব্ব সুন্দরী নয়, চরিত্রও তদপযোগী, অলৌকিক প্রেমপূর্ণ অসাধারণ হৃদয়বতী। আচ্ছা যাও ঝঙ্কার! এঁদের সবাইকে আস্‌তে ব'লো।

ঝঙ্কার। (সাভিবাদনে) যথাদেশ মহারাজ! (যাইতে যাইতে) হুঁ! রং যে ধ'রেছ দেখ্‌ছি, তবে আর যাবে কোথা?

[প্রস্থান।

তারক। কিন্তু একি করছি? এই ঠিক কর্ত্তব্য কি? ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে নয়, একবারে উল্লম্ফনে গিরিশির হ'তে কেন গভীর অতল তলে?—অ্যাঁ! না না, এই ঠিক্, কেন মিছে দুষ্ট সংশয়? এ অবস্থায় এই যথোপযুক্তি আত্মতৃপ্তি। (অদূর লক্ষ্যে) ঐ যে আগত তারা, সঙ্গে ও কে? দেবর্ষি? সর্ব্বনাশ! তা হ'লে নিশ্চয় কোনও দুঃসংবাদ আছে দেখ্‌ছি।

দেবর্ষিকে অগ্রে লইয়া, মন্ত্রী, বিদ্যুন্মালী ও
বলাসুরের প্রবেশ।

তারক। এই যে দেবর্ষি! (প্রণামান্তে) আসন গ্রহণ করুন দেবর্ষি!

নারদ। (আসন গ্রহণে) দৈত্যপতির জয় হোক্!

তারক। কি সংবাদ বিদ্যুন্মালী?

বিদ্যুন্মালী। দাদা! দাদা! সংবাদ বড় ভীষণ; এবার আমিও নিরাশ হ'য়েছি।

মন্ত্রী। আমরা প্রথমতঃ গুপ্তচর মুখে, এ সংবাদ শুনেও বিশ্বাস করতে পারি নাই। কিন্তু স্বয়ং দেবর্ষিও যখন তাই বল্‌ছেন, তখন আর সন্দেহের অবকাশ কোথায়? ঐ শুনুন, তাঁর মুখে শুন্‌লেই সব বুঝতে পার্‌বেন। আমরা সেই জন্য, তাঁকে সঙ্গে ল'য়ে অসময়েই রাজ দর্শনে বাধ্য হ'য়েছি।

নারদ। সত্য অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, সন্দেহ কি? এতে আমারই যেন অভিমানে বুক ফেটে যাচ্ছে, আহা ভক্ত বলে ভক্ত? একবারে তিনটি ভাই-ই তদ্‌গত চিত্ত। আমিত সব জানছি, আহা! এই সেদিনও যারা একমাত্র বংশধর, প্রাণপুত্তলীটিকে, তাঁর প্রীত্যার্থে,

তাঁরই উদ্দেশ্যে অনলে আহুতি দিলেন, উঃ! কি নিষ্ঠুরতা? ছিঃ ছিঃ ছিঃ ! তাঁদের প্রতি এরূপ আচরণ তাঁর কর্ত্তব্য হ'য়েছে কি? কি আর বল্‌বো বৎস! তোমাদেরই সেই চিরারাধ্য প্রভু শুভঙ্করই সম্প্রতি ত্রিপুর ধ্বংসের ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

তারক। অ্যাঁ!

নারদ। এ সত্য বৎস! আমি স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থেকে স্বকর্ণে শুনেছি, দেবতার সঙ্গে যুক্তি ক'রে, স্বয়ং তিনিই ত্রিপুর ধ্বংসের ভার গ্রহণ ক'রেছেন।

তারক। শোনো! শোনো বিদ্যুন্মালি! শুন্‌লে মন্ত্রী, সেনাপতি! শুন্‌ছো বিশ্বসংসার, স্থাবর জঙ্গমাদি! শোনো স্থির কর্ণে শুনে রাখো ভক্তাধীনের ভক্তপ্রীতি? শোনো দয়াময়ের অপার দয়ার কীর্ত্তিকাহিনী। ওঃ! শুভঙ্কর! এর চেয়ে, স্পষ্টাক্ষরে কেন, "প্রাণ দাও" ব'লে সম্মুখে দাঁড়ালে না? আমরা হাসি মুখে, সে প্রাণ, দিয়ে দিতাম। তোমার ইচ্ছায়, তোমার আদেশে, এই তিনটি ভাই আমরা যে, অগ্নি গর্ভেও প্রবেশে, পশ্চাদ্‌পদ ছিলাম না, তবে কেন? কেন এভাবে, না না, এ হ'তে পারে না, বোধ হয় এটা স্বপ্ন দর্শন আমার, নইলে যতই অকরুণ হ'য়ে দয়া দানে বিরত থাকুন না, তা ব'লে সমগ্র ত্রিপুরসহ, সমস্ত দৈত্যগণের ধ্বংস ভার নিজে গ্রহণ করতে পারেন? না না, অথচ এ দিকেও প্রত্যক্ষ প্রমাণ, অবিশ্বাসের উপায় নাই, এতে ইচ্ছা হয়, কি বল্‌বো দেবর্ষি! সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের লোক সকলে, এক-স্থানে একত্রিত ক'রে, তাঁকে, তার মাঝখানটিতে দাঁড় করাই, তারপর নখে ক'রে এই বুকখানা চিরে ফেলে রক্তাক্ত হৃদ্‌পিণ্ডটা, নিজ হাতে উপড়ে নিয়ে, বিশ্বনাথের সেই বিরাট বক্ষস্থলে ছুঁড়ে মেরে, অমল ধবল সেই বুকখানি তাঁর,

লালে লাল্ ক'রে দিয়ে, যত অন্ধ ভক্তগণের চোখ ফোটাই।

নারদ। আহা হা! বটেইত বটেইত, অভিমান এমনি ধারাই হ'তে পারে ত। ছিঃ ছিঃ কি নিষ্ঠুর!

বিদ্যুন্মালী। নিষ্ঠুর! না না, শুধু নিষ্ঠুর কি? আমি বলি, ভয়ঙ্কর নিষ্ঠুর। ততোধিক ভয়ানক এ বিশ্বকাণ্ড! আর ভীষণতর এর কারণ কর্ত্তার নিষ্ঠুর প্রকৃতি। সুতরাং আমাদেরও এখানে ভীষণ প্রকৃতিই অবলম্বন করতে হবে। হাঁ দাদা! তাই, আর কাজ নাই, ধর্ম্মকর্ম্ম, কিসের ন্যায় অন্যায়? কেন আরাধনা পূজা অর্চ্চনা? ও সব ছেড়ে, এ নিষ্ঠুর নিষ্ঠুরতার প্রতিশোধে, এবার, এই বিশ্বপ্রকৃতিকেই উত্যক্তা ক'রে তুলি। আজ হ'তে নির্ম্মম কঠোর হস্তে, এর যা কিছু কোমল মধুর পবিত্রতর, সমূলে উৎপাটিত করে, ধ্বংসের খেলা খেলতে থাকি! বোঝা যাচ্ছে মৃত্যুই যখন অনিবার্য্য, তখন আমরাও এক বিরাট সংহার লীলা সম্পূর্ণ ক'রে, তারপর নিজে মরি।

তারক। হাঁ, ঠিক বলেছ ভাই! কায নাই পূজা অর্চ্চনা, সেবা ভক্তি? ও সব ছেড়ে দিয়ে, উদ্দাম সংহার উদ্দেশ্যেই ছুটতে থাকি। যাও সেনাপতি, সমরায়োজন সম্পূর্ণ করো। লৌহ, রজত, সুবর্ণ ত্রিপুরের সমুদয় সমর শক্তি একত্রিত ক'রে, প্রস্তুত থাকো। তারপরই বিশ্বধ্বংস উদ্দেশ্যে যাত্রা করতে হবে। যা কিছু সম্মুখে পড়ুক, ধ্বংস, দীর্ণ, চূর্ণ ক'রে দুর্ব্বার ছুটতে হবে। এবার স্বয়ং সংহার কর্ত্তাকেই সংহার লীলা দেখিয়ে, ওঃ হাঃ হাঃ হাঃ!

[উদ্ভ্রান্ত ভাবে প্রস্থান।

নারদ। আহা হা! আমারও যেন কেমন হ'চ্ছে, (আন্তরিক

উল্লাস দমনে বাহ্য দুঃখ প্রকাশে) বুকের মধ্যে যেন কর্‌কর্ কর্‌ছে। আচ্ছা আমিও আসি এখন।

[প্রস্থান।

বিদ্যুন্মালী। আসুন মন্ত্রীবর! এস সেনাপতি! আজ হ'তে আমাদের প্রত্যেকেরই মূল মন্ত্র হবে, ঐ সংহার। বিশ্বব্যাপী অবিশ্রান্ত চল্‌বে শুধু নির্ম্মম সংহার। হাঃ হাঃ হাঃ!

[সকলের প্রস্থান।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

সহ্যাদ্রি বনভাগ।

গাহিতে গাহিতে একদল রাক্ষসের প্রবেশ।

কি খাই কি খাই কোথায় কি পাই,
এ রাক্ষুসে পেট কিসে ভরাই এ ভাবনায় মরি।
গণ্ডাদশেক মেরে গণ্ডার কিছু মণ্ডার মত হ'লো জলখাবার
হাতী কুল্লে শ'খানি ত তাতে আর কি করি।
বুনো মোষ্ আর শুওর মোটে হাজার খানিক দু-ত্তোর,
উট আর গোঁড়া ছাগল ভেড়া দশ দশ হাজার ঘোড়া,
পিত্তি রক্ষে হবে কিসে এ যে রাক্ষুসে খাই
কেমন রে ভাই, তাই ত এখন ইঁদুর বিড়াল ধরি।

অদূর হইতে বলিতে বলিতে ব্যস্তভাবে
রাক্ষস নায়কের প্রবেশ।

নায়ক। শুভযোগ শুভযোগ ভাই সব! মস্ত সুযোগ, শীঘ্র এসো! ছুটে এসো!

১মঃ রাক্ষস। কি কি? হাতীর পাল, পাহাড় থেকে নাম্‌ছে?

২য়ঃ রাক্ষস। গাঁড়ার? গাঁড়ারের দল চর্‌তে এসেছে?

৩য়ঃ রাক্ষস। আরে! হাতী হ'লে ত আমার, গোটা পঁচিশে-তেই আজকার মত একরকম হবে।

৪র্থঃ রাক্ষস। তাই বই কি, আর আমার অরুচি, মস্ত অরুচি

কিছুই খেতে পারিনে, কুল্লো গণ্ডা চৌদ্দ গণ্ডার, গোটা কুড়িক উটের টাক্‌না দিয়ে, তাই খেতে পারি কি না পারি।

নায়ক। ওহে তা নয় তা নয়। এ জানোয়ার ফানোয়ারের কথা নয়, একটা খুব সুন্দরী, বোধ হয়, ঐ দত্যিরাজদের রাণী ফাণী রকমই হবে কিছু, বোধ হয় কোনও রকম ফেরে ফারে প'ড়েই বনে এসেছে, চল্ সব! তাকে আট্‌কাতে পার্‌লে, দত্যিবেটাদের কাছে, অন্ততঃ দশ দিনেরও পেটের খোরাক, আদায় হবে নিশ্চয়।

১মঃ রাক্ষস। অ্যাঁ! তাই নাকি? আচ্ছা চলো। এখুনি আট্‌কাচ্ছি। পেটের তরে আমরাই সবই পারি। আমরা যে রাক্ষস।

সকলে। (সগর্জ্জনে) হাঁ, রাক্ষস! রাক্ষস!

[সকলের প্রস্থান।

অন্য দিক দিয়া, উন্মাদিনী রাজ্ঞী ধনিষ্ঠার প্রবেশ।

ধনিষ্ঠা। উঃ! লোকালয়টা কি অসহ্য? তাই ছুটে পালিয়ে এসেছি। সংসারের লোক সকল, তা দানব, মানব, পুরুষ নামেই সব পাষাণ; ওঃ! ভয়ঙ্কর, তারা সবই পারে। পারে মায়ের বুক থেকে, ছেলে ছিনিয়ে নিয়ে, সেই মায়েরই চোখের সাম্নে, ছেলেকে আগুনে পুড়িয়ে মার্‌তে। উঃ মাগো! এ কি কেউ সইতে পারে? পোড়া মায়ের প্রাণ, এ যন্ত্রণা সহ্য ক'রে, ধৈর্য্য ধ'রে থাকতে পারে? তার চেয়ে, এই বনের মাঝে বেশ থাকা যাবে। এখানে রাজা নাই, দণ্ড মুণ্ডের কর্ত্তা দৈত্যরাজ নাই, একটু নিশ্বেস ছেড়ে বাঁচা যাবে। কিন্তু বাছা আমার যে, উঃ! না না, থাকা হ'লো না, এখুনি ছুটে গিয়ে, তাকে চুরি ক'রে, এখানে এনে, তারপর দু'মায়ে,

পোয়ে, এই খানে নিশ্চিন্তে থাকা যাবে। হাঁ যাই, আগে তাকে নিয়ে আসি-গে!

গমনুদ্যতা অদূরে রাক্ষসগণের প্রবেশ।

রাক্ষস নায়ক। দাঁড়াও! দাঁড়াও রমণি! আর কোথাও যেতে পার্‌ছো না। যদি ভাল চাও, আমাদের সঙ্গে এস!

ধনিষ্ঠা। [দেখিয়া শিহরিয়া] অ্যাঁ! কে তোমরা? উঃ! কি ভীষণ মূর্ত্তি। সর্ব্বনাশ এ তবে কোথায় আমি?

নায়ক। তুমি বনের মাঝে, আর আমরা কে, বুঝ্‌তে পার্‌ছো না, আমরা রাক্ষস।

ধনিষ্ঠা। অ্যাঁ! রাক্ষস? রাক্ষস তোমরা? সত্যই ত? আঃ! বেশ হ'য়েছে, এখুনি সব জ্বালা যুড়াবে তা হ'লে, কিন্তু তবে আর বিলম্ব কেন রাক্ষস! তোমরা সকলে মিলে, এখনি আমায় খেয়ে ফেলো, তোমাদেরও ক্ষিধের জ্বালা জুড়াবে, আমারও সকল যন্ত্রণার অবসান হবে।

১মঃ রাক্ষস। তুমি পাগল নাকি ঠাক্‌রুন! তোমাকে আবার সকলে মিলে খাবো কি ক'রে? আর তাতেই অমনি ক্ষিধে মিট্‌বে? এ হেঃ হেঃ! তুমি হাসালে দেখ্‌ছি যে, সকলের কথা চুলোয় পড়ুক, একা আমারই এই হাঁদা পেট্‌টায়, তুমি যে এই গিয়ে, একটা কল্কের ঠিক্‌রে দেওয়া মতও হবে না বাছা!

ধনিষ্ঠা। আশীর্ব্বাদ কর্‌ব রাক্ষস! প্রাণ ভ'রে, তোমাদের আশীর্ব্বাদ কর্‌তে কর্‌তে, মর্‌বো, তোমরা আমায় খেয়ে ফেলো!

নায়ক। তা হবে না, আমরা তোমায় খেতে চাইনা। তোমাকে আট্‌কে রেখে, তোমারই আপনার জনের কাছ থেকে, খুব বেশী রকম কিছু আদায় কর্‌তে চাই, বুঝ্‌লে? তুমি যে নিশ্চয়ই কোনও

বড় ঘরের মেয়ে, তা আমি দেখেই, বুঝে নিয়েছি, নেরে নে, কি ভাবছিস্? শীঘ্র বেঁধে ফেল্ ওঁকে।

ধনিষ্ঠা। না না, তবে আর ছুঁতে পারবে না। সাবধান! আর এক পা'ও অগ্রসর হ'ও না। বাঁধতে আমায় কখনই পারবে না, আট্‌কাতে আমায় কারও সাধ্য হবে না, সাবধান!

১মঃ রাক্ষস। এই আর কি, উনি ভারি একবারে সাক্ষাৎ ত্রিপুররাজার পাটরাণী এলেন আর কি, ছুঁতেই পার্‌বো না আমরা ওঁকে।

২য়ঃ রাক্ষস। ওরে! নে নে! অত বাজে কথায় কায কি ওর সঙ্গে? বেঁধেই ফেলি আয় না!

সকলের বন্ধনার্থ অগ্রসর ঠিক তন্মুহূর্ত্তে
সসস্ত্র জয়ন্তের প্রবেশ।

জয়ন্ত। (অদূর হইতে) সাবধান! কে তোরা? অসহায়া নারীর মর্য্যাদা নাশে উদ্যত পাষণ্ডদল! এই দণ্ডে দূর হ'য়ে যা, এখান হ'তে।

রাঃ নায়ক। কখনই না, কে তুমি? আমরা কারও কথা মান্‌তে চাই না, এ সুযোগ, আমরা কখনই ছাড়ব না, তোমার সাধ্য হয় রক্ষা করো।

জয়ন্ত। নিশ্চয়। রক্ষা কর্‌ব না? এ স্বচক্ষে দেখেও? তবে ধিক্ আমাকে। ধিক্ তা হ'লে জয়ন্তের বীরত্ব গৌরবে। ভয় নাই মা! আমি চিনেছি আপনায়। জগদীশ্বরের কৃপায়, বড় শুভ মুহূর্ত্ত সম্মুখে পেয়েছি, ত্রিপুরাধিশ্বরীর এ বিপদে যৎকিঞ্চিত সাহায্য দানের সুযোগ লাভে, আপনাকে কৃত কৃতার্থ মনে কর্‌ছি। এখন আর কারও সাধ্য নাই জয়ন্তের বিদ্যমানে, আপনার পদ নখাগ্রও স্পর্শ করে।

রাঃ নায়ক। কি জয়ন্ত? হ'লই বা জয়ন্ত, কি ভাবছ' ভাই সব? একা জয়ন্তের কি সাধ্য? আমাদের সকলকেই আট্‌কাতে পারে? বেশ, তবে আগে তোমার দর্পই চূর্ণ হোক্, এস ভাই! আগে একেই (জয়ন্ত নির্দ্দেশে) সবাই আক্রমণ করি।

জয়ন্ত। তাই আয় পাপ রাক্ষসের দল! জয়ন্তও তাতে প্রস্তুত আছে। (অস্ত্রধারণ)

রাক্ষসগণ ও জয়ন্তের ঘোরতর যুদ্ধ, অদূর হইতে উচ্ছ্বাসে বলিতে বলিতে কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমল। (অদূর হইতে) সাধু! সাধু বীরেন্দ্র কুমার! কোনও চিন্তা নাই। এই যে আমিও এসে প'ড়েছি, সাবধান! সাবধান বর্ব্বর রাক্ষসগণ! এখনও অস্ত্র ফেলে দিয়ে, দন্তে তৃণ ধ'রে, ঐ মহান্ হৃদয় বীর যুবকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে, শীঘ্র পলায়ন কর্। নতুবা কিছুতেই পরিত্রাণ নাই।

নায়ক। (যুধ্যমান অবস্থায় সঙ্গীকে জনান্তিকে) তাই ত রে! বড়ই বেগতিক, কি করা যায়?

১মঃ রাক্ষস। (তদ্বৎ) আজ্ঞে, কি করা যাবে? খ'সে পড়াই ভাল, এক মরদেই আঁধার দেখাচ্ছিল, তার উপর আবার জুড়িদার জুট্‌লো, কায নেই, খ'সে পড়ি চলুন।

[রাক্ষসগণের পলায়ন।

কমলাক্ষ্য। (অগ্রসর হইয়া) ধন্য, ধন্য দেবেন্দ্র নন্দন! আজ কি ব'লে আপনায় এ হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জানাব? আমি সবই শুনেছি, আজ সপ্তাহ অতীত হয়, মহারাজ্ঞীর অনুসন্ধানে বাহির হ'য়েছি, নানা স্থান পরিভ্রমণান্তে, যথাস্থানেই উপস্থিত হ'তে পার্‌লেও বড়

অসময়ে, তদপূর্ব্বে, আপনি এখানে উপস্থিত না হ'লে, আর কোনও উপায় উদ্ভাবনের অবসর পাওয়া যেত' না না। সুতরাং যাঁর মহানুভবতায়, দানব সাম্রাজ্ঞীর সম্ভ্রম রক্ষা হ'য়েছে, তাঁর অতুল মহত্ত্বে, অবনত শিরে, অভিবাদন জানাচ্ছি।

জয়ন্ত। আমি কর্ত্তব্যের অধিক কিছুই করি নাই বীর! নারীর সম্ভ্রম রক্ষা, জগতের মাতৃজাতীর মর্য্যাদা সংরক্ষণে, পুরুষ নামধারী, প্রত্যেকেরই, প্রাণপণ চেষ্টা অবশ্য কর্ত্তব্য, তা না ক'রে সেই পশুর অধম হীন পদবাচ্য। এ জন্য আমিই, বিশ্ববিধায়কের পবিত্র সুবিধানে, শত ধন্যবাদ দান করছি যে, তাঁর কৃপায় এই মহান্‌তর অবশ্য কর্ত্তব্য পালনে কথঞ্চিতও সক্ষম হ'য়েছি।

কমলাক্ষ্য। অবশ্যই এও মহতের যোগ্য উক্তি সন্দেহ কি? এ দিকেও দৈত্যনামধারি মাত্রেই আজ আপনার নিকট "ঋণী," এ কথাও সম্পূর্ণ সত্য। আপনি নিজেকে, ঘোর বিপন্ন ক'রে, নিস্বার্থভাবেই, রাজ্ঞীর সম্ভ্রম রক্ষা ক'রেছেন, এই ধরুণ বীর! আমার উষ্ণিস। (উহা উন্মোচন ও হস্তে লইয়া) ত্রিপুর-রাজানুজ কমলাক্ষ্য আমি, এই শিরস্ত্রাণের সহিত বিজিত স্বর্গরাজ্য, প্রশান্ত মনেই, দেবেন্দ্রকে প্রত্যর্পণ করছি। আপনিই তার প্রতিনিধি-ভাবে, এ অভিজ্ঞান গ্রহণ করুন!

জয়ন্ত। সে কি! মার্জ্জনা করুন বীরবর! আমরা অনুগ্রহে প্রত্যর্পিত স্বর্গরাজ্য প্রতিগ্রহণ, ঘোর অপমানের বিষয় মনে করি। এবং কর্ত্তব্য পালনের বিনিময়ে, কোনওরূপ পারিতোষিক গ্রহণও অত্যন্ত নীচতা মনে করি। তবে আপনার এ উদারতায়, অবশ্য অকপটেই বহুমান জ্ঞাপন করছি।

[বিনম্রভাবে নতশিরে প্রস্থান।

কমল। হাঁ, দেবোপযোগী আত্মসম্ভ্রম জ্ঞান, দেবেন্দ্রনন্দনের উপযুক্ত উক্তি। যাক্, বৌদিদি! একি দেখছি?

ধনিষ্ঠা। কমল! কমল! আমিও বলি এ কি? সবই শুন্‌লাম, বুঝেছিও সবই, কেন ভাই! তুমি আমার জন্য রাজভবন ছেড়ে, সোণার প্রতিমা, আমার অনিমাকে ফেলে, বনে বনে, অশেষ কষ্ট সহ্য ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছ? আমাদের বড় স্নেহের কমলের, সুকোমল শরীরে, এত কষ্ট সইবে কেন? অন্ততঃ আমি যে, তা দেখতে পারি না, যাও ভাই! রাজ্যে ফিরে যাও! সেই স্নেহের অবোধিনী আমার কত ভাবছে, শীঘ্র যেয়ে, তাকে সান্ত্বনা দাও-গে ভাই!

কমল। সে কি! তোমাকে এই বিপন্নাবস্থায়, বনের মাঝে ফেলে রেখে, তাকে সান্ত্বনা দেওয়াই, আমার আগে কর্ত্তব্য? মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়া, আজ ভিখারিণীর অবস্থায় বনবাসিনী, তাঁকে এই বিপদসাগরে বিসর্জ্জন দিয়ে, ফিরে যাব আমি পত্নীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের মাঝে আনন্দ বর্দ্ধনে? অ্যাঁ! এ কথা তুমি, বল্‌তে পার্‌লে বৌদিদি! কেন, কি এমন অপরাধ ক'রেছি? মাতৃসমা ভ্রাতৃজায়ার চরণে, আমি কিসে এত দোষী? যে, তিনি আমায় এতদূর হৃদয়হীন, এমনধারা অপদার্থ মনে কর্‌লেন?

ধনিষ্ঠা। না, না কমল! তা হ'লে, আমায় ক্ষমা ক'রো ভাই! আমি সে ভাবে, বলি নাই। ভাগ্যদোষে নিজে, যে যন্ত্রণা ভোগ কর্‌ছি, তার অসহনীয় তাপে, আমার স্নেহের ভাইটিকেও কি দগ্ধ কর্‌বো? কমল! ভাই রে! আর ত সইতে পারি না, সে আমার, বুকের মাণিক, অনু আমার বোধ হয় এতক্ষণ;—ওঃ! মাগো! (অস্বাভাবিকভাবে) আগুন, আগুন, ঐ আবার জ্বল্‌লো আগুন, উঃ!

বড় ভীষণ, দাউ দাউ ক'রে জ্বলে উঠলো। তার মাঝে, ঐ ঐ আমার বুকের মাণিক, উঃ! মাগো! (মূর্চ্ছা)

কমল। অ্যাঁ! এ কি? আমায় এ কি অবস্থায় ফেল্‌লেন স্নেহময়ী সম্রাজ্ঞি! কি করি? এই অপরিচিত বনের মাঝে, শুশ্রূষারই বা কি ব্যবস্থা করতে পারি? দেখি আগে, নিকটে কোথাও জল আছে কিনা।

[কমলাক্ষ্যের দ্রুত প্রস্থান।

অন্যপথে জলপাত্রহস্তে গাহিতে গাহিতে
চিন্তামণির প্রবেশ।

গীত

কৈ কৈ মা সেই স্নেহময়ী মা
যাঁর স্নেহ ডোরে বাঁধা আছি নিরবধি।
আমি ভুলিতে কি পারি, তাই সাথে সাথে ফিরি,
এই যে সুধাবারি সহ এনেছি ঔষধি॥
আরও এনেছি ওমা হারানিধি তোমার,
প্রাণাধিক "অনু" ঐ বুকে ধরো আবার,
আমায় দিয়ে ছিলে তুমি যারে,
আমি দিলাম ফিরে তোমায় তারে,
বারেক দেখ মা, নিজে এসেছি তাই এ অবধি॥

ব্যজনীহস্তে গাহিতে গাহিতে অনুবলের প্রবেশ,
রাজ্ঞীর তদাবস্থা দেখিয়া সকরুণ

গীত

এ কি দেখি হায় বুক ফেটে যায়,
লুটায় ধূলায় মা মোর রাজরাজেশ্বরী।

এ কি প্রাণে সয় বলো দয়াময়,
দেহে আছে কি না প্রাণ, ভেবে আতঙ্কে শিহরি।

চিন্তামণির, অনুবলকে সান্ত্বনা প্রদানার্থ আশাসূচক

গীত

কোনও ভয় নাই ভাই তুমি আমি ছেলে যার,
সে মা কি মরিতে পারেন এ কালেতে এ প্রকার।
আজ নিজ হাতে সেবিব' মায়, কিছু ভাগ দিব' তোমায়,
এস তাই দুই ভাই সেবা করি আজ মায়,
তুমি দাও বাতাস ব্যাজনীতে, সুধা সিঞ্চি আমি বিধিমতে,
অবশ্য চেতনা লভি উঠিবেন মা আমার।

(উভয়ের তদ্বৎ সেবা পরিচর্য্যাদি)

ধনিষ্ঠা। [চেতনা লাভে, পতিতাবস্থাতেই] অ্যাঁ! একি শুনি? এ কার কণ্ঠস্বর? সত্যই কি হারানিধি "অনু" আমার, এখানে এসে [উঠিয়া, উভয়কেই সম্মুখে দেখিয়া] অ্যাঁ! তাইত, সত্যই ত ঐ যে অনু, সঙ্গে সেই চিন্তামণি, না না, আর ভুলছি না, এবার আমি, চিনেছি চিন্তামণি! তুমি সেই অনাথনাথ জগচ্চিন্তামণি! এস! এস—বাবা! আগে তুমি আমার বুকে এস! এবার বেশ বুঝেছি আমি, একমাত্র তোমায় পেলে, এ সংসারে আর কিছুই অপ্রাপ্য থাকে না, তুমি সদয় ছিলে, তাই, কেউব াছাকে আমার নষ্ট করতে পারে নাই, সেই তুমি, সর্ব্বস্বের সর্ব্বেশ্বর চিন্তামণি তুমি, তোমায় ভুলে আর কারও মায়ায় আমি, মিছামিছি বাঁধা পড়্‌ব না। এস! এস—বাবা! আগে তুমি আমার বুকে এস!

(সাগ্রহে চিন্তামণিকে ক্রোড়ে ধারণ)

অনুবল। আহা! ধন্য, ধন্য আমি, মা! তুমি যার গর্ভধারিণী।

চিন্তামণি। কেমন মা! হ'য়েছে ত? হারানিধি ফিরে পেলে ত? এখন শীঘ্র আমার সঙ্গে চলো! তোমাদের মা ছেলেকে, কোনও নিরাপদ স্থানে রেখে, পুনঃ আমায়, ত্রিপুররাজ্যেই ফিরে যেতে হবে।

ধনিষ্ঠা। তুমি ত্রিপুরে ফির্‌বে, আর আমরা, অন্যস্থানে থাকৃব কেন বাবা? যখন পুত্রধন ফিরিয়ে দিয়েছ, সেই সঙ্গে নিজেও কাছে এসেছ, তখন পুত্র সহ, তোমায় নিয়ে, পরমানন্দেই ত্রিপুরে যাবো।

চিন্তামণি। উঃ! মা! (মুখ নত করিলেন)

ধনিষ্ঠা। কেন, কেন বাবা! মা ব'লেই অম্‌নি চুপ কর্‌লে কেন? মাথা নিচু ক'রে অমন ভাবে দাঁড়ালে কেন? কি হ'য়েছে বাবা?

চিন্তামণি। সর্ব্বনাশ হ'তে ব'সেছে মা! এখন আর তোমার ত্রিপুরে প্রবেশ করা, কর্ত্তব্য নয়। দৈত্যনাথ তারকাক্ষ্যের চিত্ত পরিবর্ত্তন ঘটেছে! বল্‌ব' কি মা! তিনি আদিনাথ আশুতোষের প্রতি বিশ্বাস হারিয়ে, নিয়মিত পূজা অর্চ্চনা পরিত্যাগ ক'রেছেন। তা অপেক্ষাও ভীষণ কথা, তিনি সমগ্র ত্রিপুর হ'তে, সমুদয় পার্থিব শিবলিঙ্গ নদী গর্ভে বিসর্জ্জন দিয়েছেন।

ধনিষ্ঠা। সেকি! এ কি সর্ব্বনাশের কথা শুনালে বাবা!

চিন্তামণি। চঞ্চলা হ'য়ে কি কর্‌বে, মা! এ ভবিতব্য, স্থির হ'য়ে শুন্‌তে হবে, আমাকেও তা পাষাণে প্রাণ বেঁধে বল্‌তে হবে। ওদিকে বিশ্বনাথও সেই মহাপরাধে রুষ্ট হ'য়ে, ত্রিপুর ধ্বংসের জন্য, সদল বলে, ত্রিপুর অবরোধ ক'রেছেন; শীঘ্রই মহাসমর আরম্ভ হবে, এ অবস্থায় মা! তুমি কিরূপে ত্রিপুরে প্রবেশ কর্‌বে? তার চেয়ে, চলো মা! আমি তোমাদের জন্য, বৈকুণ্ঠে নিরূপণ ক'রেছি, চলো মা! সতী কুলরাণী ভক্ত জননি, তোমরা মাতা পুত্রেই সেখানে পরম সুখে, বাস কর্‌বে চলো।

ধনিষ্ঠা। না না, তা হবে না, ক্ষমা করো দয়াময়! স্বামীর এ হেন সঙ্কটকালে, ছেড়ে, আমি কিছুতেই কোথাও স্থির থাকতে পারবো না। অধিক কি তার শ্রীচরণ আশ্রয় পরিত্যাগ ক'রে, আমি মুক্তি পদও চাই না, চিন্তামনি! তিনি নিরাপদে আছেন জানলে, বরং অন্যত্র অবস্থান, কিছুক্ষণও সম্ভব হ'তো, কিন্তু এ অবস্থায়, আমি এই দণ্ডেই, তাঁর কাছে যাবো, কেউ তাতে বাধা দিতে পারবে না, কারও সাধ্য নাই, পতিপদ দর্শন বিহ্বলা সতীর, অব্যাহত গতিরোধ করতে পারে। আয়! আয় অনু! যদি পুত্র হোস্, যদি আমার গর্ভের, সার্থক সন্তান হোস্, তবে, তোর জন্মদাতার এ সঙ্কটকালে, তাঁর কাছে যাবি, ছুটে আয়! (গমনোম্মতা)

অনুবল। একটু, একটু দাঁড়াও মা! নিশ্চয় যাবো, পুত্র আমি, পিতার এ সঙ্কট সংবাদ শুনে, কখনই নিশ্চিন্ত থাক্‌বো না। অনুমতি দাও প্রভু! পিতার প্রকৃত সঙ্কট সময়ে, তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে পুত্র নামে পরিচিত হই।

চিন্তামণি। তবে আর কি বল্‌বো মা! এ অবস্থায়, তোমায় বাধা দিতে পারি না, অথচ উপায়ও অন্য কিছু দেখ্‌তে পারছি না; আচ্ছা যাও মা সতী সাধ্বী! সতীর কর্ত্তব্য পালনেই যাত্রা করো, যাও অনু! তুমিও পুত্রের কর্ত্তব্য পালন করো-গে, একমাত্র শেষ উপদেশ আমার, "হরিনাম" যেন কখনও ভুলো না।

[প্রস্থান।

অনুবল। মা! তবে আর কেন? আমরাও শীঘ্র যাই চলো! কি ভাব্‌ছো মা! বিলম্বই বা কিসের জন্য?

ধনিষ্ঠা। ভাবছি? ভাবছি শুধু, "কমলের" কথা, বিলম্ব, সেই

স্নেহের দেবর, কনিষ্ঠ ত্রিপুররাজ কমলাক্ষ্যের জন্য, তোমাদের আস্‌বার পূর্ব্বে, এখানে, ঠিক এই স্থানটিতেই যে, তার দেখা পেয়েছিলাম, অসহ্য শোকে, আমি চৈতন্য হারাই, তারপর তোমাদের সেবায়, উঠে দেখি, আর সে, নাই ; কোথায় গেল ? যাই হোক্, সক্ষম পুরুষ সে, স্বর্গজয়ী বীর সে, তার জন্য চিন্তার কারণ নাই, চলো, আমরা এখনি যাত্রা করি।

অনু। তাই চলো মা! কিন্তু যেতে যেতেও বলো, বলো মা! হরিবোল! হরিবোল! হরি হরি!

[উভয়ের প্রস্থান।

অন্যপথে বলিতে বলিতে, ব্যস্তভাবে
কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমলাক্ষ্য। না না, আমা হ'তে প্রাণ রক্ষা হ'লো না রাজ্ঞীর।
মিলিল না বিন্দুমাত্র বারি,
উষর কর্কশ এই বন্ধুর প্রদেশে,
কিসে রক্ষা হবে প্রাণ, বুঝিতে না পারি,
(সম্মুখে চাহিয়া) অ্যাঁ! এ কি! কৈ কোথা মহারাণী ?
ভুলিয়া কি অন্য পথে, ভিন্ন স্থানে, আসিয়াছি আমি ?
না না, এইত সে ক্ষেত্র বটে,
ঠিক এই স্থানে ছিলেন শায়ীতা
বিগত চেতনা রাজরাজেশ্বরী।
অ্যাঁ! তবে কি করিলাম আমি ?
কি হ'তে কি হ'য়ে গেল ঘোর সর্ব্বনাশ ?

হায় ! কে দিবে সন্ধান ?
কোথা গেলে পাবো ?
(উচ্চকণ্ঠে) রাজ্ঞি ! মহারাজ্ঞি ! স্নেহময়ী বৌ-দিদি !
না না, নাই, প্রতিধ্বনী ফিরে আসে, নাই নাই নাই।
ওঃ ! মহামূর্খ, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীন,
নিতান্ত বর্ব্বর আমি,
কেন একা ফেলি তাঁরে করিনু গমন ?
অনুমানি সেই অবসরে,
পূর্ব্ব দৃষ্ট সেই সব রাক্ষসের দল,
ফিরে এসে পুনঃ হেথা ল'য়ে গেছে,
অথবা, স্মরিতে শিহরিয়া উঠি,
প্রাণনাশ, না না, বৃথা শঙ্কা তাহা,
কিন্তু না হ'লেও তাহা, স্থির থাকা আর
সুনিশ্চয় অযৌক্তিক অতি।
এই দণ্ডে যেতে হবে লভিতে সন্ধান,
কোথা যাবে তস্কর সকল ?
ত্রিভুবনে কোথায় লুকাবে ?
আমি সপ্তসিন্ধু উলটিয়া, করিব সন্ধান,
তারপর দিব সাজা বিধিমতে.
আর যদি কোনরূপ অপমান ঘটে থাকে তাঁর,
তবে ছারখার হবে রক্ষঃ,
হবে নির্ব্বংশ নিশ্চিহ্ন এই বিশ্ব দৃশ্য হ'তে।
চলিলাম উন্মুক্ত এই শানিত কৃপাণ করে,
কৃতান্ত সমান, সেই রাক্ষস নিধনে।

গমনুদ্যত, ঠিক তন্মুহূর্ত্তে গাহিতে গাহিতে

চিন্তামণির প্রবেশ।

গীত

একি একি কোথা যাও কেন রোষ স্থির হও,
ধর' ধর' বীরবর ধর' ধৈর্য্য।
মহারাণী পুত্র সনে সুখে আছেন জেনো মনে,
তবে আর কেন ক্ষোভ লভ' বীর আত্মস্থৈর্য্য॥

কমল। অ্যাঁ! মহারাণী পুত্রসহ সুখে আছেন, কোথায়? কি বল্‌ছো? সত্য ত' বালক! আর তুমিই বা কে? কিরূপেই বা তা, তুমি জান্‌তে পার্‌লে, বলো! শীঘ্র বলো, কে তুমি

(চিন্তামণির গীতছলে প্রত্যুত্তর)

গীত

অচেনাই ভাল, আর চিনে মোরে কায নাই।
বলেছি যা সত্য জেনো,
অচিরে দেখিবেও তাই,
তাদের ফিরে যদি পেতে চাও,
স্বপুর ত্রিপুরে যাও, অবশ্য পাইবে দেখা,
শেষ কথা ব'লে যাই॥

প্রস্থান।

কমল। অ্যাঁ! যেও না যেও না বালক! দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও! আমার আর একটি কথা জান্‌বার আছে, আমি চিনেছি তোমায়, তুমি সেই চিন্তামণি! অ্যাঁ চ'লে গেলে? চিন্তামণি! চিন্তামণি!

[দ্রুত প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক



প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কৈলাস ধাম।

শঙ্কর, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রভঞ্জন, বৈশ্বানর,
কার্ত্তিক, নন্দী, বীরভদ্র, নারদ ও
প্রমথগণ আসীন।

শঙ্কর। না না, আমি শুনিব না ও সকল কথা ;
যাই বলো যতই প্রমাণ দাও এবে
একান্তই অপরাধী ব'লে সে সকলে,
আমিও বলিব তা হ'লে হে নারায়ণ !
সে সকলি একমাত্র চক্রান্ত তোমার।
হ'তে পারে অপরাধী ত্রিপুরপতিরা
কিন্তু তাহা সুনিশ্চয় বঞ্চনায় তব।
ভক্তঘাতী নিরদয় নিজেও যেমতি,
আমাকেও সেই মত দেখাইতে চাও
এই ত উদ্দেশ্য ? কিম্বা আছে কিছু আর ?

নারদ। আজ্ঞে, আজ্ঞে ! তাই বা কি ক'রে বলি ? শুধু ওঁর

(বিষ্ণুর) দোষ দিলে কি হবে? আমি ত নিজে সব জানি, স্বয়ং উপস্থিত থেকে, একবার প্রত্যক্ষ চক্ষেই দেখেছি ত, "শ্রৌতস্মার্ত্ত" ধর্ম্ম, অনেক আগেই চুলোয় দিয়েছে, অধুনা আবার জেনে এলাম, তারা, প্রভুর পূজা অর্চ্চনা ত ছেড়েইছে, বেশীর ভাগ, ওঃ! সে কথা বল্‌তেও আমার বুক কাঁপে, পাপ দৈত্যরাজ, পার্থিব শিবলিঙ্গাদি নাকি, নদীগর্ভে,—উঃ!

শঙ্কর। থাক, থাক বিধিনন্দন! আমি ত আর অসুর নই যে, তোমার মুখের কথাতেই উত্তেজিত হ'য়ে, ত্রিশূল ধ'রে ছুটতে থাকব; আমি কি জানি না চতুর! তুমিও তাদের প্রতিকূলে, চতুরতা প্রকাশ, যথাসাধ্য চেষ্টার ক্রটী করো নাই, স্বয়ং চতুর চূড়ামণির সেই ভীষণ চক্রান্তের বিষয়ও আমার অবিদিত আছে কি? জানি, কৌশলে, শুক্রাচার্য্যের মনে, অভিমানের সঞ্চার ক'রে দিয়ে, তাদের একমাত্র বংশধরকে, অযথা অনলে আহুতি দেওয়ান আদি সবই জানি। কিন্তু কি করবো? জগৎ তাদের বিরোধী; নতুবা নারায়ণ! আমিও কি, তোমার মত, সেই আহুতি দানের সময়, প্রাদুর্ভূত হ'য়ে, তাদের সকল সন্দেহ দূরিকরণে, আমার প্রতি, একনিষ্ঠ ঐকান্তিক ভক্তিভাব তাদের, আরও প্রগাঢ়তর ক'রে দিতে পারতাম না? কিন্তু তা হ'লে যে, তোমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, জগতের অশান্তি দূর হয় না, তাই তাদের মরতে হবে, আরাধ্য দেবতার হস্তেই জীবন দিতে হবে। আর আমাকেও এই হস্তে, ভক্তবরে চির উত্তোলিত, "বরদানব্যগ্র" হস্তে, একান্ত অনুরক্ত প্রিয়ভক্তগণে, নিষ্ঠুরভাবে ধ্বংস ক'রে, জগদ্ব্যাপী, "ভক্তঘাতী শঙ্কর" নাম, অর্জ্জন করতে হবে। হোক্, তাই হোক্, তোমাদের ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্, জগতে, শান্তি অব্যাহত বইতে থাকুক্, আমি সব পারব'। বিশ্ব সংসারের কল্যাণকল্পে, যতদূর নির্ম্মম,

কঠোরতম পাষাণ হৃদয় হ'তে হয়, তাই হব'। কৈ নন্দি! দাও ত্রিশূল!

সকলে। জয় জয় শুভঙ্কর ভক্তাধীন ভব!
আদিনাথ আশুতোষ আর্ত্তিহর অজ!

শঙ্কর। না না, চাটুবাক্যে আছে কিবা প্রয়োজন,
উচ্চকণ্ঠে, সত্য কহ নির্ভীক হৃদয়ে
ভক্তঘাতী শুভঙ্কর ঘোর নিরদয়।

ব্রহ্মা। কেন এ বিক্ষেপ দেব! প্রশান্ত চিত্তের ?
মহাজ্ঞানময় অনাদ্যন্ত আদিনাথ—
নিজে যদি এ প্রপঞ্চে হ'ন বিচলিত,
তবে কি করিব ক্ষুদ্রাদপি মোরা সবে ?
হে অনাদি জ্ঞানময় বিভু মহাকাল!
অব্যাহত দ্রুততর কালস্রোতে তব,
কোন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রাদপি নগণ্য তাহারা ?
উঠিয়াছে ভাসিয়া ক্বচিৎ কোন প্রান্তে,
কত ক্ষুদ্রতর জল বুদ্‌বুদ্ প্রায়,
মিশিবে অনন্তে পুনঃ ফুটীবে আবার,
এইরূপে গতাগতি হেরি সকলেরি,
দেবদেব! মূলে এত তোমারি বিধান।

শঙ্ক আচ্ছা তাই হবে, তাই হবে চতুর্ম্মুখ!
কোনও চিন্তা নাহিক তাহে কিছু আর।
হউন প্রস্তুত তবে অমর সকল!
কৈ হে কোথা বীরভদ্র কোথা রুদ্রগণ!
কোথা তারকারি! বধিয়া যাহারে তুমি,

পরিচিত ধরামাঝে তারকারি নামে,
সেই সে তারক পুত্র এর তিন ভাই,
পিতৃসম প্রত্যেকেই জেনো মহাবলী,
কিম্বা ততোধিক বীর, সমরে দুর্ব্বার,
বিশেষ সতর্ক হবে তাহাদের রণে,
যাক্, আর কথা চাহি শুনিবারে
সম্মিলিত এ সবার নিজ নিজ মুখে,
কি প্রণালী অনুসারে আরম্ভিবে রণ?
কি ভাবে বা প্রথমতঃ আক্রমিবে সবে
ত্রিপুর নগরী, তাই কহ প্রকাশিয়া?

বিষ্ণু। সে সকল অন্যে আর কি কহিব প্রভু!
কেবা দেখাইবে অসার কর্তৃত্ব হেন
ত্রলোকের কর্ত্তা স্বয়ং কপর্দ্দী ঈশানে?
সেনাপতি নিজে যার বিভু বিশ্বনাথ
অনাদ্যন্ত ব্যোমকেশ শূলী শুভঙ্কর,
কি দায়ীত্ব লবে তার অন্য সাধারণ?
তবে জিজ্ঞাস্যের প্রত্যুত্তর হেতু কহি,
প্রকাশিয়া ব্যক্তিগত ব্যক্তব্য নিজের,
নেতৃস্থানে অগ্রভাগে লইয়া সকলে,
সর্ব্বজয়ী জিতান্তক রুদ্র মহাকালে
একযোগে আক্রমিব মোরা সবে মিলে,
ত্রিপুর অধীপগণে, প্রচণ্ড বিক্রমে,
ঝঞ্ঝাসম আস্ফালিয়া অব্যহত রোষে,
আপতিত হব সবে ত্রিপুর নগরে।

ইন্দ্র। তারপর প্রবেশিয়া তাঁরি কৃপাযোগে,
দুর্ভেদ্য সে পুরীমাঝে, ঘোরা অনায়াসে,
বিক্ষোভিত রোষে ভীষণ সংহার খেলা
খেলিব উদ্দাম ঘোর, উন্মাদ আগ্রহে।

বৈশ্বানর। আর আমি তাহে, জ্বালাইব কালানল
উগ্রতর ভয়ঙ্কর ত্রিপুর ব্যাপিয়া,
গত লাঞ্ছনার সুতীব্র জ্বলন্ত শিখা
অবরুদ্ধ আছে মম হৃদয় মাঝারে,
আলোড়িছে অগ্নিময় হৃদ মর্ম্মাধার,
তরলিত দাহমান "সে" আগ্নেয় সংঘাতে
দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠি ধক্ ধক্ ধকে,
অনল প্রবাহ ঘোর, বহাব' ত্রিপুরে।

পবন। তারপর আমিও অমনি তার সনে
ঘোর ঘূর্ণাবর্ত্তে উন্মোথিয়া দিকচয়
অনল প্রবাহে সেই তুলিয়া তরঙ্গ,
ধেয়ে যাব অগ্নিগর্ভ মহাঝড়রূপী,
মুহূর্ত্তে বিদগ্ধ সুনিশ্চয় ভস্মীভূত
নিশ্চিহ্ন হইবে যাহে অভেদ্য ত্রিপুর!

কার্ত্তিক। আমিও তা হ'লে, প্রচণ্ড কার্ম্মুক ধরি,
অবতীর্ণ হইয়া সে সমর মাঝারে,
দেখাব যুগান্তকারি রণ অভিনয়,
হইবে স্তম্ভিত ভীত যাহে দিক্‌চয়,
ঘন ঘন কাঁপিবে মেদিনী থরথরি,
টলিবে অটল দৃঢ় ভূধর নিচয়,

প্রচণ্ড এ কোদণ্ড টঙ্কারে মুহুর্মুহু,
শঙ্কিত স্তিমিত স্তব্ধ চকিত আতঙ্কে
হেরিবে দানব দল ভয়াল সংহার।

শঙ্কর। সাধু, সাধু! প্রশংসি এ উদ্যম সবার,
কার্য্যকালে সার্থকতা চাহি পূর্ণভাবে;
তবে এই ক্ষেত্রে শেষ এক বক্তব্য আমার,
স্থির হ'য়ে শোন' সবে, অবহিতভাবে!
বীরভদ্র! ধরো এই ত্রিশূল আমার!
নন্দীকেশ! দাও সেই বৈজয়ন্তিমালা
ত্রিশূল অগ্রেতে স্থাপি বীরভদ্র করে; (তদ্রূপ হইলে)
এবে যাও অবিলম্বে বীরভদ্র তুমি!
ত্রিপুর মাঝারে যেয়ে কহ তারকাক্ষ্যে,
আদেশ আমার, যদি স্বর্গ, সুধা আদি,
হৃত যত অধিকার পরিহার করি,
নিরীহের প্রায়, লইয়া ত্রিপুর মাত্র,
তুষ্ট থাকে, শিষ্টভাবে প্রণমিয়া তবে,
বৈজয়ন্তি মালা "ঐ" দিবে ফিরাইয়ে,
রণ আহ্বানের মম, ঐ একই মাত্র
অভিজ্ঞান জানাইবে রহিল নির্দ্দিষ্ট।
কিবা অভিমত ইথে অমর সবার?
আছে কি আপত্ত কারো এ বিষয়ে কিছু?
সর্ব্বরূপে বশ্যতা স্বীকার করে যদি
অমরের সেই ত্রিপুর অধীপত্রয়,
তবুও কি ধ্বংসীবারে চাহ তাহাদের?

ইন্দ্র। না না, নহি মোরা বৃথা দ্বন্দ্বের প্রয়াসী ;
হিংসা দ্বেষ বৃত্তি নহে দেবতা সবার ;
জানেন অবশ্য তাহা প্রভু অন্তর্য্যামি !

বিষ্ণু। কিবা প্রয়োজন আর অধিক কথায় ?
প্রমাণ প্রয়োগ আদি কি হেতু বা অন্য ?
জানেন অন্তর নিজে অন্তর্য্যামী প্রভু !
এবে সারকথা এই আমা সবাকার,
একমাত্র তাঁর প্রতি আত্ম সমর্পণ ;
জগতের প্রভু যিনি সর্ব্বভার তাঁর,
যা ইচ্ছা করুন তাঁর, কিবা কথা তায় ?
মোরা শুধু নত শিরে বহিব আদেশ ;
অতএব যাও তুমি বীর বীরভদ্র !
অবিলম্বে আদেশ পালন কর তাঁর।

বীরভদ্র। যথাদেশে, এই দণ্ডে পালিব তাহাই।
জয় জয় শুভঙ্কর বিভু বিশ্বনাথ !

[প্রস্থান।

শঙ্কর। যাও তবে দেবগণ নিজ নিজ স্থ
স্মরণ মাত্রেই যেন পাই দরশন।
চতুর্ম্মুখ ! রথ, অস্ত্র সকলি প্রস্তুত ?

ব্রহ্মা। বহুক্ষণ হইয়াছে পালিত আদেশ,
স্মরণ মাত্রেই হবে সমীপে উদয়।

শঙ্কর। উত্তম, থাকহ প্রতিক্ষায় কিছুক্ষণ,
যতক্ষণ বীরভদ্র নাহি আসে ফিরে।

বিষ্ণু। তবে আর কিবা চিন্তা চলো দেবগণ !
মহানন্দে উচ্চ কণ্ঠে বলিতে বলিতে,
জয় জয় দেবদেব প্রভু শুভঙ্কর ;
জন্ম মৃত্যু জরাতীগ অজ ভবনাথ !

সকলে। জয় জয় দেবদেব প্রভু শুভঙ্কর !
জন্ম মৃত্যু জরাতীগ অজ ভবনাথ !

[শ্রীশঙ্করকে অগ্রে লইয়া সকলের প্রস্থান ।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক

ত্রিপুর রাজ অন্তঃপুর—রজত মহল।

অনিমা ও নানাবিধ পূজোপকরণ সহ
সেবাসঙ্গিনীগণ আসীনা।

অনিমা। গাও, গাও সবে প্রাণ ভ'রে উচ্চ কণ্ঠে.
দয়াধার দেবদেব প্রভু আশুতোষ!
যাঁহার কৃপায় পতি দেবতায় পুনঃ
অনায়াসে, গৃহে ব'সে পাইয়াছি ফিরে।
এক দুঃখ, অনু আর মহারাণী তরে,
অচিরায় আনিবেন তিনি তাদের।
প্রাণ ভরে গাও সবে তাঁর গুণগান।

সঙ্গিনীগণের— **গীত**

অপার দয়ার সাগর হর,
ভক্তি ভোলা পাগল বাবা।
ভক্তের তরে নীলকণ্ঠ ওরে
[মোদের] অমল ধবল পাগল বাবা
ভক্তের তরে গঙ্গাধর,
ভক্তের ভাবেই দিগম্বর,
ভক্তের লাগি সর্ব্বত্যাগী
গাল বাজায়ে মহাযোগী,
[illegible] শ্মশানে ফিরে
গেয়ে আবল তাবল পাগল বাবা।

অনিমা　　যে, যা বলে অন্য জনে বলুক তোমায়,
কিন্তু মম দৃঢ়তর একান্ত বিশ্বাস,
দয়ার সাগর তুমি দেব উমাকান্ত,
নিত্যবরপ্রদ প্রভু ভক্তগত প্রাণ
মন্দ ভাগ্য অতিশয় আমা সবাকার,
তাই হেন মতিভ্রম ত্রিপুর রাজার ;
সেই সে কারণ পার্থিব পূজায় তব,
নিষেধাজ্ঞা তার হ'লো প্রচারিত।
কাছে নাই এসময় ধর্ম্মপ্রাণা রাজ্ঞী,
কে দিবে প্রবোধ, হায় ! বুঝাইবে তাঁয় ?
স্মরণে শিহরী অহো ! কেঁপে উঠে বুক,
শেষে কিনা নদী গর্ভে মূরতী তোমার ;—
হায় ! কি হবে—কি হবে উপায় দয়াল ?
যাই হোক্ আমি ছাড়িব না পদাশ্রয়,
রেখেছি লুকায়ে তাই সূক্ষ্মমূর্ত্তি তব,
পূজিব নির্জ্জনে এই মত ভক্তিভরে।

(বস্ত্রাভ্যন্তরস্থ লিঙ্গমূর্ত্তি বাহিঙ্গারে নিকটস্থ তাম্রকুণ্ডে
স্থাপন ও মুদিত নয়নে মানস পূজারম্ভ।

দেব দেব ! নিত্য হেন শত অশ্রুযোগে,
সকাতরে চাব' ক্ষমা ও রাঙা চরণে ;
চাহ ফিরে কৃপাময় দেব শুভঙ্কর !
দুর্ম্মতি এ দূর করি দেব দুরিতারি !
দাও প্রভু ! দৈত্যরাজে সুমতি আবার

এনে দাও পুত্র সহ ধর্ম্মপ্রাণা
রাজেশ্বরী স্নেহময়ী দিদিরে আমার।

কমলাক্ষ্য কিঞ্চিত পূর্ব্বেই আসিয়া দেখিতেছিলেন,
ক্রমে নিকটস্থ হইলেন।

কমল। এঁকি, একি! একি দেখি? পূজা? কার পূজা?
কেন পূজা পাষাণের করিছ, অনিমা!
কি হেতু বলনা আর কিসের আশায়?
না না, কাজ নাই, ফেলে দাও দূর ক'রে;—

অনিমা। (বাধাদানে) থাক্, থাক্, রক্ষা করো—
রক্ষা করো স্বামি!
ক'রো নাক উচ্চারণ হেন বজ্রবাণী,
সর্ব্বনাশ তা হ'লেই হইবে নিশ্চয়।

কমল। সর্ব্বনাশ হবে? কেন, কেন, এখন কি
কিছুমাত্র অবশিষ্ট আছে নাকি আর?
স্তিক পূজা অর্চ্চনার,
প্রত্যক্ষ নয়নে দেখিলে ত পুরস্কার?
অপূর্ব্ব দয়ার ইহা মহা পরিচয়।
সে দয়ার প্রবল প্লাবনে জান না কি?
গিয়াছে ভাসিয়া হায়! বংশের দুলাল?
বেঁচে আছে, কিম্বা নাই সপুত্র সম্রাজ্ঞী,
স্নেহ, দয়া, ভক্তিমতী করুণারূপিনী।
কিন্তু কেন নাই?
তাহা জানো কি অনিমা!



কমল। এ কি, এ কি! দেখি? পূজা? কার পূজা?
কেন পূজা পাষাণের করিছ, অনিমা!

[ত্রিপুরারি।] [৫ম অঙ্ক—২য় গর্ভাঙ্ক—১৭৮ পৃষ্ঠা।

একমাত্র অকরুণ ছলনায় তাঁর,
তোমার ঐ পাষাণ হৃদয় দেবতার।

অনিমা। উঃ! কি তীব্র বজ্র সম নিদারুণ বাণী,
কি কহিব?
পতি তুমি চাহি ক্ষমা শুধু
করযোড়ে সানুনয় কাতর প্রার্থনা,
রূঢ় বাক্যে পরমাদ ঘটাও না আর—
পায় ধরি ক্ষমা দাও দয়াময় স্বামি!

কমল। না না, ও সকল আমি, শুনিব না আর।
দয়ার কাহিনী স্পষ্ট করিব প্রচার,
এ দিকে আবার স্পষ্টতর সে দয়ার
পাইয়াছি সবে মোরা প্রত্যক্ষ প্রমাণ।
জান না অনিমা সতি!
শোন তবে তাই;—
ধ্বংসীবারে মো-সবায় ত্রিপুর সহিতে
আপনি উদ্যগী, তব, দেব শুভঙ্কর,
প্রতিদ্বন্দ্বী নহে বিষ্ণু, বিধি, না বাসব,
ভক্তপ্রাণ, তোমার ঐ দয়াল শঙ্কর।
চিরারাধ্য, ইষ্ট যিনি আমা সবাকার।
অহো! ইচ্ছা হয় ব্যবহারে হেন তাঁর
নখে করি বুক চিরি দেখাই তাঁহায়,
তথাপিও সে হৃদয়ে তিনি বই হায়
কেহ নাই কেহ নাই কেহ নাই আর।
না না, ফেলে দাও—ভেলে দাও দূর ক'রে;—

অনিমা। না না, রক্ষা করো, ক্ষমা, ক্ষমা দাও স্বামি !

কমল। না না, দেখি, দেখি দাও মূর্ত্তি মম হস্তে ;

(গ্রহণ চেষ্টা)

অনিমা। (মূর্ত্তি বক্ষে আঁকড়াইয়া ধরিয়া)

না না, ক্ষান্ত হও, ক্ষমা, ক্ষমা দাও স্বামি !

[অনিমার দ্রুত প্রস্থান।

কলাক্ষ্যের অনুসরণ।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক

ত্রিপুর রাজসভা।

তারকাক্ষ্য, বিদ্যুন্মালী, মন্ত্রী ও
বলাসুরের প্রবেশ।

তারক। বিদ্যুন্মালী বিবরণে বুঝিয়াছ সব ?

বিদ্যুন্মালী। বুঝিয়াছি ? বুঝিয়াছি সেকি মাত্র আজ ?
দাদা ! দাদা ! বুঝিয়াছি বহুদিন আগে ;
সেই যবে অহেতুক অনল কুণ্ডেতে,
দৈত্যবংশধরে আহুতি প্রদান আজ্ঞা—
হ'লো ইষ্টদেব স্বয়ং শুক্রাচার্য্য হ'তে,
যাহার কুফলে পরিণামে আমাদের
বিষম সন্দেহ হৃদে হইয়া সঞ্চার,
তারপর ক্রমে ক্রমে ঘনীভূত ভাবে
পরিপূর্ণ অবিশ্বাসে হৃদয় ভাণ্ডার ;
বুঝিয়াছি আমি ঠিক সেই দিন হ'তে,
বিরূপ অদৃষ্ট ঘোর নাহি অব্যাহতি।

তারক তবে বলো ভাই সবে মিলে, ফিরে দিই
বৈজয়ন্তি মালা, নমি বীরভদ্র করে ?

বলাসুর। কিন্তু কি ভাবে এ বশ্যতা গ্রহণ শুনি ?
তার প্রতি ভক্তি বশে কিম্বা প্রাণ ভয়ে ?

তারক। জানোত সকলি সবে, রণ আমন্ত্রণ
অভিজ্ঞান পাঠালেন বৈজয়ন্তি মালা,

নিজে দেব শুভঙ্কর বীরভদ্র করে ;
বিজ্ঞাপিয়া বীরভদ্র সে আদেশ তাঁর,
সেই দণ্ডে প্রত্যুত্তর চাহেন ত্বরিত,
আমি তাহে কিছুক্ষণ ল'য়েছি সময়,
কিন্তু দিতে হবে শীঘ্র প্রত্যুত্তর তাঁয়,
বলো ত্বরা, কি কর্ত্তব্য আমা সবাকার ?

মন্ত্রী। আমি বলি অপৌরুষ নাহি দৈত্যনাথ !
কিছুমাত্র, তাঁর কাছে নম্রতা প্রকাশে।
পরাজয়েও অপমান নাহি তাঁর কাছে।

বিদ্যুন্মালী। সত্য বটে, কিন্তু নহে এই অপমান
একমাত্র তাঁর কাছে, দুঃখ এই মনে,
প্রকার অন্তরে বশ্যতা স্বীকার ইহা
হেট মুণ্ডে সেই সব দেবতা সদনে।
ওঃ ! না, কখন না, কিছুতেই হবে নাক,
দাদা ! দাদা ! প্রাণ দেব তার চেয়ে সবে।

বলাসুর। বেশ কথা, দিব প্রাণ সম্মুখ সমরে,
বশ্যতা স্বীকার তবু করিব না কভু,
নত শিরে চির অরি অমর সকাশে।
কোন ছার অনিত্য এ তুচ্ছ অতি প্রাণ,
তার তরে অপমান দেবতার কাছে ?
আমিই অগ্রনী রাজা ! এর প্রতিকূলে।

বসিতে ঝলিতে কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমল। আমি বলি, জল্পনা কল্পনা কেন এত ?
বাদ প্রতিবাদ এতে কিসের অগ্রজ।

কিসের মমতা কেন, কি আছে সংসারে ?
দাদা দাদা! জ্বলে মরা কেন তিলে তিলে ?
তার হ'তে চলো সবে মরি একযোগে,
পাশাপাশি দাঁড়াইয়া নির্ভীক হৃদয়ে,
ধরাধরি পরস্পরে সহর্ষ পুলকে।
আনন্দের কথা এত' নেচে উঠে প্রাণ,
বীরগর্ব্বে রণক্ষেত্রে সম্মুখ সমরে
আরাধ্য সে ইষ্টদেবে সম্মুখে রাখিয়া,
দেখিতে দেখিতে অমল ধবল
সেই রজত ভুধর বপু বিশ্বনাথে,
সহস্র আঘাত তাঁরি, ধরি এই বুকে,
চলে যাবো সবে, নিত্যময় শিবলোকে
বীর গর্ব্বে উচ্চশিরে হাসিতে হাসিতে।

বিদ্যুন্মালী। ধন্য ভাই! ধন্য প্রিয় অনুজ সুজন!
আয় আয় প্রাণাধিক দেরে আলিঙ্গন!
হাঁ, ঐ পথ, শ্রেষ্ঠতর শুভদ সুন্দর!
যেতে হবে শঙ্কাহীন দৃঢ় পদে ভাই!
দাদা দাদা! কায নাই বৃথা কালক্ষয়ে ;
বশ্যতা স্বীকার আদি ভুল কথা অতি,
তাও কি না, দেবতা সকাশে হায়!
ধিবক্ তবে শত ধিবক্ জীবনে সবায়।
না না দাদা! ও সকল কখন হবে না।
স্পষ্টাক্ষরে বলে দিন বীরভদ্র বীরে,
অকাতরে দিব প্রাণ সম্মুখ সমরে,

লব' না, বশ্যতা কভু অমর সদনে।
লও দাদা ইষ্ট দত্ত বৈজয়ন্তী মালা,
এই যে দেবর্ষি নিজে, আগত সম্মুখে।

অদূরে নারদের প্রবেশ।

সকলে। আসুন আসুন দেব! ধন্য মোরা সবে,
প্রণিপাত সকলের করুন গ্রহণ! (সকলের প্রণাম)

নারদ। শুভমস্তু! শুভমস্তু! বীরোত্তম দনুজগণের, কল্যাণ হউক! আমি সবই শুনেছি দৈত্যেন্দ্র! তাই নিজেই জানাতে এলাম, আগে জিজ্ঞাসা করি! এ সমর আহ্বান সম্বন্ধে, তোমরা কি প্রত্যুত্তর দেবে স্থির ক'রেছ? যুদ্ধ? না বৈজয়ন্তী মালা প্রত্যর্পণ মনস্থ ক'রেছ?

তারক। আমাদের মন্তব্য প্রকাশের পূর্ব্বেই, এ বিষয়ে আপনার উপদেশ বাণীই, আমরা শুন্‌তে চাই। যখন সমস্তই অবগত আছেন, তখন আপনিই বলুন! এক্ষেত্রে, আমাদের কর্ত্তব্য কি?

দেবর্ষি। উপদেশ যখন জান্‌তে চাইচ, তখন, আমার জ্ঞানানুযায়ী, সদুপদেশই, অবশ্য দিতে বাধ্য হ'চ্ছি। আমার বিবেচনায়, তাঁরা, যখন পূর্ব্ব হ'তেই প্রস্তুত বুঝা যাচ্ছে, তখন, এই বৈজয়ন্তীমালা, প্রত্যর্পণেই যে, যুদ্ধ স্থগিদ হ'য়ে যাবে, তাত' কখনই বিশ্বাস হয় না, বরং মনে হয়, অন্য যে কোনও একটা অছিলায়, পুনঃ যুদ্ধ আহ্বানই, জ্ঞাপন কর্‌বেন। মূল কথা, যুদ্ধ অনিবার্য্য, তাতে আর সন্দেহের অবকাশ নাই। সুতরাং কেন, অনর্থক খর্ব্বতা স্বীকার করা? পক্ষান্তরে, আরও এক কথা ভেবে দেখো, এও বোধ হয়, তাঁর, এক পরীক্ষা, হয়ত এইরূপে, তোমাদের হৃদয় বল পরীক্ষা করছেন, বীরত্বের পরীক্ষা গ্রহণ

কর্‌ছেন, তাতে সমুত্তীর্ণ হ'তে পার্‌লে, বরং তিনি সদয় হ'তেও পারেন ; সুতরাং মালা প্রত্যর্পণ, আমিত কখনই সঙ্গত মনে করি না।

বিদ্যুন্মালী। ঠিক, ঠিক, শ্রেষ্ঠতর সার উপদেশ,
বিজ্ঞতম দেবর্ষির, যোগ্য উক্তি ইহা।
তাঁর কাছে, বীরত্বের পুরস্কার শু
বরঞ্চ সম্ভব বটে, মনে অনুমানী
কাপুরুষতার নিদর্শনে, হইবেন
রুষ্ট অতি, রুদ্র দেব, মোসবার প্রতি।

ত্রিশূলোপরি বৈজয়ন্তীমালা লইয়া, বলিতে বলিতে,
বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। ক, কৈ দৈত্যনাথ! গত প্রায় দুইদণ্ড,
অপেক্ষিতে নারি আর, দাও সদুত্তর?
বলো ত্বরা, লবে, কিম্বা দিবে ফিরাইয়ে
সসম্মানে প্রণমিয়া, কৈ
বিলম্ব কি হেতু এত, কহ স্পষ্টাক্ষরে!

বিদ্যুন্মালী। বেশ কথা, আমিও, ত, কহি শুধু তাই,
কিসের বিলম্ব? কিছু প্রয়োজন নাই।
ভিন্ন আর বলিবার কি আছে ইহাতে?
চাহি শুধু রণ মোরা, অন্য কথা নাই।

কমল। তাই যান্ বীরবর! কহিবেন যেয়ে,
পরমেষ্ট দেব দেব প্রভু শুভঙ্করে,
কাপুরুষ, নহে অযোগ্য সেবক তাঁর,
ত্রিপুর অধিপত্রয়, বীর বংশধর।

অকাতরে দিয়ে প্রাণ, প্রশান্ত নির্ভীক,
চ'লে যাবে গর্ব্ব ভরে, সম্মুখে তাঁহার।

বিদ্যুন্মালী। সুনিশ্চয়, অতএব গর্ব্বভরে আমি,
লইলাম তুলি, এই বৈজয়ন্তী মালা। [তদ্বৎ]
সদর্পে পরানু গলে, বীর অগ্রজের, [কথাবৎ কার্য্য]
যাও বীর! বলো যেয়ে, দেব শুভঙ্করে,
মোরা অকাতরে প্রাণ দিব, রণ মাঝে,
অপমান সহিব না, জীবন থাকিতে।

বীরভদ্র। বেশ কথা, থাক' তাই, সমরে প্রস্তুত,
অবিলম্বে, অবরুদ্ধ হইবে ত্রিপুর।
স্থির জেনো আশু প্রবল দেবতা অতি,
বিশ্বারাধ্য ব্যোমকেশে নেতৃস্থানে লভি।
জয় জয় বিশ্বনাথ! ভবধব প্রভু!

[প্রস্থান।

দেবর্ষি। সাধু! সাধু দৈত্যবীরগণ! তোমাদের আজকার এ বীরত্ব, সর্ব্বজন প্রশংসনীয়। এ হৃদয় বল, অতুলনীয়। আশীর্ব্বাদ করি, জগন্মান্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৈত্যেন্দ্রগণের, পন্থা অনুসরণে, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, লোকমান্য অতুল প্রতিষ্ঠায়, সক্ষম হও! আচ্ছা, আমিও তবে এখন, আসি বৎস! [প্রস্থান।

তারকাক্ষ্য। তবে চলো ভাই! কালব্যাজ অনুচিত আর;
সেনাপতি! অবিলম্বে সাজাও বাহিনী।
সমগ্র দানব শক্তিযুক্ত করি, নিজে
মহাকাল সনে রণে, সাজো শীঘ্রগতি।

তবে চলো ত্বরা করি, ভাই বিদ্যুন্মালি !
প্রাণাধিক কমলাক্ষ্য ! চলো দ্রুতগতি,
শেষ সজ্জা প'রি, আজ শেষ যাত্রাকালে,
দাঁড়াইব তিন ভাই, পাপাপাশি, যেয়ে,
ভীম দর্পভরে, নির্ব্বান দাতার আগে,
বীরযোগ্য শ্লাঘতর নির্ব্বাণের তরে।

[তারকাক্ষ্য, কমলাক্ষ্য ও বিদ্যুন্মালীর প্রস্থান।

বলাসুর। ওঃ ! আবার বিভোর রঙ্গে, সময় তরঙ্গে,
মহোল্লাসে ঝাঁপ দিয়ে, পড়ি গর্ব্বভরে,
সাধিব সাহ্লাদে, সুখ সন্তরণ ক্রীড়া।
দীপ্তরোষে ক্ষিপ্ত সম, প্রদীপ্ত আক্রোশে,
আলোড়িয়া বক্ষ তার, করি বিধূনিত,
প্রমত্ত সংহার খেলা, খেলিব উদ্দাম।
উত্তাল তরঙ্গ কভু, তুলিয়া ভীষণ,
প্লাবন ছুটায়ে ভীম, দুর্নিবার গতি,
ভাসায়ে দুকুল, সৃজি অকুল পাথার,
দেখাইব, প্রলয়ের ভৈরব মূরতি।

[দ্রুত প্রস্থান।

মন্ত্রী। আমি যেন, দেখিতেছি দিব্য দৃষ্টিযোগে,
অদৃষ্ট বিরূপ ঘোর, দৈত্যগণ প্রতি।
ঘনাইত কাল মেঘ, ভবিষ্য গগনে,
অপসারি সে আঁধার, কে দেখাবে আলো ?

বিশ্বজ্যোতিঃ ব্যোমকেশ !
তোমা বই বিভু ?
দয়া করো দেব দেব ! চির দাসগণে।

[প্রস্থান।

চতুর্থ গর্ভাঙ্ক।

ত্রিপুর তোরণদ্বার সম্মুখ ভাগ।

অনুবলের হাত ধরিয়া সন্ত্রস্তভাবে রাজ্ঞী ধনিষ্ঠার দ্রুত প্রবেশ।

ধনিষ্ঠা। (অদূর হইতেই) ঐ যাঃ! অনু! অনু! সর্ব্বনাশ হ'য়েছে; যা শঙ্কা ক'রেছিলাম তাই ঘটেছে। দেবগণ আগেই এসে, ত্রিপুর অবরোধ ক'রেছেন। তবে বুঝি আর হ'লো না, তাঁর শ্রীচরণ দর্শন, আর এ ভাগ্যে ঘ'টে উঠলো না। বড় আশায় প্রাণপণে ছুটে এসেও, সাধ পূর্ণ হ'লো না, বুঝি সব শেষ।

অনুবল। সে কি! কি শেষ, মা! আর দেখাই বা, না হবে কেন? তুমি কি বল্‌ছো? আমরা নিজ রাজপুরে ফিরে যাবো, তাতে কে আমাদের বাধা দেবে?

ধনিষ্ঠা। দেখতে পাচ্ছিস না? ঐ তোরণ অদূরে, অসংখ্য দেবসৈন্য, ব্যূহকারে সজ্জিত র'য়েছে, উদ্দেশ্য, এ সময় এঁরা, পুরী হ'তে কাউকে, পুরে প্রবেশ হ'তে দেবেন না। ঐ আবার একদল দেব সৈন্য,

এই দিকে আসছে। তুই আমার খুব কাছে এসে স্থির হ'য়ে দাঁড়া! কথা কস্‌নে, চুপ ক'রে, আমায় ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে থাক্।

দেব সৈনিক চতুষ্টয়ের প্রবেশ।

১মঃ সৈন্য। হ্যাঁ হ্যাঁ, খুব হুঁসিয়ার! বেটা দত্যিদের মায়া বোঝা ভার। চারিদিকে কড়া পাহারা দেওয়া চাই।

২য়ঃ সৈনিক। সর্ব্বদাই চতুর্দ্দিক ঘুরে ফিরে দেখাও দরকার।

৩য়ঃ সৈনিক। (সপুত্র রাজ্ঞীকে দেখিয়া) অ্যাঁ! এ কি, এরা কে?

৪র্থঃ সৈনিক। তাই ত, রমণী? এ সময়, এমন স্থানে? এও এক মায়া নয় ত রে?

১মঃ সৈনিক। তা বিশ্বাস কি? আচ্ছা আগে জিজ্ঞাসাই করা যাক্ না, তারপর অবস্থা বুঝে, ব্যবস্থা; বলি কে বাছা তুমি? এখানে, এ রকম সময়, কি উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছ? সত্য বলো, সত্য বল্‌লে কোনও ভয় নাই।

ধনিষ্ঠা। সত্য কথা বল্‌লে বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌বে কি বাবা! তবে শোনো! এই ত্রিপুরের জ্যেষ্ঠারাজমহিষী আমি; এটি আমার ছেলে, কোনও বিশেষ কারণে, আমরা স্থানান্তরে ছিলাম, এখন পুরী প্রবেশ কর্‌তে চাই।

১মঃ সৈনিক। এই আর কি, ত্রিপুররাণী, বল্‌লেই অম্নি রাণী কিনা, তিনি এমন বেশে, এম্নি অসহায়া অবস্থায়, একাকিনী এখানে? এ কথা ত পাগলেও বিশ্বাস কর্‌তে পারে না।

২য়ঃ সৈনিক। আমাদের বর্ব্বর ঠাউরেছেন আর কি? না না,

এঁকে ছাড়া হবে না, নিশ্চয় এর মধ্যে কোনও রহস্য আছে, নইলে মিথ্যা কইবেন কেন? বোধ হয় এও একটা মায়া।

৩য়ঃ সৈনিক। ঠিক্ তাই, এঁকে বেঁধে নিয়ে যাওয়া উচিত।

৪র্থঃ সৈনিক। কিন্তু নারী যে, তাও ত দেবরাজের আদেশ বিরুদ্ধ।

১মঃ সৈনিক। আচ্ছা আগে ওঁকে বলা যাক্, আমাদের সঙ্গে শিবিরে যেতে, তাতে রাজী হন্ উত্তম।

২য়ঃ সৈনিক। সেই ভাল কথা, উনি নিজে দেবরাজকে ব'লে ক'য়ে, তারপর যেখানে ইচ্ছা, যেতে পার্বেন।

৩য়ঃ সৈনিক। তাই ত, শুনছো বাছা! তুমি আমাদের সঙ্গে চলো! ঐ শিবিরে আমাদের দেবরাজ আছেন, তুমি যদি সত্যই রাজ্ঞী হও, তিনি নিজেই তোমায় সমাদরে পুরী মধ্যে পাঠাবার ব্যবস্থা করবেন।

৪র্থঃ সৈনিক। সেই ত, কিন্তু আমরা ত তা পারি না, হয় সহজে তাই চলো।

১মঃ সৈনিক। নইলে, আমরা বেঁধে নিয়েই যাবো, নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে থাক্লে চল্বে না বাছা! শীঘ্র চলো!

ধনিষ্ঠা। না, তা কখনই হবে না, তাতে মহামান্য ত্রিপুররাজের উচ্চশির, অবনত হবে, অথচ এই সৈনিকগণও ত;—উঃ! না, না অম্নু! এ অপেক্ষা আমার মৃত্যু ভাল। তাই হোক্, তবে একমাত্র দুঃখ, শেষ দেখা হ'লো না, তা, না হোক্, তবুও তাঁর গৌরব উজ্জ্বল থাকুক্! সুতরাং এ অবস্থায় সেই একমাত্র উপায়ই অবলম্বন কর্তে হ'লো, অম্নু! বাবা! তুই বলিস্, তাঁকে বুঝিয়ে বলিস্, মহামান্য ত্রিপুরাধিপের অতুল সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখ্তে, আমি অনিচ্ছায়ও তাঁকে ফেলে যেতে বাধ্য হ'চ্ছি। দাঁড়াও! একটু দাঁড়াও তোমরা! এ

ঘোর অপমানের দায় হ'তে, ত্রিপুর রাজ্ঞী, কি ভাবে উদ্ধার লাভ করে, (বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে ছুরিকা বহিষ্করণে) তা একটু দাঁড়িয়ে দেখে যাও!' (আত্মহত্যার চেষ্টা)

ঠিক তন্মুহূর্ত্তে বলিতে বলিতে, ইন্দ্রের প্রবেশ।

ইন্দ্র। মা! মা! রক্ষা করো, রক্ষা করো! ক্ষমা, ক্ষমা করো মা, রাজরাজেশ্বরি! অবোধ সৈনিক এরা, বুঝ্‌তে না পেরে, মহা অপরাধ ক'রে ফেলেছে, অবশ্য কঠোর সাজাও তার প্রাপ্ত হবে, কিন্তু তার আগে, আমি তাদের হ'য়ে ক্ষমা চাইচি! দেবাধিশ বাসব আমি, করযোড়ে ত্রুটী স্বীকার ক'রে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। মা মহিমময়ী ত্রিপুর অধিশ্বরি! ক্ষমা করুন! অস্ত্র ফেলে দিন মা! আমি বল্‌ছি, আপনি যথা ইচ্ছা গমন করুন! অনুমতি হ'লে, স্বয়ং রক্ষীর ন্যায় সঙ্গে যেয়ে, পুরী প্রবেশের সহায়তায় প্রস্তুত আছি, আমায় এ ঘোর কলঙ্ক হ'তে অব্যাহতি দিন মা! ঐ অস্ত্রখানি আমায় ভিক্ষা দিয়ে, সচ্ছন্দ্যে সপুত্র পুরী প্রবেশ করুন! এই মাত্র আমার সবিনয় প্রার্থনা, আর এদেরও কঠোর সাজা স্ব চক্ষেই দেখে যেতেও পারেন।

ধনিষ্ঠা। অস্তু! তবে বুঝি, ভাগ্যে, শ্রীচরণ দর্শন ঘট্‌তে পারে, জগদীশ্বরকে, শত শত ধন্যবাদ দাও বাবা! শত্রু হ'লেও অতি মহৎ, উদার হৃদয় শত্রুর, অধিকারে এসেছি। মহামান্য দেবাধিশকে প্রণাম করো বাবা! এবং আমরাও সসম্মান বিনীত অভিবাদন জ্ঞাপন ক'রে, চলো আমরা অগ্রসর হই। আর যাবার সময়, আমার এক কাতর প্রার্থনা ওঁকে নিবেদন ক'রে চলো, অজ্ঞান সৈনিকগণ, না বুঝে যে, দোষে দোষী, তাদের সে দোষ আমি, ক্ষমা ক'রে যাচ্ছি,

সুতরাং আমাদের জন্য যেন তাদের কারও, কোনও সাজা পেতে না হয়। আমিও তাঁর কাছে এই ভিক্ষাই চেয়ে যাচ্ছি। আর বিলম্ব নয়, শীঘ্র চলো যাই বাবা!

[মাতা পুত্রের প্রস্থান।

ইন্দ্র। যাও, তবে তোমরাও নির্ম্মুক্ত; মহারাজ্ঞী স্বেচ্ছায় সবাইকে ক্ষমা ক'রে গেছেন। কিন্তু সাবধান! যে ভাবেই হোক্ না, যত বলবৎ কারণই থাকুক না কেন, ভ্রমেও কখনও যেন, রমণী সম্ভ্রমে হস্তক্ষেপ করা না হয়, সাবধান! এখন শীঘ্র শিবিরে চলো! বড় ভীষণ মুহূর্ত্ত, সম্মুখে উপস্থিত। সে বিষয়ে বহু কর্ত্তব্য পালনীয় আছে।

[সকলের প্রস্থান।

যবনিকা।

পঞ্চম গর্ভাঙ্ক

সমর প্রাঙ্গন।

ইন্দ্র, কার্ত্তিক, পবন, বৈশ্বানর, জয়ন্ত ও
অন্যান্য সুরসেনাগণ সমাসীন।

ইন্দ্র। ঐ হের দেবগণ!
পুরোভাগে হের ঐ
অভেদ্য ত্রিপুর, জ্যোতিষ্মান দীপ্তি যার
উজলিছে দিক্‌চল ভাস্কর প্রভায়।
তাহার সন্নিধ্যে এই কুশীক প্রান্তর,
এই স্থানে যুক্ত হ'তে আমাসবাকারে,
দিলেন আদেশ নিজে বিভু বিশ্বনাথ ;—
আপনিও মিলিবেন দেবসনে হেথা,
অনাদ্যন্ত আশুতোষের সঙ্কেত ইহাই।

কার্ত্তিক। বেশ কথা, প্রতীক্ষায় থাকি মোরা,
তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি পালিবেন কালে।

বৈশ্বানর। সুনিশ্চয় কোন"ও" চিন্তা নাহিক মোদের
নেতৃস্থানে ল'ভেছি যখন ভাগ্যবলে,
বিশ্বনেতা নিয়ামক বিভু সমাম্নায়
কিসের ভাবনা তবে, ভয় কিবা কার ?
নির্ভয় অন্তরে গাহ সবে প্রাণ ভ'রে
ওজোস্তেজো দ্যুতিধর, জয় গঙ্গাধর !

সকলে। জয় গঙ্গাধর, জয় শশাঙ্ক শেখর !

বলিতে বলিতে শুভঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। জয় ? জয় বহু দূরে জেনো বীরগণ !
বাধা বিঘ্ন সমাকুল অতীব দুষ্প্রাপ্য।
লভিতে হইবে তাহা জেনো দেবগণ !
সুভীষণ এক যুগান্তের বিনিময়ে ;
আলোড়িয়া দৃশ্যমান, বিশ্ব প্রকৃতিরে
তারপর সেই জয় হবে আহরিতে।
তাই বলি সেইরূপ সুদৃঢ় সঙ্কল্পে,
সম্যক প্রস্তুত হও জাড্য তেয়াগিয়ে।
সুপ্ত সেই কেশরীর আকর্ষি কেশর,
জাগাবার আগে হয় বদ্ধপরিকর ;
স্তুপীভূত বিস্ফোরকে অনল সংযোগে,
সুভীষণ অগ্নিকাণ্ড সংঘটিবে যদি
চিন্ত আগে তবে, সবে স্থির ধীর ভাবে,
পরিণামে সে অনল নির্ব্বান উপায়।
যাক্ আশু শুন সবে হিত উপদেশ !
আর না উচিত দৈত্যে অবসর দান।
অবিলম্বে আক্রমিতে হও অগ্রসর !

ইন্দ্র। যথাদেশ দেবদেব প্রভু আদিনাথ !
প্রস্তুত সকলে মোরা সম্যক প্রকারে।

শঙ্কর। উত্তম, তা হ'লে যাও তুমি বৈশ্বানর !
ভীম বলে এই দণ্ডে হ'য়ে অগ্রসর,
পূর্ব্বদিক হ'তে ক'রো ত্রিপুর আক্রমণ !

লক্ষ্য তব পুরোভাগে জেনো পূর্ব্বদ্বার।
আর তুমি প্রভঞ্জন! প্রমত্ত প্রভাবে,
আক্রমিবে তীব্র বেগে পশ্চিম হইতে,
লক্ষ্য তব জেনো মনে পশ্চিম তোরণ;
আর তুমি তথা, তারকারি হে কুমার!
আক্রমিবে মুহুর্ম্মুহু সর্ব্বদিক হতে
আমি নিজে আক্রমিয়ে দক্ষিণ হইতে,
শেষে যেয়ে দাঁড়াইব দক্ষিণ দুয়ারে।
আর দেবরাজ! তুমি থাক' এই স্থানে,
অদূরস্থ ত্রিপুরের উত্তর তোরণ,
একমাত্র লক্ষ্য তব জেনে রেখো মনে।
এইরূপে রুদ্ধ করো দৃঢ়তর ভাবে,—
নির্গমন পথমাত্র দৈত্য সকলের।
ক্রমে যাহা আবশ্যক সময়ে জানিবে,
এস' তবে দেবগণ! বৃথা কালব্যাজ,
যে যার নির্দ্দিষ্ট পথে হই অগ্রসর।

গমনুদ্যত, বলিতে, বলিতে ব্রহ্মা ও
বিষ্ণুর প্রবেশ।

ব্রহ্মা ও বিষ্ণু একত্রে } জয় জয় মহাযোগী বিভু বিশ্বনাথ!
নীললোলিত রূপী অনাদি জ্যোতির্ধাম!

বিষ্ণু। আর আমরা দু'জন লব কোন ভার?
কি আদেশ মহেশের মোদের উপর?

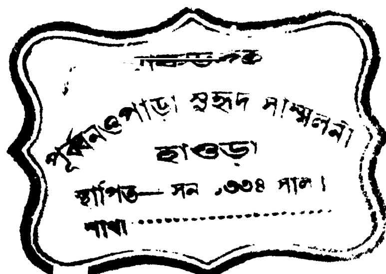
শঙ্কর। হরি হরি হরি! তোমরা বলিয়া আর,

ভিন্ন, কিছু আছে নাকি, কহ শুনি তাই ;
তবু কার্য্য ক্ষেত্রে তার দায়ীত্বানুসারে
দিতেছি আদেশ এস দোঁহে, মম সাথে ;
আর তুমিত সারথি বিধি এ সমরে,
সুতরাং কোথা রবে রথীরে ফেলিয়ে ?
শীঘ্র এস, উভয়েই মোর সাথে সাথে ।

[ইন্দ্র ব্যতীত সকলের প্রস্থান ।

ইন্দ্র । এতদিনে হবে, দেব দুঃখ অবসান ;
বিধি, বিষ্ণু, বিশ্বনাথ বদ্ধ পরিকর,
ত্রিপুর দাহন সহ দানব সংহারে ;
তবে আর সাধ্য কার রাখে সে সবারে ?
সমাগত ধ্বংস আজ, সম্মুখে তাদের
যাই যাই, মনানন্দে ত্বরা ছুটে গিয়ে,
সসৈন্যে মুহূর্ত্তে উত্তর তোরণ দ্বারে,
সর্ব্বাগ্রেই ভাঙ্গি দ্বার, ভীম পদাঘাতে,
আক্রমণ করি দুষ্ট দিতি সুতগণে ।
অনিবার্য্য ক্ষিপ্রগতি যাই এই দণ্ডে ।

[প্রস্থান ।



ষষ্ঠ গর্ভাঙ্ক

রণক্ষেত্র

সসৈন্য বিদ্যুন্মালীর প্রবেশ।

বিদ্যুন্মালী। ছুটে এস, ছুটে এস সৈন্যগণ!
দ্রুত পদে হও অগ্রসর।
পুরোভাগে হের ঐ বৃহদাকারে দেব সেনা—
অবরোধ করি আছে তোরণ দুয়ার।
হাঃ হাঃ হাঃ! মূর্খ দেবাধীশ ভাবিয়াছে মনে,
নিরুপায় ভাবে মোরা আছি পুরী মাঝে,—
দুর্ভেদ্য এ অবরোধ ভাবি মনে মনে,
গণিতেছি নিতান্ত প্রমাদ, সবে মিলে।
কিন্তু সেই ভুল, ত্বরা ভেঙ্গে দাও সবে;
এইরূপ গুপ্ত ভাবে বহির্গত হ'য়ে,
একযোগে অতর্কিতে আক্রমি সবেগে,
বিপর্য্যস্ত করি তুল' অমর নিকরে।
ছুটে এস! ছুটে এস দ্রুত পদে,
ইতঃস্তত কিছুমাত্র ক'রো না ইহাতে,
বলো মুখে উচ্চকণ্ঠে সগর্ব্ব উল্লাসে,
জয়, জয়, দৈত্যনাথ তারকাক্ষ্য জয়।

সৈন্যগণ। জয় জয় দৈত্যনাথ তারকাক্ষ্য জয়।

[সকলের প্রস্থান।

অন্যদিকে সসৈন্য দেবরাজের প্রবেশ।

ইন্দ্র সাবধান, সাবধান দেব সেনাগণ!
অতীব সতর্কে লক্ষ্য রাখি চতুর্দ্দিক,
নির্ভীক হৃদয়ে, রোধি তোরণ দুয়ার,
দেবের বীরত্ব, আজি দেখাও দানবে ;
(অদূরে জয়ধ্বনী) অ্যাঁ ! ওকি
সহসা জয়ধ্বনি দানবের ?
একযোগে লক্ষ্য কণ্ঠে উঠিল ধ্বনীয়া ?
সবাহিনী ত্রিপুর অধিপ ভ্রাতৃত্রয়,
অবরুদ্ধ ভাবে জানি আছে পুরী মাঝে,
কিন্তু সহসা আবার একি শুনি তবে ?
মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি কোদণ্ড টঙ্কার,
সুভীষণ অসির ঝনৎকার আদি
কোথা হ'তে বলো তবে উঠিল ফুটিয়া ?

ব্যস্তভাবে, জনৈক দেব রণদূতের প্রবেশ।

রণদূত। দেবরাজ! দেবরাজ! বড় ভীষণ সংবাদ, ত্রিপুরপতি তারকাক্ষ্য, সবাহিনী গুপ্ত পথে বাহির হ'য়ে, আমাদের শিবির সম্মুখ-ভাগ আক্রমণ ক'রেছেন।

ইন্দ্র। ওঃ! যা আশঙ্কা ক'রেছিলাম তাই, ধূর্ত্ত দানবগণ, সেই জন্য, আমাদের এ অবরোধে, এতটুকুও চাঞ্চল্য প্রকাশ করে নাই ; আচ্ছা উত্তম, শিবির আক্রমণ ক'রেছে, আমরাও প্রস্তুত আছি, তুমি যাও, এ সংবাদ অগৌণে, প্রভু শুভঙ্করকে জ্ঞাপন করো। আজকার

এ মহাসমরের একমাত্র মহানেতা, সেই জগন্নিয়ামক বিশ্বনাথ ব্যোমকেশ, আমরা তাঁর আজ্ঞানুবর্ত্তী মাত্র, যাও সর্ব্বাগ্রে, তাঁকে সকল সংবাদ জ্ঞাপন তোমার কর্ত্তব্য জান্‌বে, এস সৈন্যগণ! আমরা অগ্রসর হ'য়ে, প্রথমতঃ দৈত্যগণের এ আক্রমণ ব্যর্থ করি।

[অগ্রে দেবদূত, পরে ইন্দ্রের সসৈন্যে প্রস্থান।

অন্য পথে, যুদ্ধমান বলাসুর ও পবনের প্রবেশ।

পবন। চূর্ণ হবে সব্ব গর্ব্ব, খর্ব্ব অহংকার,
দশদিক দৈত্যবীর! হবে অন্ধকার।
মূর্ত্তিমান কাল সম আজ প্রভঞ্জন,
সুভীষণ আক্রমণ সবে কিসে তার?
অচিরে উঠিবে ফুটে ঘোর হাহাকার,
মহামারে ছিন্ন ভিন্ন দীর্ণ কলেবর,
পরিত্রাণ নাহি আর, সম্মুখে সংহার।

বলাসুর। বাক্ যুদ্ধ থাক্ বীর!
হ'তেছে যা হোক্,
যথা সাধ্য করো চেষ্টা, হানো যত পারো
যে অস্ত্র সঞ্চয় থাকে করো ব্যবহার,
যথা শক্তি প্রাণপণে প্রকাশ' বিক্রম
ভ্রুক্ষেপ করি না মোরা, অটল অচল,
সম্মুখ সমরে স্থির প্রশান্ত নির্ভীক,
আস্ফালনে বৃথা চেষ্টা ভীতি প্রদর্শনে,
চাহি রণ শুধু নহে তর্জ্জন গর্জ্জন।

পবন। ভাল’ ভাল’ তাই দেখি কতক্ষণ আর
থাকে বা সামর্থ, গর্ব্ব স্থায়ী কতক্ষণ ?
প্রাণপণে চেষ্ট রোধিবারে আক্রমণ।
বলাসুর। হেলায় রোধিব, ইথে কেন প্রাণপণ ?
চক্ষের নিমেষে ব্যর্থ করিব সকল,
বিফল উদ্যম হবে দর্প অবসান।

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

অন্যপথে যুধ্যমান নন্দী ও কমলাক্ষ্যের প্রবেশ।

কমল। এখনো মঙ্গল তরে কহি বারবার,—
মান্য তুমি নন্দীকেশ ! শিব অনুচর,
ফিরে যাও অবিলম্বে কৈলাশ শিখর,
দেবতার হ’য়ে বাদ সাধি অকারণ,
মিছে কেন বলো, নিজে হবে হতমান ?
এখনো সময় আছে যাও নিজস্থান।
নন্দী। অত আর শিষ্টতার নাহি প্রয়োজন,
অনুগ্রহ কিছুমাত্র চাহি না তোমার ;
যথা সাধ্য চেষ্টা করো আত্মরক্ষা তরে,
প্রাণপণে আপনার রাখো হে সম্মান ;
আসি নাই ফিরিবারে সমর মাঝারে,
বদ্ধপরিকর হ’য়ে অমরের তরে ;
সসস্ত্র এসেছি রণে প্রভুর আদেশে।
কমল। ওঃ ! বুঝিয়াছি, তবে একান্ত দুর্ম্মতিগ্রস্থ
তবে আর ক্ষমিব না লও প্রতিফল।

আগে সিদ্ধ এই স্তম্ভন অস্ত্রেতে মম,
গতিহীন হ'য়ে থাকো, বিমূঢ় সমান।

(অস্ত্র ত্যাগ নন্দীর তদবস্থা)

একি হ'লো বীর! কোথা গেল' আস্ফালন?
হতভম্ব এই ভাবে থাকো কিছুক্ষণ।

বীরভদ্রের প্রবেশ।

বীরভদ্র। জয় হর শঙ্কর পিনাকী ঈশান!
মাভৈঃ, মাভৈঃ শিবদাস বীর নন্দীকেশ!
শিব দত্ত শূল স্পর্শে লভহ সম্বিৎ!
(শূল স্পর্শে নন্দীর চৈতন্য সঞ্চার)
চলো বীর! পিতার আদেশ, ত্যজি রণ,
অবিলম্বে যেতে হবে সকাশে তাঁহার।
তিষ্ঠ ক্ষণকাল, বীর! কমলাক্ষ্য তুমি,
অবিলম্বে রণ সাধ মিটাব তোমার
আগে ফিরে আসি, আজ্ঞা লইয়া পিতার।

[নন্দী ও বীরভদ্রের প্রস্থান।

কমলাক্ষ্য। শত আজ্ঞা ল'য়ে এস যত চেষ্টা করো
ভ্রুক্ষেপ করে না তাহে, বীর কমলাক্ষ্য,
অব্যাহত আক্রমণ, কে রোধিবে তার?
ব্যর্থ চেষ্টা, সম্মেলিত দেবতা সবার।

গমনুদ্যত, অদূর হইতে বলিতে বলিতে বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। এত তেজ. এত দর্প গর্ব্বিত দানব!
অজেয় আপনা, বুঝি ভাবিয়াছ মনে?

ভাল ধরো অস্ত্র,
দেখি গর্ব্ব কতক্ষণ রহে।

কমল। এই যে, আপনি চক্রী, ধরি চক্র রণে,
আবির্ভূত অমরের কল্যাণের তরে,
ভাল, ভাল, যথা সাধ্য চেষ্টা করো হরি।
আমরা প্রস্তুত রণে, সকলের সনে,
দেখা যাক্ বলাবল সম্মুখ সমরে।

[উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ ও প্রস্থান।

অন্যপথে যুধ্যমান তারকাক্ষ্য ও বৈশ্বানরের প্রবেশ।

বৈশ্বানর। জ্বলে যাবে, পুড়ে যাবে, হবে ছারখার,
অগ্নিময় দৃশ্যমান এ বিশ্ব সংসার,
হবে, জীব শূন্য অচিরায় এ ধরিত্রি,
অনল প্রবাহ মাঝে হইবে মগণা,
শুনিব না আর, কারও কোনও কথা,
অধৈর্য্য আপনি আজ, দৃপ্ত বৈশ্বানর
সর্ব্বাগ্রেই ভস্মীভূত হবে দৈত্যদল।

তারকাক্ষ্য। আমিও তা হ'লে সেই ভস্মরাশী হ'তে,
গড়িয়া তুলিব পুনঃ নূতন জগৎ,
অপূর্ব্ব সাধনা বলে মুহূর্ত্তে আবার।
অকারণ আস্ফালন,
কেন বৈশ্বানর!
শুনিতে চাহি না আর,

চাহি মাত্র রণ,
যথা সাধ্য চেষ্টা করো ধরি প্রহরণ।

বৈশ্বানর। তবে এই ছারখারে,
যাও দৈত্যনাথ !

[উভয়ের যুদ্ধ ও প্রস্থান।

সপ্তম গর্ভাঙ্ক

ব্যূহকেন্দ্র।

বলিতে বলিতে কুমার কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কার্ত্তিক। কৈ, কোথায় তারকাক্ষ্য, দর্পী দৈত্যনাথ!
আজ তার, কিছুতেই নাহি পরিত্রাণ,
বধিয়া তারকে আমি যেই ভুজ বলে,
নিরাপদ করিয়াছি অমর নিকরে,
সেই ভুজবলে, নিমেষে নন্দন তার,
উপনীত হবে যেয়ে পিতার সকাশে,
দেখি কিবা সাধ্য তার, কত বল ধরে।

বলিতে বলিতে তারকাক্ষ্যের প্রবেশ।

তারকাক্ষ্য। ঐ, ঐ যে সম্মুখে সেই পিতৃহন্তা মম,
এতক্ষণে হ'লো মম পূর্ণ মনোরথ,
পেয়েছি সম্মুখে তারে, পাব' ব'লে যারে,
ব্যাকুল আগ্রহে আমি, ভ্রমি রণভূমে,
খুঁজিতেছি অনুক্ষণ, তন্ন তন্ন করি,
চির অরি, ওই সেই সুর সেনাপতি
এতদিনে প্রতিহিংসা হইবে পূরণ,
ধরো অস্ত্র পিতৃঘাতি! বিলম্ব সহে না,
অধৈর্য্য অত্যন্ত আমি প্রতিহিংসা লাগি।

কার্ত্তিক। কেও! মহাবীর তারক নন্দন তুমি

পিতৃপদ সন্দর্শনে ব্যগ্র বুঝি অতি ?
ভাল, তাই হোক্, ধরি অস্ত্র চেষ্টা করো,
প্রাণপণে অস্ত্র ধরি স্বকার্য্য সাধনে।
(উভয়ের ঘোরতর যুদ্ধ)

তারক। (যুধ্যমান অবস্থায়)
না না,অসহ্য অত্যন্ত কাল ব্যঙ্গ আর,
ধনুর্যুদ্ধে অনর্থক, ব'য়ে যায় কাল,
এইবার অব্যর্থতর আগ্নেয় শূলে,
জ্ব'লে মরো পিতৃঘাতি ! লও প্রতিশোধ !
(শূল অস্ত্র নিক্ষেপ)

কার্তিক। ওঃ ! উগ্রতর, অনিবার্য্য আগ্নেয় শূল,
অব্যাহত গতি তার, নারি রোধিবারে,
হ'লো না হ'লো না রক্ষা, ভীম বলে ওই
আসিছে ছুটিয়া, নাই ত্রাণ আর—
(শূলাহত হইয়া)
ওঃ ! মা ! মা ! শঙ্কটহারিণী দুর্গতি হরা !
কোথা মা আমার ! এস ত্বরা, প্রাণ প্রায় !
(ভূমি পতিত, মূর্চ্ছিত)

দ্রুতপদে বলিতে বলিতে, শঙ্করীর প্রবেশ।

শঙ্করী। ভয় নাই, ভয় নাই প্রাণাধিক মম !
এই যে মা, এসেছে ছুটিয় কাছে তোর ;
হায় ! এ কি দশা, দেখে বুক ফেটে যায়।
শক্তিসুত দেব সেনাপতি স্কন্দ, আজ

সংজ্ঞাহীন দৈত্যরণে, পতিত ধরায় ?
অসহ্য এ অত্যাচার দর্পী দানবের,
আর না সহিব, দিব যোগ্য প্রতিফল,
আবার সমর রঙ্গে মাতিব তেমনি,
কৈ জয়া, বিজয়া বা, ভৈরবী-কৈটবি !
বিভীষণা ভীমা মূর্ত্তি করিয়া ধারণ,
খেলিবে সংহার খেলা সংহারিণী পুনঃ,
স্তম্ভিত, স্তিমিত, ভীত, জ্যোতিষ্ক সকল,
মহাতঙ্কে, কক্ষ্যচ্যুত পড়িবে খসিয়া,
হেরি মহারণ, রণচণ্ডী চামুণ্ডার।
কোথা গেল তারকাক্ষ্য, মদান্ধ দানব ?

তারকাক্ষ্য। কোথা যাবো, কি হেতু বা, কেন, কার ভয়ে ?
স্ফীত বক্ষে, তারকাক্ষ্য, আছে দাঁড়াইয়ে।
ভ্রুক্ষেপ করে না সে, কারও রক্ত চক্ষে,
নির্ভীক, প্রশান্ত সদা, প্রস্তুত সমরে।

শঙ্করী। কি ! এততেজ ? এত দূর গর্ব্বিত বচন ?
না না, কিছুতেই ক্ষমিব না, আমি আর,
উপযুক্ত প্রতিফল ধর্‌রে দানব !
অব্যর্থ এ শক্তি শূলে ধ্বংস সুনিশ্চয়।

(দেবীর শূল ধারণ, তারকাক্ষ্যেরও পূর্ণবলে ধনুর্ধারণ)

দ্রুতপদে শুভঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। সংহর', সংহর' শক্তি, মহাশক্তিময়ি !
অব্যর্থ ও শক্তিশূল, তাহে অন্যদিকে,

অবোধ্য দানব, তব একান্তই জেনো,
সুতরাং হানিলে শূল সৃষ্টি জ্ব'লে যাবে।
বিধি বরে, নিরুপিত ধ্বংস উহাদের
অভিনব অতিশয় বিচিত্র প্রকারে,
সেই পন্থা অনুসারি হইবে রাখিতে,
বিধি বাক্যের মর্য্যাদা, দেবি শুভঙ্করি !
তাই বলি, স্থির হও, সংহর' শকতি !

তারকাক্ষ্য। বাঃ, বাঃ ! এই ত, তাই ত বলি দয়াময়ী মা এলেন, কিন্তু দয়াময় পিতা আমার কৈ ? এই ত এদিকেও, উপযুক্ত অবসর, এবার উভয়ে, একত্রে অস্ত্র ধ'রে, একান্ত অনুগত, এই সেবকগণে, সমূলে ধ্বংস ক'রে, দয়াময় ভক্তাধীন ও দয়াময়ী সেবকবৎসলা দুর্গা নাম সার্থক ক'রে তুলুন ! ওহো ! ধন্য, ধন্য ভক্ত বৎসল শুভঙ্কর ?

শঙ্কর। অনুযোগ, অন্যায় বৎস ! কেন না, এই তোমাদের ভবিতব্য।

তারকাক্ষ্য। হোক্ ভবিতব্য, ক্ষুব্ধ হ'চ্ছি না, যাক প্রাণ তাতেও দুঃখ করি না, আমি, শুধু একটিমাত্র কথা, ঐ শ্রীমুখে জানতে চাই।

শঙ্কর। বলো ! অসঙ্কোচে বলো বৎস ! আমি স্থিরভাবেই শুনতে বাধ্য।

তারকাক্ষ্য। তবে বলুন ! বলুন দয়াময় আশুতোষ ! বলুন ভক্তবৎসল ভবনাথ ! আমরা তিনটি ভাই, আজীবন, কার আশাপথ চেয়ে আছি।

শঙ্কর। আমার।

তারকাক্ষ্য। কার সেবা, অর্চ্চনা, জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য জ্ঞানে,

কার ধ্যান, ধারণা, সার সর্ব্বস্ব ভেবে, এ জীবন উৎসর্গ ক'রে দিয়েছি ?

শঙ্কর। তাও আমারই।

তারকাক্ষ্য। তবে, কোন্ দোষে ;—বলো, বলো প্রাণময় পরমেষ্ট প্রভু! কেন আমাদের বিমুখ হ'য়ে, পায় ঠেল্‌তে চাও? শুনি, কি ঘটেছে এমন অপরাধ আমাদের ?

শঙ্কর। সেবা অপরাধ। তবে শোন' দৈত্যেন্দ্র! স্থির হ'য়ে শোন সেই অপ্রিয় সত্য। অবশ্য একদিকে, তোমরা আমার প্রতি, অশেষ ভক্তি প্রদর্শনের, পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছ সত্য, কিন্তু অন্যদিকে, আমারই দ্বিতীয়রূপ বিষ্ণুর প্রতি, ঘোরতর বিদ্বেষ পোষণ ক'রে এসেছ ; আমার পূজা অর্চ্চনা, শেষ না ক'রে, একটি দিনও তোমরা, জলবিন্দু স্পর্শ করো নাই সত্য, কিন্তু আমরই পালকমূর্ত্তি অভিন্ন নারায়ণের, নিন্দা, কুৎসায়, একটি দিনও নিরস্ত থাকো নাই। আমার উপর নির্ভরতার চূড়ান্ত দেখিয়েছ, তাঁকে কিন্তু ঘোর উপেক্ষায়, নগণ্য ভেবেছ, এর নাম "মহাসেবা অপরাধ।" মনে স্থির জেনো বৎস! অসাধারণ ভক্তিমান, কোনও বৈষ্ণব চূড়ামণিও যদি, আমার প্রতি বিন্দুমাত্রও বিদ্বেষ পোষণ করে, তার সে ভক্তি নিতান্ত নিষ্ফল, এবং মৎপরায়ণ শৈবী প্রাধানও যদি বিষ্ণু নিন্দাকারী হয়, আমি, তার মুখ দর্শনে কুণ্ঠিত হই। শোনেনি কি? যে হর, সেই হরি, সেই ভ্রম নিরাকরণ উদ্দেশ্যেই ত, হ'য়েছিলাম একাধারে আমরা "হরিহর" ; সুতরাং আর তোমাদের রাখ্‌তে পার্‌লাম না বৎস! বিষ্ণুদ্বেষীর অবসম্ভাবী পরিণাম ঐ অদূরাগত।

[দ্রুত প্রস্থান, ।

তারকাক্ষ্য। না না, যেওনা যেওনা প্রভু! দাঁড়াও ভক্তাধীন! একটা কথা, আর একটি কথা, আমার জান্‌বার আছে মাত্র।

(দ্রুত অনুসরণ)

শঙ্করী। আর পতিত অবস্থায় কেন প্রাণাধিক! ওঠো! [হস্ত ধরিয়া] আমার স্পর্শে পূর্ণ শক্তি-লাভে, পুনঃ কর্ত্তব্যে অগ্রসর হবে এস!

কার্ত্তিকের হাত ধরিয়া দেবীর প্রস্থান, অন্যদিকে যুধ্যমান কার্ত্তিকের প্রবেশ।

কমলাক্ষ্য। কিছুতেই আর নারিবে রাখিতে মান,
যত চক্র, চক্রী তুমি, করোনা বিস্তার,
হ'তে হবে কমলাক্ষ্য করে, হতমান।

বিষ্ণু। কি কি? এত স্পর্দ্ধা? এতদূর অহঙ্কার?
ক্ষমিয়াছি বহুবার, ক্ষমিবনা আর;
এইবার, অব্যর্থ বৈষ্ণব অস্ত্রে মন,
লও যোগ্য প্রতিফল, দর্পান্ধ দানব!

[অস্ত্রত্যাগ করিয়া প্রস্থান।

কমলাক্ষ্য। [অস্ত্রাহত হইয়া]
একি দেখি, দশ দিক, যেন অন্ধকার,
টলমল টলিছে ধরিত্রি ঘন ঘন
কক্ষ চ্যুত রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সকল।
আঁধার, আঁধার ঘোরে ঘেরিল অবনী।
কাঁপে অঙ্গ থর থরি ঘূর্ণিত মস্তক,

কৈ, কৈ দাদা ! পূজ্যপাদ অগ্রজ আমার !
শেষ দেখা বুঝি হায় ! হ'লোনাক' আর।

[মূর্চ্ছিত]

অদূর হইতে বলিতে বলিতে দ্রুত তারকাক্ষ্যের প্রবেশ।

তারকাক্ষ্য। একি শুনি সুভীষণ মর্ম্মঘাতী বাণী ?
কই, কোথা কমলাক্ষ্য প্রাণাধিক মম ?
[অগ্রসর, কমলাক্ষ্যে পতিতাবস্থায় দেখিয়া]
আঁ্যা ! একি দেখি ?
ধূলায় লুণ্ঠিত কেন ?
ওঃ ! বুঝিয়াছি, সবই বুঝিয়াছি আমি।
সেই চক্রী, করিয়াছে এই সর্ব্বনাশ,
নিষ্ঠুরতা হেন, আর কাহাতে সম্ভবে ?
কিন্তু প্রতিফল সমুচিত আজ এর
দিবে তারকাক্ষ্য, দেখিবে জগৎবাসী,
তারকের প্রতিহিংসা কিবা ভয়ঙ্কর ;
কৈ, কৈ সেই ভ্রাতৃহন্তা, চক্রী নারায়ণ !

কমলাক্ষ্য। আঁ্যা ! নারায়ণ ? কৈ সেই চির অরি মম,
অতিশয় ধূর্ত্ততম চক্রী নারায়ণ !

তারকাক্ষ্য। আঁ্যা ! উঠেছিস্ ভাই ! ওঃ ! ধন্য জগদীশ !
প্রাণাধিক প্রিয়ানুজ ! আয় বুকে ভাই !

[উভয়ে আলিঙ্গন বদ্ধ]

যাও ভাই শিবিরেতে লভগে বিশ্রাম,
আমিই দিতেছি সাজা চক্রী নারায়ণে,

কিছুক্ষণ তুমি ভাই লভগে বিশ্রাম।

কমলাক্ষ্য। অ্যাঁ! বিশ্রাম?
একি কথা? বলো নাক' দাদা!
বীর মোরা, বীরের সন্তান বলি খ্যাত,
ক্লান্ত হ'য়ে শত্রু শরে' লভিব বিশ্রাম?
কিছুমাত্র অবসাদ নাহি মম আর,
এস যাই, এই দণ্ডে দুই ভাই মিলে,
খেলিগে সংহার খেলা, অমর সদনে।

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

অন্যপথে উদ্‌ভ্রান্ত বিদ্যুন্মালীর বলিতে বলিতে প্রবেশ।

বিদ্যুন্মালী। ওঃ!
এতদিনে হ'লো বুঝি সেদিন উদয়।
বুঝেছি এ সমরের নাহি অবসান।
ঐ, ঐ ;—
রুদ্র-বিষাণ ঐ উঠিল গরজি ;—
রৌদ্ররূপী রুদ্র করে উদাত্ত ভীষণ॥
ত্রাস্ত কাঁপে ধরাধর,
উচ্ছলিত-চরাচর,
অসুর, অমর, নর,
করে প্রমাদ গণন।
রুদ্র বিষাণ ঐ উঠিল গরজি,
রৌদ্ররূপী রুদ্র করে উদাত্ত ভীষণ॥

মহারণে কি ভয়াল,
মূর্ত্তি ধরি মহাকাল,
ভূত, প্রেত সনে তাঁর,
সুভীষণ তাণ্ডব নর্ত্তন।
রৌদ্র বিষাণ ঐ উঠিল গরজি,
রুদ্ররূপী রুদ্র করে উদাত্ত ভীষণ ॥
সমাকীর্ণ ব্যোম পথ,
ব্যোমকেশ অতিরথ,
আস্ফালী সরোষে,
ঘোর করেন গর্জ্জন।
রুদ্র বিষাণ ঐ উঠিল গরজি,
রৌদ্ররূপী রুদ্র করে উদ্দাত্ত ভীষণ ॥
একি দৃশ্য ভয়ঙ্কর,
ধরি শূল শুভঙ্কর
মুহূর্ত্ত প্রলয় কাণ্ড,
যেন করেন ঘোষণ।
রুদ্র বিষাণ ঐ উঠিল গরজি,
রৌদ্ররূপী রুদ্র করে উদাত্ত ভীষণ ॥
কিবা ভয় সে কারণে,
দিব প্রাণ আজ রণে,
সম্মুখ সমরে মৃত্যু
সেত' চির আকিঞ্চন।
রুদ্র বিষাণ ঐ উঠিল গরজি
রৌদ্ররূপী রুদ্র করে উদাত্ত ভীষণ ॥ [দ্রুত প্রস্থান।

অন্য দিকে ব্যস্তভাবে বলিতে বলিতে বৈশ্বানর ও প্রভঞ্জনের প্রবেশ।

বৈশ্বানর। (নেপথ্য লক্ষ্যে) ঐ, ঐ দেখো প্রভঞ্জন! অসম্ভাব্য মহারথারূঢ় রুদ্ররূপী মহাকাল, কি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ ক'রে, দৈত্যদল বিদলনে নিযুক্ত? চমৎকার! কি আনন্দ! কি আনন্দ! এতদিনে দেবতার, সকল দুর্গতির অবসান।

প্রভঞ্জন। কিন্তু এদিকেও লক্ষ্য করো জাতবেদা! দৈত্যপতি মহাবল তারকাক্ষ্যও নির্ভীক ভাবে, তাঁর সহিত যুদ্ধে সংলিপ্ত; (অন্য দিক দৃষ্টে) ওকি? ওকি—আবার? দেখো, ঐ দিকে চেয়ে দেখো বৈশ্বানর! মহাবীর বিদ্যুন্মালী, ঐরাবত আরূঢ় দেবেন্দ্রে কি ভীষণ ভাবে আক্রমণ কর্‌লে, ঐ যে, হায় হায়! বুঝি সর্ব্বনাশ হয়, ক্রোধোন্মত্ত ক্ষুব্ধ বিদ্যুন্মালীর, সুভীষণ গদা প্রহারে গজরাজ ঐরাবতের রক্ত বমন হ'চ্ছে; এইবার, এইবার স্বয়ং দেবরাজকেই—না না,বাঃ! বাঃ! কি অপূর্ব্ব শর চালনা, দেবাদিদেবের, সেই উদ্যত গদা, একমাত্র তীক্ষ্ণ শরে, শতখণ্ড, চমৎকার রণ দক্ষতা, ধন্য, ধন্য আদিনাথ শুভঙ্কর!

বৈশ্বানর। তারপর দেখছো প্রভঞ্জন! তাঁর ঐ জ্যোতির্ম্ময় রথ লক্ষ্য কর্‌ছো?

প্রভঞ্জন। (তদ্দৃষ্টে) অ্যাঁ! তাইত, কি অদ্ভুত অসম্ভাব্য রথ সৃষ্টি, স্বয়ং ধরিত্রি রথাঙ্গ, চন্দ্র, সূর্য্য, রথচক্র, চতুর্ব্বেদ অশ্ব, শমন অশ্বরশ্মি, দেবদেব অনন্ত ধূর্য্য, হিমাদ্রি গন্ধমাদনাদি অন্যতম রথাঙ্গ, সারথি কে ঐ?

বৈশ্বানর। স্বয়ং সৃষ্টি কর্ত্তা বিরিঞ্চি। শুধু তাই নয়, সুমেরু ধনু, বাসুকী ধনুর্মৌর্ব্বি, আর তেজরূপী স্বয়ং নারায়ণ, বাণরূপে মহাকালের করে বিরাজিত। আর পরিত্রাণ নাই, এইবার ত্রিপুর অধিপত্রয়, সদলে ধ্বংস হ'লো।

প্রভঞ্জন। কিন্তু তথাপিও কি নির্ভীক দৈত্যেন্দ্র তারকাক্ষ্য, ঠিক সমানভাবে যুদ্ধ কর্‌ছে, ধন্য, ধন্য বীর বটে, অপূর্ব্ব সাহসী, স্বীকার কর্‌তে হবে।

বৈশ্বানর। ভ্রম, ভ্রম তোমার সদাগতি! ঐ দেখো দৈত্যপতি রণে ভঙ্গ দিয়ে, পলায়ন উদ্যত, ওহো হো! দেখো, দেখো কি আনন্দ, মৃত্যুপতি মহাকালও রথ হ'তে লম্ফ প্রদানে, দৈত্যেন্দ্রের অনুসরণ কর্‌লেন, ঐ, ঐ অব্যর্থ শরসন্ধান, ব্যাস, এইবার দৈত্যকুল সমূলে নির্ম্মূল। চলো' চলো প্রভঞ্জন! শীঘ্র আমরাও নিকটস্থ হ'য়ে দেখিগে চলো!

[উভয়ের দ্রুত প্রস্থান।

জ্যারোপিত মহাধনু ধরিয়া রৌদ্র মূর্ত্তি
শঙ্করের প্রবেশ।

শঙ্কর। অতল, সুতল, বিতল কি তলাতলে,
লুকালেও আর কভু নাহি পরিত্রাণ,
ধ্বংস হ'য়ে ভস্মস্তূপে হও পরিণত
সমগ্র ত্রিপুরসহ দৈত্যপতিত্রয়,
নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন আজ হইবে নিশ্চয়,
মহাকাল করধৃত এই মহাশরে। (অস্ত্রত্যাগ)

ব্যস্তভাবে বলিতে, বলিতে দ্রুত পদে
ব্রহ্মার প্রবেশ।

ব্রহ্মা। রক্ষঃ রক্ষঃ বিরূপাক্ষ! সর্ব্বনাশ হয়,
নির্ম্মূল হ'য়েছে দৈত্য সগণ সহিত,
আশু সংহর' ও কাল অস্ত্র মহাকাল!

নতুবা নিমেষে ধ্বংস হবে সর্ব্ব জীব,
জলে যায় সৃষ্টি মম, রক্ষঃ দয়াময় !

বলিতে বলিতে বিষ্ণুর প্রবেশ।

বিষ্ণু। আমি এসেছি আজ, প্রার্থি হ'য়ে কাছে,
একমাত্র ভিক্ষা মম প্রভুর সকাশে,
ধ্বংস হ'য়ে গেছে অন্য দৈত্য নামধারী,
আমি মাত্র এতক্ষণ রেখেছি আবরি,
নিজ তেজে ভক্ত মম দৈত্যপতি সুতে,
তারকের সাধ্ব্যাপত্নি সতী ধনিষ্ঠায়,
কৃপা করি ভবনাথ ! আজ মম প্রতি,
ক্ষমুন সে মাতা, পুত্রে, এই আকিঞ্চন।

অদূর হইতে বলিতে বলিতে পুত্র সহ
ধনিষ্ঠার প্রবেশ।

ধনিষ্ঠা। থাক্, থাক্ দয়াময় ভক্তাধীন ! থাক্ করুণাময় নারায়ণ ! আমার জন্য, আর কারও নিকট দয়া ভিক্ষার আবশ্যক নাই, ত্রিলোক জয়ী স্বামী সঙ্গ ছেড়ে, আমি এসংসারে একদণ্ডও থাকতে চাই না। তবে এই অনাথ পুত্রের ভার, তোমাদের উপরই রইল, তোমাদের যা দয়া তাই ক'রো ; আমি ত্রিপুর দাহনকারি ঐ অনলে, স্বেচ্ছায় পুড়তে চল্লাম।

[দ্রুত প্রস্থান।

শঙ্কর। না না, বাধা দেব' না, অতুল এ আদর্শ, ক্ষুণ্ণ করা কর্ত্তব্য নয়। যাও মা সতীসাধ্বি ! ত্রিলোকজয়ী বীর স্বামীর অনুগামিনী

হ'য়ে সগৌরবে নিত্যধাম অধিকার কর'গে, যাও! আর অনুবল! তোমাকে, তোমার পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত করতে পারলাম না, কেননা ত্রিপুর ত আর নাই, নিঃশেষে ধ্বংস, নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে, তবে আমার ইচ্ছায়, এই জনমানবহীন "গয়" প্রদেশই, অচিয়ে জনবহুল, মহানগরীতে পরিণত হবে, এবং তুমিই তার একেশ্বর রাজারূপে, পরম সুখে, কাল কাটাবে, এবং এই "গয়" প্রদেশের অধিকার সূত্রে, উত্তরকালে তুমি "গয়াসুর" নামে খ্যাত হবে, পরিণামে শুধু স্বরাজ্যে নয়, তুমি নিখিল জগতের অশেষ কল্যাণ সাধনে, জগতে অক্ষয় কীর্ত্তি প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হবে, যাতে "মহাভক্ত গয়াসুর" নাম, যাবচ্চন্দ্র দিবাকর, কোটীকণ্ঠে ধ্বনিত হ'তে থাকবে। ব'সো বৎস! এই আসনে উপবেশন করো, প্রতিবাদ করো না, আমি এই ক্ষেত্রেই, স্বয়ং তোমায় রাজা নামে স্বীকার ক'রে, অভিষেক করছি। (অনুবলের আসন গ্রহণ) আমার বরপ্রভাবে, অচিরে তুমি ঐ সকল প্রাপ্ত হবে।

ব্রহ্মা। ওহো! ধন্য ভক্তাধীন শুভঙ্কর! ধন্য ভক্ত অনুবল! ভাবছ' কি দেবগণ! আজ পরমানন্দের দিন, দেবকার্য্য সাধনে, প্রভু দেবাদিদেব, স্বয়ং ত্রিপুর ধ্বংস ক'রে, নিজে "ত্রিপুরারি" নাম গ্রহণ ক'রেও সেই ত্রিপুরাধিপতির পুত্রকেই, স্বহস্তে রাজাসন দান করলেন। সুতরাং এ আনন্দে, সকলেরই যোগদান অবশ্য কর্ত্তব্য। বলো সবাই উচ্চকণ্ঠে, জয় দেবদেব "ত্রিপুরারি"র জয়।

সকলে। জয় দেব দেব ত্রিপুরারির জয়।

ব্রহ্মা। আজকার এ আখ্যায়িকারও নাম রইল ঐ—"ত্রিপুরারি"।

যবনিকা